সমগ্র বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চরিত্রগঠনমূলক
'হৃদয়গলে' সিরিজের চতুর্থ উপহার

হৃদয় গলে সিরিজ-৪

যে গল্পে অশ্রু ঝরে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

যে গল্পে অশ্রু ঝরে

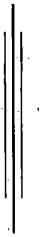

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ফাযেল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১

শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মাওলানা বশীর উদ্দীন

মাওলানা হুসাইন আহমদ

প্রকাশনায়

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

যে গল্পে অশ্রু ঝরে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
কওমী মাদরাসা পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল

জানুয়ারী- ২০০৪ইং
জিলক্বদ- ১৪২৪ হিঃ

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য

একশত বিশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ

পাওয়ারম্যাক কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং,
মোবাইলঃ ০১৯৩৪২১৩৯

অক্ষর বিন্যাস

মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯৩৮০৬২৩, ৯৬৬৯০১৬

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ যে গল্পে হৃদয় গলে'র চলমান অংশের ন্যায় পরবর্তী অংশগুলোও সিরিজ আকারে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, প্রতি তিন মাস পর পর প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, সিরিজ আকারে বের হলেও পৃথক পৃথক নামের প্রতিটি অংশই স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা রাখে। -লেখক

www.smfoundationbd.com

অর্পণ

পরম শ্রদ্ধেয় আসাতিজায়ে কেরামের করকমলে-
যাঁরা জীবনের উষালগ্ন থেকে আমাকে দেখিয়েছেন
কুরআন-হাদীস ও নববী আদর্শের সোনালী রাজপথ;
যাঁদের অফুরন্ত স্নেহ-মমতা, অনুশাসন ও তত্ত্বাবধানে
আজ এই দু'কলম লিখার সুযোগ পেয়েছি।

- স্নেহধন্য মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আক্বাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে') নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দোয়া

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার "যে গল্পে হৃদয় গলে" (বর্তমান অংশের নাম 'যে গল্পে অশ্রু ঝরে') নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে। এবং সাথে সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ ডিসেম্বর ২০০৩ইং

(মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যানকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুন আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম **"যে গল্পে হৃদয় গলে"** নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযুগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত

মাওলানা মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াকাফা ওয়াসালামুন আলা ইবাদি হিল্লাযি নাসত্বাফা। আম্মাবাদ,

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষন চিরন্তন। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। গল্প-কাহিনী মানুষ শুনতে যেমন ভালবাসে তেমনি পড়তেও তাদের ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী কিংবা বৃদ্ধ-জোয়ানের ভেদাভেদ নেই। গল্পের প্রতি মানুষের এ স্বভাবগত ঝোকের কারণেই তারা গল্প পড়ে, শুনে এবং শুনানোর জন্য অন্যকে অনুরোধও করে। সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু যদি সুন্দর, ভাল ও চরিত্রগঠনমূলক হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, সৎ-সুন্দর ও উত্তম হবেই। যা তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। 'যে গল্পে হৃদয় গলে'র লেখক অত্যন্ত রুচিশীল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় সে কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দ্বীনি খেদমতের জন্য আমি তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

চলমান খন্ডের পর এ বইয়ের বাকী গল্পগুলোকে সিরিজ আকারে বের করার পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে সত্যিই আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ পাক তাকে এবং তার মহৎ উদ্যোগকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা জাতির হেদায়েতের পথকে উম্মুক্ত করুন। আমীন।

(মাওলানা আলী আহমদ হোসাইনী)

www.smfoundationbd.com

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে 'যে গল্পে হৃদয় গলে'র চতুর্থ অংশকে **"যে গল্পে অশ্রু ঝরে"** নামে সিরিজ আকারে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেয়ার তৌফিক দান করেছেন। অপরিসীম দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই রাসূলে আরাবীর প্রতি, যিনি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যাঁর প্রতি ইরশাদ হয়েছে, (হে নবী! আপনি লোকদের নিকট পূর্ববর্তীদের) এসব ঘটনা বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করে। (সূরা আরাফ ঃ ১৭৬)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের একটি বিরাট অংশ জুড়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতগণের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাদের কাহিনীতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য প্রচুর শিক্ষনীয় বিষয়। (সূরা ইউসুফ ঃ ১১১) আরবী প্রবাদ রয়েছে- 'পূর্ববর্তীদের কাহিনী পরবর্তীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।'

হেদায়েতের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনা স্থান পাওয়া এবং উপরোক্ত আয়াত ও আরবী প্রবাদের মাধ্যমে একথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার যে, নসীহতমূলক বিভিন্ন গল্প-ঘটনা বর্ণনা করা শুধু উপকারীই নয়, জরুরীও বটে। কারণ বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারীই না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে এগুলো বর্ণনার জন্য নির্দেশ দিতেন না। উপরন্তু গল্প-কাহিনীর প্রতি সব বয়সের লোকদেরই রয়েছে হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে আধুনিক ও জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের বেলায় এ কথাটি বোধ হয় একশ ভাগ প্রযোজ্য।

আমি মূলতঃ এসব বিষয়কে সামনে রেখেই **'যে গল্পে হৃদয় গলে'** রচনা করেছিলাম। তবে এর আরও খন্ড বের করার পিছনে পাঠক-পাঠিকাদের গভীর আগ্রহ এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাই সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ তাদের অফুরন্ত ভালবাসা এবং বার বার তাগাদাই আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে এবং আরও সামনে অগ্রসর

www.smfoundationbd.com

হওয়ার হিম্মত ও সাহস যোগাচ্ছে। বর্তমানে উহাকে সিরিজ আকারে রূপদান, মূলতঃ তাদের ইচ্ছা-আকাংখারই বাস্তব প্রতিফলন মাত্র। যদি আল্লাহ পাকের রহমত, দয়া ও সাহায্য শামেলে হাল হয় তাহলে পাঠক-পাঠিকাদের ইচ্ছা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য হৃদয় গলে সিরিজকে সামনে এগিয়ে নিতে আমি অধমের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রদর্শিত হবে না বলেই আশা রাখি।

যারা আমাকে বইটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা ও সুপরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের সকলকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ইসলামিয়া কুতুব খানার স্বত্তাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের ঋণও স্বীকার করছি অকৃপণভাবে। যিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতার্থ ও চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। তার অকৃত্রিম স্নেহ ও সীমাহীন অনুপ্রেরণার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে বইটির আত্মপ্রকাশই কেবল সম্ভব হয়নি একজন নবীন লেখক হিসেবে ভবিষ্যতে আরও বই রচনার ব্যাপারেও বিপুল উৎসাহ বোধ করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে একজন কলম সৈনিক হিসেবে কবুল করেন এবং এ বইয়ে উল্লেখিত গল্প-কাহিনীগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সবাইকে সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন

১৫ ডিসেম্বর ২০০৩ইং

বিনয়াবনত
মুফীজুল ইসলাম
ভাদুঘর, বি,বাড়ীয়া

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

দ্বীনদারীর সঠিক মূল্যায়ন.....১৩
ঈমানদার মা.....২৩
চোর হল সোনার মানুষ.....৩১
দাড়ি রাখার নগদ পুরস্কার.....৪০
মৌলভী ছেলে অপছন্দ!.....৫৩
অঙ্গীকার পালনের বিরল দৃষ্টান্ত.....৭০
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা.....৮৩
নযিরবিহীন তাওয়াক্কুল.....৮৭
সদাচরণের ফল.....৯৩
খোদায়ী নুসরত.....১০৫
পাঠকের মতামত.....১০৯

শিরোনামের উপর টাচ করুন

যেভাবে বইটি সাজানো

যেখান থেকে বইটি সংগ্রহ করবেন

১। ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২। আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩। দারুল উলূম লাইব্রেরী, বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪। আল আশরাফ প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৬। এমদাদিয়া বুক হাউস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

৭। থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

৮। মাক্কি মাদরাসা, কিল্লার মোড়, লালবাগ, ঢাকা।

৯। মোস্তফা লাইব্রেরী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১০। আল মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

১১। মোহাম্মদী কুতুবখানা, বন্দরবাজার, সিলেট।

১২। নিউ মাদানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

১৩। আজিজিয়া লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভী বাজার।

১৪। শাহীন লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি, বাড়ীয়া।

১৫। শামসুল উলূম লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী।

১৬। এমদাদিয়া স্টোর, স্টেশন রোড, নরসিংদী।

১৭। থানভী লাইব্রেরী, লাইব্রেরী পট্টি, নরসিংদী।

১৮। সোলামানিয়া লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।

১৯। দারুল কিতাব, যশোর।

এছাড়া গ্রন্থমেলা ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে বইটি খুঁজ করুন।

www.smfoundationbd.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বীনদারীর সঠিক মূল্যায়ন

অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। শুধু রূপেই নয়, গুণেও অতুলনীয়া। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের হাফেযাও ছিলেন। তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও অমায়িক ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করত।

মেয়েটি ছিলেন মদীনার বিখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (র.) এর কন্যা। তিনি এখন বিয়ের বয়সে উপনীত। তার মত একজন অনিন্দ্য সুন্দরী গুণবতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেতে কে না চায়?

খলীফা আব্দুল মালেক তখন মদীনার শাসক। স্নেহের পুত্র ওয়ালীদের জন্য তিনি মেয়ে খুঁজছেন। কিন্তু মনমতো মেয়ে খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর কন্যাকেই আপন পুত্রবধূ বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

খলীফার সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। তার সিদ্ধান্তে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কার আছে? তার শাসিত এলাকায় তারই মতামতকে কেহ উপেক্ষা করতে পারে একথা কোন দিন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু যা তিনি ভাবেননি, ভাবতে পারেননি বাস্তবে ঘটলো তাই।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর তাকওয়া পরহেযগারী ও বুযুর্গী গোটা মদীনায় প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি ছিলেন ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকাহের ইমাম। পার্থিব আড়ম্বর ও ঐশ্চর্যকে মোটেও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময় সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাধারণভাবে চলা-ফেরা করতেন। পরিবারের সকলকেই তিনি গড়ে তুলে ছিলেন নিজের মত করেই।

www.smfoundationbd.com

সিদ্ধান্ত নেয়ার পর খলীফা কালবিলম্ব করলেন না। সাথে সাথে প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (র.) এর নিকট। প্রস্তাব পাঠিয়ে তিনি ভাবলেন আমার প্রস্তাব তো নিশ্চয়ই গৃহীত হবে। কারণ সাঈদের মত একজন গরীব বুযুর্গের মেয়েকে স্বয়ং খলীফা পুত্রবধূ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এতো তার মহা সৌভাগ্যেরই কথা। খলীফার সাথে আত্মীয়তা করার মত সুযোগ কে হাত ছাড়া করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার ধারণা ভুল বলে প্রমানিত হল। দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) পরিস্কার ভাষায় খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন।

এরূপ সংবাদ শুনার জন্য খলিফা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি আঘাত খাওয়া বাঘের ন্যায় ক্ষেপে উঠলেন। মনে মনে বললেন, বুযুর্গের স্পর্ধা তো দেখছি কম নয়। কত বড় সাহস তার! একটি দরিদ্র মেয়ে খলীফার পুত্রবধু হবে এমন মহা সুযোগ তো কেবল আহমকরাই প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

পরিশেষে তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, সাঈদের কন্যাকে আমি পুত্রবধু হিসেবে চা-ই। যে কোন উপায়ে যে কোন মূল্যে। যদি সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠে তাহলে প্রয়োজনে আমাকে আঙ্গুল বাকা করতেই হবে।

যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। প্রথমে খলীফা হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে। কিন্তু এতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করলেন। তাকে প্রস্তাবে রাজী করানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিতে লাগলেন এবং নানাবিধ কঠোরতা প্রদর্শন করে চললেন। কিন্তু হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (র.) অম্লান বদনে সমস্ত কষ্ট সহ্য করলেন এবং নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি বললেন, আমার জীবন চলে যেতে পারে, শত কষ্টের সম্মুখীন হতে পারি, কিন্তু তবুও দুনিয়াদার খলীফার পুত্রের নিকট আমার কলিজার টুকরোকে উঠিয়ে দিব না। কারণ আমার নিকট দুনিয়ার ধন সম্পদের চাইতে দ্বীনদারীর মূল্য শত-কোটিগুণ বেশী। দুনিয়ার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আমি আমার প্রাণপ্রিয় কন্যার আখেরাত নষ্ট করে দিতে পারি না। কেননা দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী।

www.smfoundationbd.com

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর কন্যাকে আপন পুত্রবধু বানানোর জন্য খলীফা চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হবে না, শত কষ্ট নির্যাতনের মুখেও হযরত সাঈদ (র.) তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না তখন তিনি নিরাশ হয়ে চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) নিজ বাড়ীতেই হাদীসের দরস দিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ইলম পিপাসু ছাত্ররা তার দরসে শরীক হয়ে আপন আপন ইলমী তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। সমৃদ্ধ করে তুলতেন তাদের বিশাল জ্ঞান ভান্ডারকে। উস্তাদের প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বত ছিল এমন নজীরবিহীন, যা ভাষায় ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব।

তাঁর ছাত্রদের মাঝে একজন ছিলেন খুবই গরীব, অসহায়। কিন্তু গরীব আর অসহায় হলে কি হবে তার তাকওয়া পরহেযগারী ও নম্রতা ভদ্রতা ছিল দৃষ্টান্তহীন। ইলমে হাদীসের প্রতি তার অদম্য আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকাকে তিনি অবশ্য কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ সকল কারণে সহপাঠি ছাত্রগণই শুধু নয়, স্বীয় উস্তাদ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.)ও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন, মহব্বত করতেন।

ছাত্রটির নাম আবু বাদাআ। আজ কয়েকদিন যাবত তিনি ক্লাসে অনুপস্থিত। এতে সকলেই চিন্তিত, বিচলিত। সর্বাধিক চিন্তিত হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) তিনি প্রিয় ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন। সময় দীর্ঘায়িত হওয়ায় এক পর্যায়ে তা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাই সাথে সাথে তিনি কালক্ষেপণ না করে আবু বাদাআর বাড়ীতে লোক পাঠালেন।

প্রেরিত লোকটি এখনো হয়ত আবু বাদাআর বাড়ীতে যেয়ে পৌছতে পারেননি। এদিকে তিনি আপন উস্তাদ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর দরবারে এসে হাজির। কয়েকদিন পর প্রিয় ছাত্রকে দেখতে পেয়ে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বইতে লাগল আনন্দের বন্যা।

আবু বাদাআর চেহারায় একটা বিষন্নতার ছাপ। বেশ চিন্তিত মনে হল তাকে। একটি বিশাল কাল বৈশাখী ঝড় যেন বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে।

www.smfoundationbd.com

লন্ডভন্ড করে দিয়েছে সবকিছু। আবু বাদাআ কৃত্রিম হাসি মুখে টেনে সেই বিষন্নতা, সেই বিধ্বস্ত ভাব লুকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। প্রিয় উস্তাদ তার চেহারা পানে তাকিয়েই সবকিছু বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ আবু বাদাআ! তুমি এত বিষন্ন কেন? কি হয়েছে তোমার? আজ ক'দিন তোমাকে না দেখে আমরা সবাই ভীষণ চিন্তিত।

আবু বাদাআ মাথা নীচু করলেন। তার মুখ থেকে কোন কথা সরলো না। তাই মমতার স্বরে উস্তাদ আবার বললেন-

আবু বাদাআ! ব্যাপার কি? কি হয়েছে একটু খুলে বল। তোমার কোন পেরেশানী থাকলে যথাসম্ভব আমরা তা দূর করার চেষ্টা করব।

উস্তাদের স্নেহপূর্ণ কথায় আবু বাদাআর চোখে পানি এসে গেল। কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু দু'গন্ড বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন-

হযরত আজ ক'দিন হল আমার বিবি ইন্তেকাল করেছে। আমার পরিবারে আমার বৃদ্ধ আম্মা ও ছোট ছোট কয়েকটি বাচ্চা ছাড়া আর কেহ নেই। ফলে তাদের দেখাশুনাসহ ঘরের যাবতীয় কর্ম আমাকেই করতে হচ্ছে। রান্না-বান্না ও পারিবারিক কাজ কর্মে অভ্যস্থ না হওয়ায় এগুলো করতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। উপরন্ত আমি এতে সীমাহীন অস্থিরতাও ভোগ করছি। আর সে অস্থিরতার কারণেই আজ ক'দিন যাবত আপনার বরকতময় সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

হযরত সাঈদ (রা.) বললেন, আচ্ছা তোমার বিবির ইন্তেকাল হয়ে গেল, তা তুমি আমাকে জানালে না কেন? জানতে পারলে আমি তো জানাযা, দাফন ইত্যাদিতে শরীক হতে পারতাম।

আবু বাদাআ বললেন, বিষয়টি আমিও চিন্তা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ কথা ভেবে আপনাকে জানাইনি যে, হযরত অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। মসজিদ আর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যান না। আমার বিবির ইন্তেকালের কথা শুনে আপনি যেমন মর্মাহত হবেন তেমনি জানাযা দাফন ইত্যাদি কর্মেও অংশ গ্রহণ করতে চাইবেন। এতে আপনার সীমাহীন কষ্ট হবে। আপনাকে না জানানোর এই হল মূল কারণ। তবে আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত কাজ অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও সুশৃংখলভাবেই সমাধা হয়েছে।

www.smfoundationbd.com

কিছুক্ষণ পর ছাত্রদের ছুটি হল। আবু বাদাআ বাড়ীতে যাওয়ার অনুমিত চাইলেন। কিন্তু অনুমতি মিলল না। হযরত সাঈদ (রা.) তার হাতে কিছু টাকা উঠিয়ে দিয়ে বললেন, আবু বাদাআ! এগুলো নিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করবে।

ঃ জী না হুজুর! ঋণ পরিশোধের জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে না। আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করার চেষ্টা করব।

ঃ আবু বাদাআ! বিবি ইন্তেকালে এমনিতেই তুমি চিন্তিত। তার উপর ঋণের বোঝা তোমাকে আরও পেরেশান করে তুলবে। সুতরাং টাকাগুলো তুমি গ্রহণ কর।

উস্তাদের বারবার পীড়াপীড়িতে আবু বাদাআ কম্পিত হস্তে টাকাগুলো গ্রহণ করলেন। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকলেন। তিনি যে উস্তাদের সম্মুখে বসা, একথা তিনি ভুলেই গেলেন। হঠাৎ উস্তাদের স্নেহের আহবানে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন,

ঃ জ্বী হুজুর!

ঃ তুমি কিছু মনে না করলে একটি কথা বলতে চাই।

ঃ উস্তাদ ছাত্রের সাথে কথা বলবেন এতে মনে করার কি আছে। আপনি নির্দ্বিধায় আপনার মনের কথাটি আমার নিকট খুলে বলুন। আমি আপনার যে কোন খেদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

ঃ না, খেদমতের কিছু নেই। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তোমার এখন আরেকটি বিবাহ করার ইচ্ছে আছে কি না?

দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে আবু বাদাআ বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন। হৃদয়ের গহীন কোনে একটি মারাত্মক চোট পেলেন। চোখের দু কোনে দেখা গেল অশ্রু প্লাবন। যা মুহূর্তেই দুগন্ড ভিজিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বললেন-

ঃ হযরত আমি একজন গরীব মানুষ। দুনিয়ার ধন-দৌলত, টাকা পয়সা প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নেই আমার। আমি নিঃস্ব, অসহায়। আমার বাচ্চাগুলো ছোট ছোট। তাদের দেখাশুনা ও লালন পালনের জন্য একজন মহিলার খুবই প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনবোধ করেই আমি কুরাইশ বংশের প্রায় প্রতিটি ঘরে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। অনুরোধ করেছি। অন্যের

www.smfoundationbd.com

মাধ্যমে সুপারিশও করিয়েছি। কিন্তু কেউ আমার প্রস্তাবে রাযী হয়নি। আমার নিকট মহান আল্লাহর মহব্বত ও ভয় ছাড়া আর কোন সম্বল নেই।

ঃ বল কি তুমি? গরীব বলে সবাই তোমাকে অবজ্ঞা করছে! এড়িয়ে যাচ্ছে!! আল্লাহু আকবার! এটা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, লোকেরা শুধু অর্থ সম্পদ আর টাকা পয়সা না থাকার কারণে তোমাকে গ্রহণ করছে না? আবু বাদাআ! আমি মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তুমি কোন সাধারণ মানুষ নও। তোমার কাছে অর্থ সম্পদ না থাকতে পারে কিন্তু তাকওয়া আর পরহেযগারীর মত মহা দৌলত তোমার নিকট আছে। দ্বীনদারীর মত মহা সম্পদের অধিকারী তুমি। মনে রেখ, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে বেশী পরহেযগার। আবু বাদাআ! লোকেরা কেবল তোমার গরীবি হালতকেই দেখল, ধন-সম্পদের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিল অথচ তোমার দ্বীনদারীর মূল্যায়ন তারা করল না। তোমার মধ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষার যে প্রেরণা আছে সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করল না। আফসোস। শত আফসোস!! এর চেয়ে দুঃখজনক কথা আর কি হতে পারে। এ কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গোটা কক্ষ জুড়ে নেমে এল এক অসীম নীরবতা।

খানিক বাদে নীরবতা ভাঙ্গলেন তিনিই। অশ্রু ঝরছিল তার চক্ষু থেকে। ক্রমাগত উছলে উঠা অশ্রুকে সংবরণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে আবু বাদাআর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন-

আবু বাদাআ! তুমি যদি রাযী থাক তাহলে তোমাকেই আমি আপন জামাতা বানাতে চাই। তোমার হাতেই তুলে দিতে চাই নিজের হাতে গড়া কলিজার টুকরা আমার একমাত্র মেয়েটিকে।

আবু বাদাআ নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছেন না। তার মনে হচ্ছে তিনি হয়ত কোন স্বপ্ন দেখছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অকল্পিত শুভ সংবাদ শুনে তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না যে, এ প্রস্তাবের জবাবে তিনি কি বলবেন।

চারিদিকে নীরব নিস্তব্দ। কক্ষে পিন পতন নীরবতা। কিছুক্ষণ জবাবের অপেক্ষায় থেকে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ বল আবু বাদাআ! এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত? তুমি কি এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নও?

www.smfoundationbd.com

ঃ প্রাণের উস্তাদজী! এখানে সন্তুষ্ট না হওয়ার কি আছে? আমার তো মনে হয় জীবনে এর চেয়ে বড় কোন খুশির সংবাদ আমি পাইনি। আপনি যদি এ অধমকে আপনার খাস তত্ত্বধানে নিয়ে নেন, তবে এটাই হবে আমার সবচাইতে বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

সম্মতি পেয়ে হযরত সাঈদ (র.) বিলম্ব করলেন না। তাৎক্ষনিক তিনি কিছু লোককে সংবাদ দিয়ে হাজির করলেন। অতঃপর শরীয়তের বিধি অনুসারে প্রিয় ছাত্র আবু বাদাআর সাথে কলিজার টুকরা কন্যার বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। যে কন্যাকে তিনি খলীফার পুত্রের নিকট উঠিয়ে দিতে কঠোরভাবে বিরত থেকেছিলেন, আজ তাকেই তিনি দ্বীনদারীর মূল্যায়ন করে একজন নিঃস্ব, অসহায়, গরীব ছেলের হাতে নিঃসংকোচে উঠিয়ে দিলেন।

বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর আবু বাদাআর খুশীর সীমা নেই। আনন্দের আতিশায্যে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তিনি দ্রুত মায়ের কাছে পৌঁছে সব ঘটনা খুলে বললেন। সংবাদ শুনে মা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

এবার মা ছেলে উভয়েই চিন্তা করলেন, বিয়ে তো হয়ে গেল, এখন মেয়ে উঠিয়ে আনার জন্য যেসব অতি প্রয়োজনীয় ছামান পত্র দরকার তা কিভাবে কোত্থেকে সংগ্রহ করবেন?

তারা বিষয়টি নিয়ে অনেক্ষণ ভাবলেন। বিভিন্নভাবে চিন্তা-ফিকির করলেন। কিন্তু কোন উপায়ই তারা বের করতে সক্ষম হলেন না। এভাবে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

তখন ছিল রমযান মাস। সামান্য কিছু ইফতারী শেষে মাগরিবের নামায আদায়ের পর উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য মা ও ছেলে আবারও চিন্তা-ফিকির করছিলেন। এমন সময় দরজার খটখট আওয়াজে তাদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। আবু বাদা'আ জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ কে?

ঃ আমি সাঈদ।

ঃ আমার উস্তাদ সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব?

ঃ জ্বী, তোমার উস্তাদ সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব।

উস্তাদের কণ্ঠ শুনেই আবু বাদাআ তাকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু

www.smfoundationbd.com

একথা ভেবে তিনি অস্থির হলেন যে, হযরত সাঈদ এখানে আসবেন কোত্থেকে? কারণ তিনি তো নিজের ঘর আর মসজিদ ছাড়া কোথাও যান না। আনন্দ মিশ্রিত অস্থিরতা নিয়ে আবু বাদাআ দৌঁড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন, সত্যিই হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) তার দরজায় দাঁড়ানো। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হাসছেন। এক স্বর্গীয় জ্যোতি যেন তার চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছে।

আবু বাদাআকে দেখেই হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) বলে উঠলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আবু বাদাআ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ বলে জবাব দিলেন। অতঃপর মোসাফাহার পর্ব শেষ করার সাথে সাথে আবু বাদাআ বলে উঠলেন-

হযরত আমাকে আপনি ডেকে পাঠালেই তো পারতেন। আপনি কষ্ট করে আমার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল?

ঃ তাতে দোষের কি আছে? উস্তাদ তো ছাত্রের বাড়ীতে আসতেই পারে।

ঃ তা তো অবশ্যই। আমি বলছিলাম হযরতের কষ্টের কথা।

ঃ না কোন কষ্ট হয়নি আমার। তাছাড়া তুমি এখন শুধু আমার ছাত্রই নও, জামাতাও বটে। সুতরাং .....।

ঃ জ্বী হুজুর! আমার ভুল হয়ে গেছে। অনুগ্রহ পূর্বক ঘরে তাশরীফ আনুন। আপনার বরকতময় স্পর্শ পেয়ে আবু বাদাআর ক্ষুদ্র কুঠির আজ ধন্য হবে।

আবু বাদাআর নববধু হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর পিছনে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে তিনি তাকে দেখতে পাননি। যখন হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) নিজে ঘরে প্রবেশ না করে আপন কন্যাকে ভিতরে যাওয়ার ইশারা করলেন, তখনই আবু বাদাআ বিষয়টি অনুধাবন করলেন।

পিতার ইশারায় কন্যা ঘরে প্রবেশ করার পর হযরত সাঈদ (রা.) অকুণ্ঠচিত্তে বললেন-

শোন বৎস! আমি আসাতে কোন অসুবিধা নেই। এতে আমার ইজ্জতের হানিও হয়নি। আমি ভাবলাম, তোমার আজ শুভ বিবাহ সম্পন্ন

www.smfoundationbd.com

হল। তোমার এখন বিবি আছে। তার পরেও তুমি একাকী রাত্রি যাপন করবে কেন? তাই তোমার বিবিকে দিয়ে যেতে এলাম।

একথা বলে আবু বাদাআর শ্বশুর হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র,) সালাম দিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। আবু বাদাআ এতে আশ্চর্য হয়ে বললেন-

ঃ একি হযরত! আপনি কি আমার ঘরে আসবেন না? আমার শ্বশুর হিসেবেই শুধু নয় উস্তাদ হিসেবেও তো আমার ঘর আপনার পদধুলি পাওয়ার হকদার।

ঃ হ্যাঁ, তা তো বটে। কিন্তু এখন নয়। অন্য সময় আসবো। আমাকে আনার জন্য দাওয়াতেরও প্রয়োজন হবে না। আমাকে নিয়ে কোন পেরেশানীতে ভোগতে হবে না তোমার। যাও, ঘরে গিয়ে আরাম কর। এতটুকু বলে তিনি চলে গেলেন। আবু বাদাআ উস্তাদের উদারতা ও মহানুভবতার কথা চিন্তা করে শুধু ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শ্বশুর ঘরে না এসে চলে যাওয়ায় আবু বাদাআ মনে মনে দুঃখ পেলেন। কিন্তু নব পত্নিকে এতটা সহজে কাছে পাওয়ায় মুহূর্তেই তার সকল কষ্ট দূর হয়ে গেল। তার খুশির কোন অন্ত রইল না। আনন্দের আতিশায্যে তিনি কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে নিজকে সামলে নিয়ে সীমাহীন আনন্দ আর পুলক মিশ্রিত অস্থিরতাসহ সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের নিকট হাযির হলেন।

আবু বাদাআর আম্মা আপন পুত্রবধুকে এতটা সহজে পেয়ে যার পর নাই খুশি হলেন। তিনি পুত্রবধুর মাথায় হাত রেখে দোয়া করতে করতে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন আমরা নিতান্তই গরীব মানুষ। আমার ছেলের কয়েকটি সন্তান-সন্ততিও আছে। এতদ্সত্ত্বেও রূপে-গুণে অতুলনীয়া ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের এমন মেয়েকে পুত্রবধু হিসেবে পাওয়া খোদা পাকের অপরিসীম অনুগ্রহ ও মেহেরবানী ছাড়া কিছুই নয়।

তিনি বুঝতে পারলেন, আবু বাদআর দ্বীনদারীই তাকে এতটা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তার মনে পড়লো সুরা তালাকের ২নং আয়াত খানা। যাতে আল্লাহ পাক বলেছেন-

যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ পাক তাদের সমস্যা সমাধানের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেন এবং তাদেরকে এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা

করেন যেখান থেকে রিযিক আসবে বলে তারা কল্পনাও করতে পারে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা জগতে ডুবে থাকার পর আবু বাদাআর 'আম্মাজান' ডাকে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তারপর বললেন, আবু বাদআ! এ আমার পরম সৌভাগ্য। আজকের দিন আমার এবং তোমার জীবনের মহা স্মরণীয় দিন। আমার বিশ্বাস, তোমার তাকওয়া-পরহেযগারী এবং এখলাছের বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এতটা সম্মানিত করেছেন। মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন। আবু বাদাআ! আমি কিভাবে খোদার শুকরিয়া আদায় করব তার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এ বলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করলেন। দেখা গেল, তার দুচোখের কোনায় আনন্দাশ্রু চিকচিক করছে। খুশি আর আনন্দের এক প্রবল ঝড় বয়ে চলছে তার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে। সে অকৃত্রিম ও অপার্থিব আনন্দকে তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। পাড়ার লোকদের জানিয়ে তাদের মাঝেও তিনি তা ভাগ বাটোয়ারা করে দিলেন। তিনি বললেন, মদীনার ইমাম হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) নিজেই আপন আদরের কন্যার বিয়ে আমার ছেলে আবু বাদাআর সাথে পড়িয়ে দিয়েছেন। আর এইতো কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি নিজে এসে সৌন্দর্য ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক তার গুণবতী কন্যাকে আমার ঘরে দিয়ে গেছেন।

একথা শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা আবু বাদাআর বাড়ীতে এসে নবদম্পতিকে মোবারকবাদ জানাল এবং এ বলে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, পরিশেষে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র.) এর ন্যায় একজন মহান ব্যক্তি আবু বাদাআর মত একজন গরীব ছেলের হাতেই আপন কন্যাকে উঠিয়ে দিলেন। অথচ এ মেয়েটির জন্যই খলীফা আব্দুল মালেক তার ছেলে ওয়ালীদের ব্যাপারে পয়গাম পাঠিয়ে ব্যর্থ হল। সত্য কথা বলতে কি আবু বাদাআর দ্বীনদারীই তাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। যুগে যুগে দ্বীনদার লোকেরা এভাবেই সম্মানিত হয়ে থাকেন।

অবশেষে যখন আবু বাদাআ চাঁদের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীর সাথে বাসর ঘরে সাক্ষাত করলেন তখন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন যে, তার জীবন সঙ্গীনী কেবল পবিত্র কুরআনেরই নয় হাদীস শরীফেরও হাফেজা। ইলম-আমল, আদব-আখলাক ও শিষ্টাচারে সুসজ্জিত। পরম সৌন্দর্যের আধার। অসংখ্য গুণে গুণান্বিতা। সব মিলিয়ে এ যেন একটি

www.smfoundationbd.com

বেহেশতের হুর। এরূপ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আবু বাদাআর হৃদয় মন দুর্লভ এক পুলক পরশে চমকে উঠল।

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনা থেকে আমরা এ কথাই বুঝতে পারলাম যে, প্রকৃত দ্বীনদার ব্যক্তিরা শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও নানাবিধ অকল্পনীয় মর্যাদা ও অপার্থিব পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। কোন কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের বিপদগ্রস্থ ও অসহায় মনে হলেও সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায়ই তাদেরকে হৃদয়ে বইতে থাকে এক তৃপ্তিদায়ক আনন্দ। যা বুঝা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব অন্যদের পক্ষে নয়। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে প্রকৃত দ্বীনদারী নসীব করুন। আমীন।

(সুত্রঃ ইনতিখাবে লা জাওয়াব রওশন সেতারে)

ঈমানদার মা

মাতৃস্নেহ অতুলনীয়। কিন্তু অধিক স্নেহ সন্তানের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে। আমার জানা মতে অনেক মা এমন আছেন যারা সন্তানকে লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে দূরে পাঠাতে একবারেই নারাজ। এতে নাকি তাদের অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সন্তানের মায়ায় তাদের ঘুম আসে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কাজ-কর্মে মন বসে না ইত্যাদি। বস্তুতঃ একেই বলে অধিক স্নেহ।

সন্তানের জন্য মাতা-পিতার মায়া-স্নেহ আছেই, থাকবেই। এটা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। এর ব্যতিক্রম হওয়াটাই অস্বাভাবিক। তবে স্নেহের আধিক্যে যদি সন্তানের মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল হয় তবে সেটাই দোষনীয়, নিন্দনীয়।

সন্তান বড় হলে তাকে এলমে দ্বীন তথা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে দূরে পাঠাতে হবে। এতে যদি পিতা-মাতার কষ্টও হয় তবুও দ্বীনের খাতিরে, সন্তানের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে তা অবশ্যই বরদাশ্‌ত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে হবে। কেননা

www.smfoundationbd.com

সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। যে কোন মূল্যে এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন খোদার সামনে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন শত আফসোস হবে। কিন্তু সে আফসোস তখন কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ মাফ করুন। কোন কোন মা এমনও আছেন যারা ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে সন্তানকে দূরে পাঠিয়ে তার বিরহ যন্ত্রণা বরদাশ্‌ত করেন ঠিকই কিন্তু নিয়ত বিশুদ্ধ না হওয়ার করণে তারা খোদা প্রদত্ত ছাওয়াব ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের নিয়ত সাধারণত এরূপ হয় যে, আমার সন্তান ভবিষ্যতে বড় কোন আলেম বা বিখ্যাত ওয়ায়েজ হবে এবং সে তার ইলম ও ওয়াজের মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা ও সুনাম কামাই করবে। এতে আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা যেমন আসবে তেমনি সম্মানও বৃদ্ধি পাবে।

অথচ ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই সন্তানকে এলমে দ্বীন অর্জন করতে মাদরাসায় পাঠানো উচিত ছিল।

আমরা এখন এমন এক মায়ের কাহিনী শুনব যিনি আপন সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে শত শত মাইল দূরে পাঠিয়ে শুধু সন্তানের বিরহ যন্ত্রণাই বরদাশত করেননি, বরং তার এখলাছ, নিয়ত এবং দুনিয়ার সম্পদের প্রতি অনাসক্তি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মাতাদের জন্য বিরাট এক দৃষ্টান্ত হতে পারে।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন হলেন ইমাম শাফেয়ী (র.)। তিনি ছিলেন ইসলামী ইতিহাসের সোনালী মহাপুরুষ। ইলমী জগতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মক্কায় জন্ম গ্রহণ করলেও তার শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় মদীনা শরীফেই কেটেছে। স্নেহময়ী বৃদ্ধা মাতাই তাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সদূর মদীনায় পাঠিয়ে ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মাতা আপন সন্তানকে যথেষ্ট আদর স্নেহ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তার নিকট সন্তানের উপস্থিতি ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ এতদসত্বেও একমাত্র ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্নেহের সন্তানকে বহু দূরে পাঠিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি।

www.smfoundationbd.com

ইমাম শাফেয়ী (র.) নিজেই আপন শিক্ষা জীবনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার মমতাময়ী মা যখন আমাকে মদীনায় ইমাম মালেক (র.) এর খেদমতে পাঠান তখন আমার নিকট দুটো চাদর ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না। একেবারেই নিঃস্ব অবস্থায় ছিলাম আমি। দেয়ার মতো কোন টাকা-কড়িও তার নিকট ছিল না। ছিল কেবল পাহাড়সম হিম্মত, অপরীসীম উৎসাহ ও কেঁদে কেঁদে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভুর দরবারে আকুল প্রার্থনা।

আজ বেশ ক'বছর যাবত আমি ইমাম মালিক (র.) এর দরবারে ইলমে দ্বীন অধ্যয়ন করছি। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণ শেষ করার পরও আরও অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি তার নিকট ইলমে দ্বীনের চর্চা ও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই পাড়া গায়ের এক ঝুপড়ীর মাঝে রেখে আসা সহায়-সম্বলহীন মায়ের স্মরণ আমাকে খুবই ব্যাকুল করে তুলল। মায়ের পুত-পবিত্র মুখখানা দেখার জন্য আমি ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়লাম।

ধীরে ধীরে আমার সেই অস্থিরতা বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে আমি আপন উস্তাদের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। বললাম, মুহতারাম উস্তাদজী! বাড়ীতে আমার বৃদ্ধা মা আছেন। আজ ক'দিন যাবত তার খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আমার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। আপনার সদয় অনুমতি হলে আমি আমার মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পারতাম।

আমার বক্তব্য শুনে ইমাম মালেক (র.) বললেন, তুমি দেরী না করে এক্ষুনি সফরের জন্য তৈরী নাও। আমার ইচ্ছা, তুমি দ্রুত মায়ের খেদমতে হাযির হবে এবং তার চেহারা দর্শন লাভে আপন কলিজা ঠান্ডা করবে।

উস্তাদের অনুমতি পেয়ে আমি সীমাহীন আনন্দিত হলাম এবং তৎক্ষনাৎ সামানপত্র গুছিয়ে সফরের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। এদিকে মুহতারাম উস্তাদ আমার আম্মার নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, বেশ কয়েক বছর পূর্বে যে সন্তানকে আপনি দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য মদীনায় পাঠিয়েছিলেন, যাকে নিয়ে আপনি বৃহৎ আশার বীজ বপন করেছিলেন আর রাত জেগে জেগে মহান মাওলার দরবারে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে

www.smfoundationbd.com

ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন আপনার সে ফরিয়াদ বিফলে যায়নি। আপনার সে বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে আগামীকালই আপনার খেদমতে হাযির হতে যাচ্ছে।

আমার সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। অবশেষে আপন উস্তাদ ইমাম মালেক (র.) ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অত্যন্ত জাকজমক পূর্ণ অবস্থায় শাহী হালতে মক্কার পথে রওয়ানা দিলাম। আমার সামনে পিছনে ছিল বেশ কয়েকটি খোরাসানী ঘোড়া ও মিশরী গাধা। রকমারী আসবাবপত্র রং বেরংয়ের কাপড়-চোপর, বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি ও অসংখ্য দিনার-দিরহামে এগুলো বোঝাই ছিল। এভাবেই আমি অত্যন্ত আড়ম্বড়তার মধ্য দিয়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম।

জীবনে আমি বহু সফর করেছি। কিন্তু আজকের সফরটি বেশ দীর্ঘ মনে হল। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। গোটা রাস্তায় আমার মনের পর্দায় ভেসে আসছিল মক্কার অলী-গলীর দৃশ্য আর আমার বৃদ্ধা মায়ের মলিন মুখ যে মুখে আজ আমার দর্শন লাভে হাসি ফুটে উঠবে। কখনো আপন কানে ধ্বনি হচ্ছিল মমতাময়ী জননীর স্নেহের ডাক। কখনো বা স্মরণ হচ্ছিল পুরানো সেই সঙ্গী সাথীদের কথা যাদের সাথে জীবনের এক বিরাট অংশ হেসে খেলে আনন্দঘন পরিবেশে কাটিয়েছি। এই বিজন মরুপথে আরও কত কথাই না মনে পড়ছিল আমার।

চলতে চলতে এক সময় আমি হেরেম শরীফের সীমানায় ঢুকে পড়লাম। দূর থেকে হেরেম শরীফের মনমুগ্ধকর দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। এক স্বর্গীয় অনুভূতি আমার হৃদয় মাঝে তখন তোলপাড় খাচ্ছিল। এভাবে আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আরেকটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে আনন্দের আতিশায্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। হেরেম শরীফের সীমানায় এমন একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব তা আমার কল্পনায়ও কোনদিন আসেনি।

আমি দেখলাম কয়েকজন মহিলার সাথে আমার দূর্বল বৃদ্ধা মাও তার মায়াভরা স্নেহের কোল সম্প্রসারিত করে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। মাকে দেখে আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম এবং এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমেই আমি মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়লাম। মা আমাকে স্বস্নেহে বুকে

www.smfoundationbd.com

জড়িয়ে ধরলেন এবং দীর্ঘ সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিতে লাগলেন।

এরপর আমার বৃদ্ধা খালা আমার সামনে এগিয়ে এলেন এবং একইভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলেন। অতঃপর আমার কপালে একটি চুমু খেয়ে এক অভাবনীয় আবেগে একটি শের পাঠ করলেন। যার অর্থ-

মউতের উত্তাল তরঙ্গ আজো তোমার মাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। বৎস! প্রতিটি মাতৃহৃদয়ে তোমার জন্য স্নেহ মমতা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে।

মক্কার মাটিতে স্নেহময়ী মা ও আপনজনদের সাক্ষাতে আমার হৃদয়ে এক আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলল। মনের গহীন কোনে সৃষ্টি হল এক আশ্চর্য ধরণের অনুভূতি। এক অভাবনীয় প্রশান্তিতে ভরে উঠল আমার হৃদয়-মন।

ইতিমধ্যে আমাকে ঘিরে মক্কার অনেক নারী-পুরুষ এবং ছোট শিশুরা একত্রিত হয়ে গেছে। তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও কুশল বিনিময়ে সেখানে বেশ সময় কেটে গেল। এরই মধ্য দিয়ে কখনো আমি বৃদ্ধা মায়ের দিকে, আবার কখনো বা সঙ্গে নিয়ে আসা মাল পত্রের দিকে তাকাতে লাগলাম।

হঠাৎ গভীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাতেই দেখলাম, তার মুখে কোন হাসি নেই। নেই পূর্বের ঐ আনন্দ উল্লাস যা প্রথমে আমি দেখেছিলাম। তার চেহারায় তখন দেখা যাচ্ছিল মলিনতার একটি স্পষ্ট ছাপ। মনে হল, কে যেনো এক পোচ কালি দিয়ে তার সুন্দর মুখখানা ঢেকে দিয়েছে। বিষন্নতার একটি কালো আবরণ তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

ব্যাপারটি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। মুহূর্তে আমার সকল আনন্দ মাটি হয়ে গেল। মায়ের অবস্থা এমন কেন হল তা জানার জন্য আমার হৃদয়-মন ছটফট করতে লাগল। তখন কোন কিছুই ভাল লাগছিল না আমার। দ্রুত পদে মায়ের নিকট এগিয়ে গেলাম। বললাম, মা! আপনি বিষন্ন কেন? কেন আপনার চেহারায় আগের মতো হাসি নেই। কেন আপনার সমস্ত চেহারা জুড়ে মলিনতার সুস্পষ্ট ছাপ। তাহলে কি আমি আপনাকে কোন কষ্ট দিয়েছি? না আমার কোন আচরণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন? স্নেহময়ী মা

www.smfoundationbd.com

আমার! আপনার এ অবস্থা আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারছি না। যতক্ষণ না আমি আপনার চেহারায় আগের মত হাসি ফোটাতে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। অস্থিরতার আগুন হৃদয়ের সর্বত্র দাউ দাউ করে জ্বলবে। প্রিয় মা আমার! মেহেরবানী করে আপনার মনের কথাটুকু খুলে বলুন। বর্তমান পরিস্থিতি আমার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আমার কথা শুনে মা ধীরে ধীরে মুখ উঠালেন। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! তোমার কি স্মরণ নেই আমি যখন তোমাকে দ্বীনি ইলম শিক্ষার জন্য বিদায় দিচ্ছিলাম আমার কাছে তখন দুটি চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইলমে দ্বীনের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমার একমাত্র সম্বল সেই দুখানা চাদরই তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি ছিলে তখন একেবারেই নিঃস্ব-অসহায়। তোমার হাতে কোন টাকা কড়িও দিতে পারিনি আমি। আমার মনে তখন এ আকাংখা ছিল যে, তুমি হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পদ নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু বেটা! তুমি ইলমে হাদীসের সম্পদতো এনেছো ঠিকই কিন্তু তার সাথে এসব ধন-সম্পদ যা এনেছ তা তো অহংকারের সামান। তুমি কি এসব সম্পদ এজন্য এনেছ যে, তোমার চাচাতো ভাইদের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করবে? তাদেরকে তোমার তুলনায় হীন ভাববে?

মায়ের মুখের আশ্চর্যজনক কথা শুনে আমি নির্বাক, নিস্তব্ধ। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। বৃদ্ধা মায়ের মুখ পানে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে ভাবলাম, আল্লাহু আকবার! দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মায়ের এ কেমন আশ্চর্য মুখাপেক্ষীহীনতা, ইলমে দ্বীনের এ কেমন বেনযীর মূল্যায়ণ, আর মহান আল্লাহর প্রতি এ কেমন অবিচল ভরসা।

কথাগুলো ভাবতেই মায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আরও হাজার গুণে বেড়ে গেল। দুচোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু টপটপ করে নীচে গড়িয়ে পড়লো। সাথে সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আমি যা কিছু লাভ করেছি তা আমার মায়ের নযীরবিহীন দ্বীনদারী উন্নত ধ্যান-ধারণা আন্তরিক দোয়া এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি অসীম ভরসার বদৌলতেই লাভ করেছি। আমি অনুভব করলাম, দীর্ঘ দিন পড়া-লেখা আর দ্বীনি শিক্ষার কাজে বিদেশে কাটিয়ে দেয়ার পরও এ উঁচু-নীচু পর্বত টিলার নীচে আজ মায়ের

www.smfoundationbd.com

কাছ থেকে যে শিক্ষা পেলাম তা আজীবন আমার হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

অবশেষে আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সীমাহীন মহব্বত সহকারে মায়ের হাতে একটি চুমু খেয়ে বললাম, মা! আমায় বলে দিন, এখন আমি কি করব?

মা বললেন, বেটা! কি আর করবে? গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ঘোষণা করে দাও- এতীম-অনাথ ও দুঃস্থ লোকেরা এখানে এস। যার খাবার নেই খাবার নিয়ে যাও। যার কাপড় নেই কাপড় নিয়ে যাও। অনুরূপভাবে যার যা প্রয়োজন তা এখন থেকে নিয়ে আপন অভাব দূর কর।

মায়ের নির্দেশ শিরোধার্য। তাই সাথে সাথে আমি চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলাম। এতে কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই লোকজন আসতে লাগল আর আমি সাহায্য দিতে লাগলাম। দিতে দিতে এক সময় দেখা গেল আমার নিকট কেবল একটি মাত্র খেজুর ও পনেরটি দিনার অবশিষ্ট আছে। আমি এগুলো না দিয়ে মাকে নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

আমার হাতে একটি লাঠি ছিল। হঠাৎ হাত থেকে লাঠিটি নীচে পড়ে গেল। এ সময় ঐ পথ ধরে এক চাকরানী পানির মশক পিঠে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। আমার লাঠি খানা পড়ে যেতে দেখে সে দ্রুত এগিয়ে এসে তা আমার হাতে তুলে দিল।

চাকরানীর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে দেয়ার জন্য পকেট থেকে পাঁচটি দিনার বের করলাম। আমার মা তা দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা! তোমার নিকট কি এ পাঁচটি দিনারই অবশিষ্ট আছে?

আমি বললাম, না আম্মাজান, আমার নিকট আরও দশ দিনার আছে।

ঃ আচ্ছা বেটা! ঐ দশ দিনার কি জন্যে রেখেছ?

ঃ প্রয়োজনের সময় খরচ করার জন্যই আমি এ দশ দিনার রেখে দিয়েছি। মাল-পত্র, খাবার যা এনেছিলাম, আপনার নির্দেশে সবইতো বিতরণ করে দিয়েছি। হয়ত এ দশ দিনার আজই আমাদের কাজে লাগবে।

www.smfoundationbd.com

ঃ বেটা! দশটি দিনারের উপর তোমার এত ভরসা! অথচ তোমাকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল প্রাণীর প্রয়োজনীয় রিযিকের ব্যবস্থা করেন, তার উপর তোমার কোন ভরসা নেই? খোদার উপর এ কেমন আস্থা তোমার? শোন! যদি আমার সন্তুষ্টি চাও তাহলে এক্ষুনি অবশিস্ট দশ দিনারও চাকরানীকে দিয়ে দাও।

মায়ের কথা মত আমি অবশিষ্ট দশ দিনারও মেয়েটির হাতে তুলে দিলাম। এবার আমার হাত একেবারেই শূন্য। কিন্তু হাত শুন্য হলে কি হবে মায়ের নির্দেশ পালন করার বরকতে আমার হৃদয়ের সমস্ত অংশ ছিল প্রাচুর্যতায় ভরপুর। যেমনটি আগে কখনো হয়নি আমার।

আমার হাত সম্পূর্ণ শূন্য হওয়ার পর আম্মাজান মহান আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং আমাকে স্নেহের স্বরে ডাক দিয়ে বললেন, বাবা! এবার তুমি সেই অবস্থায় আপন জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ কর যে অবস্থায় একদিন তুমি এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আজ আমি এপূর্ণ কুটিরে ঐ রৌশনী লাভ করব যা ইতিপূর্বে কখনো লাভ করিনি।

অতঃপর তিনি বললেন, বেটা! তোমার পেশানীতে আল্লাহ পাক ইলমের নূর দান করেছেন। আমি চাই না এ নূর দুনিয়ার এ তুচ্ছ সম্পদের দ্বারা কলংকিত হোক।

বেটা! তোমার কি স্মরণ নেই তোমাকে বিদায়ের প্রাক্কালে আমি করুনাময়ের কাছে দোয়া করেছিলাম, হে দয়ার সাগর! তুমি আমার সন্তানকে ইলমী আকাশের উজ্জল প্রদীপ বানিয়ে দাও। বেটা! আমি চাই না, দুনিয়ার সামান্য ধন-সম্পদের কারণে সে প্রদীপের কিছুটা হলেও ম্লান হোক এবং ইসলামী জগত তার পরিপূর্ণ আলো থেকে বঞ্চিত হোক।

বস্তুতঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মায়ের এ উপদেশ সত্যিকার অর্থেই স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। একেই বলে ঈমানদার মা এবং এরই নাম যথার্থ শিক্ষা ও প্রকৃত অর্থে মায়ের আদর। বর্তমান যুগের মায়েরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (সুত্রঃ বেহেশতী হুর)

যেভাবে বইটি সাজানো

চোর হল সোনার মানুষ

বাগদাদের এক প্রসিদ্ধ চোর। তার মূল নাম অনেকেই জানে না। ইবনে সাবাত নামেই সর্বত্র তার পরিচিতি। চুরির অপরাধে সে অনেক আগেই একটি হাত হারিয়েছে। কিন্তু তারপরেও চুরির অভ্যাস ছাড়তে পারেনি সে।

এক রাতের ঘটনা।

চুরির উদ্দেশ্যে বাগদাদের অলিতে-গলিতে আপন মনে হাটছিল ইবনে সাবাত। এভাবে হাটতে হাটতে অনেক রাত হয়ে গেল। কিন্তু চুরি করার মত পছন্দসই কোন ঘর সে খুঁজে পেল না। এতে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘরের দিকে চোখ পড়তেই তার হৃদয়-মন আনন্দে নেচে উঠল। ভাবল, নিশ্চয় এটা কোন অভিজাত গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকের বাসস্থান হবে। যদি কোন রকম উহা থেকে চুরির কাজটি সমাধা করে ফিরতে পারি তাহলে আজকের রাতে বেশ কামাই হবে। বিবি-বাচ্চা নিয়ে দুচার দিন আচ্ছা মত আমোদ-প্রমোদ করা যাবে। সাথে সাথে উন্নত মানের মুখরোচক খাবারও ভাগ্যে জুটবে।

এসব চিন্তা করতে করতে এক সময় সে অতি সন্তর্পনে ঘরের বিশাল দরজায় হাত রাখল। অতঃপর সামান্য ধাক্কা দিয়ে বুঝল দরজা ভিতরে খোলা। ভিতরের দিক থেকে তা লাগানো হয়নি।

সে মনে মনে বেশ খুশি হল। দরজা খোলা পেয়ে অত্যন্ত চুপিসারে ঘরে ঢুকে সে দেখল, একটি কক্ষে খেজুর পাতার একটি চাটাই বিছানো। তার এক পার্শ্বে চামড়ার একটি বালিশ। কোনায় রয়েছে দামী-দামী কাপড়ের একটি বিশাল স্তুপ। সে বুঝল, বাড়ীটি নিশ্চয়ই কোন বড় ব্যবসায়ীর হবে।

মূল্যবান কাপড়-চোপড় দেখে প্রথমে সে খুশিতে আটখানা হলেও পরক্ষণেই একথা ভেবে চিন্তিত হলো যে, এগুলো সে নিবে কিভাবে? এগুলো বাধার জন্য রশি পাবে কোথায়?

হঠাৎ তার মনে হল, আরে, আমার গায়ের চাদর দিয়ে পেচিয়ে তো

www.smfoundationbd.com

নিতে পারি। একথা মনে আসতেই সে গায়ের চাদর খানা খুলে চাটাইয়ের উপর বিছাল। এরপর কাপড়ের থানগুলো একটি একটি করে তার উপর রেখে গাট্টি বাধতে চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হল না। কারণ এক হাত দিয়ে কি গাট্টি বাধা যায়? অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আবারো বাধতে চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও সে ব্যর্থ হল।

এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করার পর ভয়, উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তিতে সে হাঁপাতে শুরু করল। মনে মনে আফসোস করে বলল, হায়! এত মূল্যবান জিনিষ পেয়েও শুধু বাধতে না পারার কারণে বুঝি নিতে পারব না। আহা, যদি আমার আরেকটি হাত থাকত!

হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজে সে উৎকর্ণ হল। সোজা হয়ে দাড়িয়ে দৌড় দেয়ার মনস্থ করল। কিন্তু ততক্ষণে একজন লোক বাতি হাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। এতে সে ঘাবড়ে গেলে লোকটি অভয় দিয়ে মুচকী হেসে বলল, আরে বন্ধু! এ কাজ তো একা করা যায় না। আমাকে সাথে নিলে অনেক সুবিধা হবে।

একথা বলে সে বাতিটিও নিভিয়ে দিল। তারপর চোরকে লক্ষ্য করে বলল, ভাই! তুমি দেখছি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম নাও তুমি। আমি খুঁজে দেখি কোন খাবার পাওয়া যায় কি না। এতে তোমার ক্লান্তি দূর হবে। এরপর আমরা দুজনে মিলে এ কাজ সমাধা করব। আর শোন- এ বাড়ীতে আমার জানামতে আর কেউ নেই। সুতরাং তোমার ভয় পাওয়ারও কোন কারণ নেই। এতটুকু বলে লোকটি চলে গেল।

এবার ইবনে সাবাত ভাবতে লাগল, লোকটি আবার এ বাড়ীর মালিক নয়তো? সে আমার সাথে কোন চালাকী করছে না তো? এমনও তো হতে পারে যে, সে আমাকে বসিয়ে লোক ডাকতে গেছে। কিংবা আমাকে মারার জন্য হাতিয়ার তালাশ করতে গেছে। সুতরাং আমার এখান থেকে এক্ষুনিই কেটে পড়া উচিত।

এতটুকু চিন্তা করে সে এক কদম এগুতেই লোকটি এক পেয়ালা দুধ হাতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে পেয়ালাটি চোরের হাতে দিয়ে বলল, নাও ভাই! এই দুধটুকু পান করে নাও। এতে তোমার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

www.smfoundationbd.com

লোকটির কথা শুনে চোরের মনে স্বস্তি ফিরে এল। সে তার হাত থেকে পেয়ালাটি নিয়ে এক চুমুকে সবটুকু দুধ সাবাড় করে ফেলল। তারপর ভাবতে লাগল, হয়ত সেও আমার মত একজন চোর। আমি আগে মালপত্র গুছিয়ে ফেলেছি বিধায় সে এতে ভাগ বসানোর জন্যই আমাকে এতটা আদর আপ্যায়ন করছে।

একথা মনে আসতেই সে লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, মনে হয় তুমি আমি একই পথের যাত্রী। একই বিদ্যায় উভয়ে পারদর্শী। তবে শুনে রেখ, আজকে তোমার কোন আশাই পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তুমি যদি মালে ভাগ বসানোর আশায় বসে থাক তবে সে আশা আশাই থেকে যাবে। পূরণ হবে না কখনো। অবশ্য ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার সাথে কাজ কর তবে যা মাল পাব তা ফিফটি ফিফটি করে ভাগ করে নেব, আজকে কিন্তু ভাগ নেয়ার অপেক্ষায় থেকো না। কারণ আজকে এখানে আমি আগে এসেছি এবং কাজও প্রায় সেরে ফেলেছি।

লোকটি তার একথা শুনে বলল, ঠিক আছে আগামীতেই আমি আপনার সাথে কাজ করব। আজ আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে। এখন জলদি কাজ সারা প্রয়োজন। দেরী করলে ধরা পড়ার আশংকা আছে। একথা বলে লোকটি নিজেই দুটি গাট্টি বাধল। তন্মধ্যে একটি ছোট একটি বড়। সে ছোট গাট্টিটি চোরের মাথায় উঠিয়ে দিয়ে নিজে বড় গাট্টিটি মাথায় নিল। অতঃপর বাড়ী থেকে চুপিসারে বের হয়ে তারা উভয়েই একদিকে রওয়ানা করল।

অপরিচিত লোকটি বোঝা বহনে অভ্যস্থ ছিল না। তাছাড়া তার বোঝাটি অপর বোঝার তুলনায় বেশ বড়ও বটে। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছিল।

লোকটির এই মন্থর গতিতে চলা ইবনে সাবাতের মোটেও সহ্য হচ্ছিল না। সে কয়েকবার তাকে তাড়াতাড়ি হাটার জন্য ধমক দিল। ধমক খেয়ে লোকটি একটু দ্রুত হাটার চেষ্টা করল। কিন্তু সামান্য পথ অগ্রসর হওয়ার পরই তার গতি পূর্বের ন্যায় স্লো হয়ে গেল। এতে ইবনে সাবাত রাগতঃ স্বরে বকতে বকতে তাকে জোড়ে একটি ধাক্কা মেরে বলল, লোভী কোথাকার! চুরি করতে এসেছিস্ অথচ বোঝা বহন করতে পারিস না।

www.smfoundationbd.com

নিতে না পারলে এত বড় গাট্টি বাধলে কেন?

লোকটি এতই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে ছিলো যে, সে কোন জবাব দিতেও সক্ষম ছিলো না। তারপরেও সে চুপচাপ আরেকটু জোরে হাটার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর পথে একটি পুল পড়ল। পুলের উভয় পার্শ্ব ছিল অনেকটা ঢালু। ক্লান্ত শ্রান্ত লোকটি পুলে উঠার সময় দূর্বলতার কারণে বিশাল বোঝা নিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। ফলে বোঝাটি মাথা থেকে নীচে পড়ে গেল। বোঝাকে রক্ষা করতে গিয়ে সে নিজেই বোঝার উপর আছড়ে পড়ল। এতে ইবনে সাবাত ক্রোধে লাল হয়ে তার গায়ে একটি প্রচন্ড লাথি বসিয়ে দিল। বলল, বর্বর কোথাকার! পারবে না তো এত বড় বোঝা বানিয়েছ কেন?

লোকটি জবাবে বিনয়ের সাথে বলল, ভাই! আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি। এজন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। একথা বলে অসহায়ের মত হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্ট করে পুনরায় বোঝাটি মাথায় উঠিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় লোকটির দেহ কাঁপছিল। সোজা হয়ে হাটতে পারছিল না সে। তারপরেও ইবনে সাবাতের অশ্লীল বকুনী ও মারধরের ভয়ে সে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দাঁত কামড়িয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তারা শহর অতিক্রম করে একটি বিরান জঙ্গলে এসে পৌছল।

জঙ্গলের মাঝামাঝি গিয়ে ইবনে সাবাত দাঁত কটমট করে ব্যাঙ্গ স্বরে বলল, থাম্ বেটা! আর যেতে হবে না তোর। সারাটা পথ তুই আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছিস। বয়সে দেখা যায় তুই আমার অনেক বড় হবি। নইলে তোর আজ রক্ষে ছিল না। যা হোক তুই তোর পথ ধর। কোথায় যাবি যা। তোর আর এখানে কোন কাজ নেই।

লোকটি ভীষণ কাঁপছিল। শীতের রাত্রি হওয়ায় পথ চলার সময় শীত ততটা অনুভব না হলেও এখন প্রচন্ড শীতে তার দাতগুলো ঠক্ ঠক্ করছিল। ইবনে সাবাতের কথা শুনে সে একটু এগিয়ে গিয়ে তার সাথে বিদায়ী মোসাফাহা করল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, ভাই! আপনার

www.smfoundationbd.com

কাজে আমার যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে। ফলে আপনার সীমাহীন কষ্ট হয়েছে। আপনি দয়া করে আমায় মাফ করে দিন। বলে লোকটি আপন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ইবনে সাবাত ছিল অত্যন্ত লোভী। লোকটিকে ভাগ দিতে তার মন চাইছিল না। কিন্তু তা সত্বেও অপরিচিত লোকটির কথায় সে বেশ প্রভাবিত হল। ভাবল এতো দেখছি আশ্চর্য রকমের চোর। এমন ভাল চোর তো জীবনেও দেখিনি আমি। সে এতো কষ্ট করল, অথচ কিছু না নিয়েই চলে যাচ্ছে। সে আমার নিকট কিছুই চাইল না। কথাগুলো চিন্তা করতেই ইবনে সাবাতের মানবতাবোধ কিছুটা জাগ্রত হল।

ইবনে সাবাত লোকটিকে পুনারায় ডাকল। বলল, আরে! তুমি কি তোমার ভাগ নেবে না?

লোকটি বলল, ভাই! আমাকে কোন অংশ দিতে হবে না। অংশের কোন প্রয়োজনও নেই আমার। আপনি আমার মেহমান ছিলেন। সাধ্যমত আমি আপনার খেদমত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। তবে বাস্তব সত্য হল, আমি আপনার তেমন কোন খেদমত করতে পারিনি। আশা করি এজন্য আপনি আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

ইবনে সাবাত হতভম্ব হয়ে লোকটির মুখপানে তাকিয়ে রইল। তার মুখ থেকে কোন কথা সরল না। ভাবছিল সে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সে বলল, তাহলে কি তুমিই ওই বাড়ীর মালিক? তুমিই কি সেখানকার প্রধান কর্তা?

লোকটি বলল, জ্বী ভাই, ওটা আমারই গরীবালয়। এখন তো আপনি চিনতে পারলেন। আপনার দাওয়াত রইল। আশা করি যখনই সুযোগ হবে তখনই আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন। আমি যথাসাধ্য আপনার খেদমত করার চেষ্টা করব। একথা বলে লোকটি সালাম দিয়ে চলে গেল।

লোকটির গমন পথের দিকে ইবনে সাবাত অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল। কথা বলার ভাষাও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। চিন্তা সাগরের অতল গহবরে হারিয়ে গেল সে। হঠাৎ অনেকটা আনমেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল-

www.smfoundationbd.com

এ কেমন আশ্চর্য মানব।

চোরের সাথে এমন উত্তম আচরণ!

আবার ভবিষ্যতের জন্য সবিনয় দাওয়াত !!

নিজের দীনতা ও বিনয়ের এ কেমন অদ্ভুত নযীর!!!

রাস্তায় আমি তাকে কত গালমন্দ করলাম। ধমক দিলাম। ধাক্কা মারলাম। প্রচন্ড লাথির আঘাতে জর্জরিত করলাম। এতদসত্ত্বেও সে আমাকে সীমাহীন ভদ্রতা ও অপূর্ব বিনয়ের সাথে বলল, আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা করে দিন। এতো কোন মানুষের আচরণ হতে পারে না। সে ফেরেশতা কিংবা অন্য কিছু হবে।

গভীর রাত থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে। এক অদ্ভুত অনুশোচনা তার ভিতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। বারবার মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, হায়! আমি একি দেখলাম। হায়! আমি একি শুনলাম। হায়! আমি এ কি করলাম।

এভাবে চিন্তা করতে করতে তার মনের মধ্যে এক অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি হল। ফলে চুরি করার মালামাল লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করল না সে। ধরা পড়ার কোন ভীতিও সৃষ্টি হল না তার মাঝে।

তার মনের গহীন কোনে সৃষ্টি হল এক ব্যতিক্রমধর্মী বিপ্লব, অন্তরে সৃষ্টি হল এক অদ্ভুত জ্বালা। সার্বক্ষণিক অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল সে।

ইবনে সাবাত নিজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করল। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মস্তক আপনা-আপনি অবনত হয়ে এল। ভাবল, আহা! যদি এ মহৎ সদাচরণকারী লোকটিকে আবার দুচোখ ভরে দেখতে পারতাম। হায়, যদি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারতাম, এত সুন্দর ও উত্তম আচরণ কিভাবে, কোথেকে শিখলেন তিনি! হায়, যদি তার সংস্পর্শে আজীবন কাটাতে পারতাম!

কথাগুলো ভাবতে না ভাবতেই সে সমস্ত মালামাল আপন স্থানে রেখে ঐ বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল। হাজারো জিজ্ঞাসা আর এক বুক কৌতুহল নিয়ে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। লোকটির সাথে সাক্ষাত করার এক

অদম্য স্পৃহা তার চলার গতিকে ক্রমান্বয়ে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সে লোকটির বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছল। পাশেই এক ঝুপড়ীর আড়ালে এক কাঠুরিয়াকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা ভাই! ঐ সামনের বাড়ীটি কার? আপনি কি তার নাম বলতে পারেন?

কাঠুরিয়া প্রসিদ্ধ চোর ইবনে সাবাতকে আগেই চিনত। তাই ইবনে সাবাতের প্রশ্ন শুনে মনে মনে ভাবল, এটা তো আমাদের বড় হুজুরের বাড়ী। এ চোরা আবার হুজুরের কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? সে আবার হুজুরের কোন ক্ষতি করবে না তো? আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন।

কাঠুরিয়া কোন কথা বলছে না দেখে ইবনে সাবাত আবারও জিজ্ঞেস করল, ভাই না জানা থাকলে বলুন জানি না। চুপ হয়ে বসে থাকার তো কোন মানে নেই।

কাঠুরিয়া বলল, এ বাড়ীর মালিক তো বাগদাদের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। আপনি কোত্থেকে এসেছেন যে, এত বড় বুযুর্গের নামটি পর্যন্ত আপনার জানা নেই। আর আপনার তা জানবার দরকারই বা কি?

ইবনে সাবাত এবার রাগ হয়ে গেল। তার চেহারায় ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বলল সে রাগত স্বরেই- মিয়া! এত কথা বলছ কেন? যা জিজ্ঞেস করছি জটপট এর উত্তর দাও। নইলে....।

ঃ নইলে আবার কি? তোমাকে আমি ভয় পাই নাকি? সুন্দর করে কথা বলতে শিখ।

ঃ ঠিক আছে। সুন্দর করেই বললাম। এবার বলে দাও ঐ বাড়ীর মালিকের নাম কি?

ঃ এ বাড়ীর মালিক হযরত জোনায়েদ বোগদাদী। তিনিই বাগদাদের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ।

জোনায়েদ বোগদাদী (র.) এর নাম ইবনে সাবাত অনেক শুনেছে। তিনি যে একজন মহান বুযুর্গ তাও সে জানে। কিন্তু তার বাড়ী সে চিনতো না। চিনার চেষ্টাও করেনি কোন দিন। চোরের কাজ চুরি করা। এসব বুযুর্গ সাধকদের খোঁজ নেয়া তাদের প্রয়োজনই বা কি?

www.smfoundationbd.com

হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) এর নাম শুনার সাথে সাথে ইবনে সাবাতের মাথা প্রচন্ড বেগে চক্কর খেল। ভাবল, তাহলে কি আমি এত বড় আল্লাহর অলীর বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিলাম? যিনি এত বড় কাপড়ের বোঝা বহন করে জংগল পর্যন্ত দিয়ে এলেন তিনিই কি তাহলে এই মহান বুযুর্গ? যাকে আমি ধমক দিলাম, লাথি মারলাম তিনি কি সেই আল্লাহর অলী?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তার দুচোঁখে নামল অশ্রুর বন্যা। সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঠুরিয়ার কাছ থেকে দ্রুত প্রস্থান করল সে। তারপর এক মুহূর্তও দেরী না করে সোজা গিয়ে হযরত জোনায়েদ বোগদাদীর ঘরে প্রবেশ করল।

গত রাতে ইবনে সাবাত যে কক্ষ থেকে কাপড় চুরি করেছিল আজও সে ঐ কক্ষেই প্রবেশ করল। দেখল, কাপড়ের বোঝা বহনকারী লোকটি ঐ কক্ষেই বসা আছেন। আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো, ইনিই হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রা.)।

হযরত জোনায়েদ বোগদাদীর চেহারায় তখন ঈমানের নূর ঝলমল করছিল। তার চেহারার সর্বত্র যেনো স্বর্গীয় এক আলোকচ্ছটা খেলাধুলা করছিল। খোদার প্রেমে ভরপুর উজ্বল দুখানা চোখ থেকে তখন হিদায়েতের নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তার রোব তথা ভক্তি প্রযুক্ত ভয়ে উপস্থিত লোকজন নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে অত্যন্ত নম্রতার সাথে কথা-বার্তা বলছিল।

ইবনে সাবাত কক্ষে প্রবেশ করে বেশীক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। এক সময় সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হযরত জোনায়েদ বোগদাদীর পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে গেল। হঠাৎ কেন এমন হলো কেউ তা বুঝতে পারল না। সকলেই অপলক নেত্রে ইবনে সাবাতের মুখ পানে তাকিয়ে রইল। তার দুচোখ বেয়ে তখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.) স্বস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা উপরে তুলে বললেন, ভাই! মানুষতো কেবল মহান আল্লাহর দরবারেই মাথানত করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নোয়ানো ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। যা হোক, এবার বলো, তুমি কি জন্যে এসেছ?

www.smfoundationbd.com

ইবনে সাবাত কিছু বলতে যেয়ে আবারও কেঁদে ফেলল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, হুজুর! আমি অনেক অন্যায় করে ফেলেছি। অনেক অবিচার করেছি আপনার প্রতি। সীমাহীন বেয়াদবী করেছি আমি। মেহেরবানী করে আমায় ক্ষমা করে দিন। না হয় ইবনে সাবাতের ধ্বংস অনিবার্য।

হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) বললেন, বাবা! তুমি তো কোন অন্যায় করনি। আমি নিজ দায়িত্ব পালনে কিছুটা ত্রুটি করেছিলাম এজন্য তুমি আমাকে কিছুটা সতর্ক করেছ মাত্র। এতে আমি কিছুই মনে করিনি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।

ইতিমধ্যে ইবনে সাবাতের মনোজগতে বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে সে এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। মহা প্রশান্তিতে ভরে উঠলো তার হৃদয় মন।

অবশেষে হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) এর নিকট বাইআতের আবেদন জানালে তিনি তাকে বাইআত করে নেন। অতঃপর তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে সেদিনের মতো তাকে বিদায় করেন।

এরপর থেকে ইবনে সাবাত আপন শায়েখের সান্নিধ্যে সময় কাটাতে লাগল। অপরিসীম ত্যাগ ও রিয়াযত মোজাহাদার মাধ্যমে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হযরত বোগদাদী (র.) এর বিশিষ্ট মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অবশেষে এক পর্যায়ে তার নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হল। একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়লো। হাজারো মানুষ তার হাতে দীক্ষা নিয়ে সত্য-সুন্দরের পথে চলতে শুরু করল।

এভাবেই আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ ও সৎলোকগণ নিজেদের সুমধুর আচরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। মাটির মানুষ গোমরাহী, ভ্রষ্টতা আর পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্তি পেয়ে পরিণত হয় সোনার মানুষে।

শত্রু-বন্ধু সকলের সাথেই সদাচরণ করব- এই প্রতিজ্ঞাই হোক আলোচ্য ঘটনার মূল শিক্ষা। (সূত্রঃ বেহেশতী হুর)

www.smfoundationbd.com

দাড়ি রাখার নগদ পুরস্কার

পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবক। পূর্ণিমার চাঁদের মতই ফুটফুটে তার চেহারা। দূর থেকে দেখলে সদ্য ফোটা গোলাপের মতই মনে হয়। তার মসৃণ চুল, কাজল কালো চোখ আর মানানসই দেহয়াবব ছোট-বড় সকলেরই নযর কাড়ে। বিশেষ করে সদ্য গজিয়ে উঠা শশ্রুগুলো যেন তার পৌরষত্বকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

যুবকের নাম শরীফুল ইসলাম। সমসয়সী বন্ধু-বান্ধবরা তাকে শরীফ বলেই ডাকে। অবশ্য ইদানিং তারা নামের পূর্বে মাওলানা শব্দটি জুড়ে দিয়ে তাকে মাওলানা শরীফ বলেই সম্বোধন করে। কেননা আজ বছরখানেক হল একটি নামকরা মাদরাসা থেকে অত্যন্ত সুনামের সাথে তিনি দাওরা হাদীস পাস করে বের হয়েছেন।

ছাত্র-জীবনে তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় মেধার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবনে ফেল করাতো দূরের কথা কোন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করেননি। তার চলন-বলন, আচার-আচরণ হাস্য-রসিকতাসহ সকল কাজেই ভদ্রতার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান ছিল। অতি সহজেই তিনি সকলের সাথে মিশে যেতে পারতেন। তার নম্র ও কোমল ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। তাকওয়া-পরহেজগারীতেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বালেগ হওয়ার পর থেকে কোন দিন তিনি ইচ্ছে করে নামায কাযা করেননি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই তিনি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করেন। শুধু তাই নয়, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও আওয়াবিন নামাযও তার ছুটে না। প্রতিদিন সকালে কুরআন পাক তিলাওয়াত করেন। তার কোকিল কণ্ঠের তিলাওয়াত সকলকেই মুগ্ধ করে।

মাওলানা শরীফ যখন দশ বছরের বালক, তখনই তার স্নেহময়ী মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আজ পাঁচ বছর যাবত পিতৃস্নেহ থেকেও তিনি বঞ্চিত। কেননা গাড়ী দুর্ঘটনায় তার পিতা ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমিয়েছেন। বর্তমানে ছোট দুই ভাই ও এক বোন নিয়েই তাদের সংসার।

তিনি পৈত্রিক সূত্রেই অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছেন। এত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েও তার মধ্যে কোন অহমিকা নেই। তার অবারিত দানে এলাকার লোকজন তো বটেই, বহু দুর দুরান্তের গরীব-দুঃখীরাও উপকৃত হয়।

মাওলানা শরীফের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। নিজ এলাকায় সে রায়হান নামেই পরিচিত। ছোট বেলা থেকেই তাদের এ বন্ধুত্ব। ছোট বেলায় পড়াশুনাও হয়েছে এক সাথেই। বর্তমানে তিনি বি, এ ফাইনাল পরীক্ষার্থী। মাওলানার পিতা ইন্তিকালের পর তাদের বন্ধুত্ব আরও জোরদার হয়েছে।

আজ কয়েক মাস যাবত মাওলানা শরীফের বিয়ে সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চলছে। বন্ধু রায়হানই এ ব্যাপারে বেশী তৎপর। বন্ধুকে একটি মনমতো স্ত্রী জুড়িয়ে দেয়ার জন্য সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। পরিচিতজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছে। কিন্তু মাওলানা শরীফের জন্য মনের মতো মেয়ে সে খুঁজে পাচ্ছে না। একদিক পছন্দ হলে তো তিনদিক পছন্দ হয় না। এভাবে আরও কয়েকমাস কেটে গেল।

রায়হানের ইচ্ছা হলো, বন্ধুকে সে একজন সুন্দরী-রূপসী মেয়ে এনে দিবে। এজন্য সে যে কোন কুরবানী দিতে প্রস্তুত। কোথাও কোন সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পেলেই সে তৎক্ষনাত সেখানে ছুটে যায়। আশে পাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে মেয়ে ও মেয়ের পরিবার পরিজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়।

এভাবে খোঁজতে খোঁজতে একদিন রায়হান সবদিক দিয়ে মানানসই একটি সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পেয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন দিকে খোঁজ-খবর নিয়ে তার ধারণা জন্মায় যে, এ মেয়েটিই মাওলানার জন্য উপযুক্ত হবে। এই হবে মাওলানার কাংখিত স্ত্রী।

উপযুক্ত মেয়ে পেয়ে রায়হান খুশিতে বাগবাগ হয়ে বন্ধু শরীফের সাথে সাক্ষাত করে। বলে, মাওলানা! তোমার জন্য একটি সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, তার মত সুন্দরী এ এলাকায় আর একটিও নেই। লোকজন বলেছে, সে নাকি পরীর মত সুন্দরী। তার পটলচেরা আঁখি, উন্নত নাসিকা, লম্বা কেশদাম আর হৃদপুষ্ঠ দেহ সব মিলিয়ে সে এক অনিন্দ্য সুন্দরী রূপসী মেয়ে। এমন মেয়ের সাথে তোমাকেই মানাবে ভাল।

www.smfoundationbd.com

বন্ধুর কথা শুনে মাওলানা শরীফ মনে মনে খুশি হলেন। মুখে বললেন, বন্ধু! সুন্দরের বর্ণনা তো খুব দিলে। কিন্তু মেয়ের দীনদারী কেমন তা তো কিছুই বললে না।

জবাবে রায়হান বলল, দীনদারী সম্পর্কে আমি ততটা খোঁজ নেইনি। তবে যতটা শুনতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, দীনদারীর দিক দিয়েও মেয়েটি খারাপ হবে না। তাদের পরিবারের সবাই জেনারেল শিক্ষিত হলেও নামায রোজা সকলেই করে। যাহোক, দীনদারীর দিকটা তুমি না হয় যে কোন উপায়ে জেনে নিবে। আমি তো সুন্দরী মিলিয়ে দিয়েছি।

মাওলানা বললেন, রায়হান! দীনদারীর দিকটি খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। কেননা মেয়ে যত সুন্দরীই হোক, যদি তার মধ্যে তাকওয়া পরহেজগারী না থাকে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে যদি সে ভাল না বাসে, খোদার প্রকৃত ভয় যদি তার অন্তরে বিদ্যমান না থাকে তাহলে আর যাই হোক, তাদের দাম্পত্য জীবনে যে শান্তি আসবে না তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

রায়হান! তুমি তো নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অধ্যয়ন করেছ। তিনি বলেছেন পুরুষগণ মেয়েদের চারটি দিক দেখে বিবাহ করে। (১) রূপ লাবন্য (২) বংশকুল (৩) সহায় সম্পত্তি (৪) দ্বীনদারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এক সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে সাহাবী! তুমি কিন্তু দ্বীনদারীর দিকটিকেই প্রাধান্য দিও। এতেই তুমি কামিয়াব হবে। দাম্পত্য জীবনে তুমি সুখি হতে পারবে।

রায়হান! তুমি আমার চেয়ে কম বুঝ না। তুমি একথা ভাল করেই জান যে, দ্বীনদারী থাকার পর অন্যগুণগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু দ্বীনদারী ছাড়া কেবল রূপ লাবন্য, সহায় সম্পত্তি কিংবা শুধু ভাল বংশের মেয়ে হলেই দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসবে না। আসতে পারেও না। যারা দ্বীনহীন কোন মেয়েকে নিয়ে ঘর সংসার করে আর বলে বেড়ায় যে, সে দাম্পত্য জীবনে খুব সুখি তার এ বক্তব্য মোটেও ঠিক নয়। আসল কথা হলো, এ ধরণের লোকেরা শান্তি কাকে বলে, শান্তির সংজ্ঞা কি তা তারা ভাল করে জানেই না। একজন দ্বীনদার মেয়ে

www.smfoundationbd.com

তার স্বামীকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করবে, যে পরিমাণ খেদমত করবে, যে পরিমাণ হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে, যে পরিমাণ অনুগত হবে, যে পরিমাণ স্বামীকে খুশি করতে সচেষ্ট হবে একজন বদ্‌দীন মেয়ে থেকে তা কখনই আশা করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর দীনদারীর বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করেন, তাদের সংসারে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা, তাদের সন্তান-সন্ততিও হয় সভ্য, ভদ্র ও আল্লাহ ওয়ালা। মহান রাব্বুল আলামীন যেহেতু তাকওয়া, পরহেজগারী ও দ্বীনদারীর সাথে শান্তির সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন, অর্থ্যাৎ যে যে পরিমাণ নেক আমল করবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে সে সেই পরিমাণ শান্তি লাভ করবে- শরীয়তের মূল কথা যেহেতু এটাই সেহেতু একজন বদদীন মেয়ে ঘরে এনে প্রকৃত শান্তির প্রত্যাশা করা দূরাশা বৈ কিছুই নয়।

যা হোক, এভাবে আরও কিছু আলাপ-আলোচনা পর শেষ পর্যন্ত সেদিনের মত তারা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল। এরপর কয়েকদিন উভয় পক্ষের লোকজন আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হলো যে, মাওলানা সাহেব আগামী বুধবার মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে। যদি তার পছন্দ হয় তাহলে আর কারও কোন আপত্তি থাকবে না। আল্লাহ চাহেতো দিন তারিখ ধার্য করে বিবাহ হয়ে যাবে।

নির্ধারিত দিনে মাওলানা শরীফ মেয়ে দেখতে গেলেন। তিনি মেয়েটিকে অভয় দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়েটি সাথে সাথে সন্তোষজনক উত্তর দিল। তিনি দেখলেন, বন্ধু রায়হান মেয়ের যে রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিল, মেয়েটি তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশী সুন্দরী। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি মেয়ের আচার-আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলেন। এতে তিনি মোটামুটি সন্তুষ্টও হলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই মেয়েটি দ্বীনদার কি-না, শরীয়তের যাবতীয় হুকুম আহকাম মানার জন্য সে আন্তরিক ভাবেই সচেষ্ট কিনা এ বিষয়টি মাওলানার নিকট অস্পষ্টই রয়ে গেল।

মেয়েটির নাম রেশমা। তার চুলগুলো রেশমের মতই সুন্দর। বয়স আনুমানিক আঠার হবে। এক বছর আগে সে একটি নামকরা ডিগ্রি কলেজ

www.smfoundationbd.com

থেকে এইচ, এস, সি পাশ করেছে। কলেজে ঢোকার পরপরই সে রাজনীতির সাথেও কিছুটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে স্বভাবতই সে অন্য দশটি মেয়ের চেয়ে একটু বেশী বাকপটু হয়ে পড়েছে। তার চলাফেরা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় সবসময়ই একটা স্মার্টনেস ও আধুনিকতার ছাপ বিদ্যমান থাকতো।

মেয়ে দেখার পালা শেষ হলে মাওলানা শরীফ পাশের রুমে বসা বন্ধু রায়হানের নিকট চলে গেল। রায়হান তাকে দেখেই বলে উঠল, বন্ধু! কেমন দেখলি? পছন্দ হল তো?

জবাবে মাওলানা বললেন, মেয়ে তো পছন্দেরই। তবে.....।

ঃ তবে কি? রায়হান মাওলানার কথা শেষ হতে দিল না।

ঃ তবে মানে মেয়েটি প্রকৃত দ্বীনদার কিনা তাতো বুঝতে পারলাম না।

ঃ এজন্য তুমি কি করতে চাও?

ঃ হ্যাঁ, এরও ব্যবস্থা আছে। আমরা একটু চেষ্টা করলেই তা জানতে পারব।

ঃ তা কিভাবে?

ঃ এর পন্থা এই যে, ...।

এতটুকু বলতেই মাওলানা শরীফের এগার বছরের ছোট বোন শরীফা এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সে একগাল দুষ্টমীভরা হাসি দিয়ে বলল-

ঃ ভাইয়া! আপনাকে নিয়ে না ভিতরে চমৎকার কথা-বার্তা হয়েছে। এ কথা বলেই যে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল।

ঃ কি কথা-বার্তা হয়েছে একটু বল না আমাদের কাছে। মাওলানা তাকে যেতে বাধা দিয়ে বললেন।

ঃ বলব। কিন্তু এর পুরস্কার কি হবে?

ঃ তুমি যা চাও তাই পাবে। একথা বলে মাওলানা শরীফ তাকে কাছে বসাল।

ঃ আমি যা চাই তা কি আপনি দিবেন?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দিব।

www.smfoundationbd.com

ঃ আমি চাই, আপনি এখন যাকে দেখে আসলেন তাকে অচিরেই আমাদের ভাবী করে ঘরে তুলবেন।

ঃ তাকে খুব পছন্দ হয়েছে বুঝি?

ঃ হবে না? এত সুন্দরী মেয়েকে ভাবী ডাকতে কার না ইচ্ছে হয়!

ঃ ঠিক আছে। আমি তোমার আবদার রক্ষা করতে একশভাগ চেষ্টা করব। এবার আসল কথা বল।

ঃ রেশমা আপা আপনার রুম থেকে বের হওয়ার পরপরই তার বান্ধবীরা তাকে টেনে নিয়ে আরেকটি রুমে নিয়ে বসাল। তারপর নাসরীন নামের মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, কিরে রেশমা? হুজুরকে কেমন লাগল? আরেকজন বলল, এবার পছন্দ হল তো?

জবাবে রেশমা আপা বলল, হ্যাঁ, সবকিছুই তো ভাল লেগেছে। তার ব্যবহার খুবই সুন্দর ও মার্জিত। চেহারা সুরত তো তোরাও দেখেছিস। পছন্দ না হওয়ার কোন কিছুই তো তার মধ্যে দেখা গেল না। তবে....।

এতটুকু বলে রেশমা আপা থেমে গেল।

বান্ধবীরা তার কথা রুদ্ধ শ্বাসে শুনছিল। রেশমা আপা থেমে যেতেই তারা একত্রে বলে উঠলো, তবে কি রে? কোন কিছু অপছন্দ হয়েছে তোর?

ঃ জবাবে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রেশমা আপা বলল, এমন সুন্দর সুদর্শন পুরুষকে অপছন্দ করবে কে?

ঃ তাহলে তুই যে, বললি, তবে.....নিশ্চয় এর কোন হেতু আছে।

তখন রেশমা আপা আরেকবার একটি লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, একটি জিনিষ ছাড়া তার সবই পছন্দ হয়েছে আমার। আর সেটি হল তার দাড়ি। দাড়ি-টাড়ি আমার একদম অপছন্দের জিনিষ। এই যৌবন বয়সে দাড়ি রাখলে কেমন দেখা যায়?

কেন? খারাপ কি? দাড়ির কারণে তো তাকে মন্দ লাগছে না। এক বান্ধবী বলে উঠল।

মন্দ না লাগলেও দাড়ি আমি দেখতেই পারি না। দাঁড়িওয়ালা মানুষ আমার একেবারেই অসহ্য। রেশমা আপা বলল।

www.smfoundationbd.com

দাড়িতে তোর কি অসুবিধা হলো। পুরুষদের জন্য তো দাড়ি রাখা ওয়াজিব। তাছাড়া ইনি একজন মাওলানা মানুষ। ইনি কি করে দাড়ি না রেখে থাকতে পারেন? বলল নাসরীন নামের মেয়েটি।

তাকে দাড়ি রাখতে আমি নিষেধ করিনি। আমি বলেছি আমার পছন্দ অপছন্দের কথা। আমার পরিস্কার কথা হল, দাড়ি আমার নিকট ভাল লাগে না।

ঃ তাহলে তুই কি বলতে চাস? তোর বক্তব্য কি তাহলে এই যে, তোকে বিয়ে করতে হলে দাড়ি ফেলে দিতে হবে? বলল, আরেক বান্ধবী।

ঃ হ্যাঁ, আমাকে পেতে হলে দাড়ি ফেলেই আসতে হবে। দাড়ি রাখার বেশী সখ হলে শেষ বয়সে না হয় চিন্তা ভাবনা করা যাবে।

শরীফা এতটুকু বলার পর মাওলানা সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বন্ধু রায়হানকে সম্বোধন করে বললেন-

ঃ বন্ধু! চল আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

ঃ কেন, কি হয়েছে তোর? দাড়ির কথা বলাতে রেগে গেলে নাকি?

ঃ রেগে যাইনি। তার দ্বীনদারীর পরীক্ষা হয়ে গেছে।

ঃ শুধু দাড়ি দিয়েই তুই মেয়েটির দ্বীনদারীর পরীক্ষা নিয়ে নিলি? এটা কি করে সম্ভব।

ঃ হ্যাঁ, দাড়ি দিয়েই আমি তার দ্বীনদারীর পরীক্ষা নিয়েছি। আল্লাহ পাকের হাজারো শোকর যে, তিনি আমাকে দাড়ির উসিলায় এই বদদীন মেয়ে থেকে হেফাজত করেছেন।

এতটুকু বলার পর মাওলানার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। বাকরুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বন্ধু রায়হানের দিকে। রায়হানও ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায়। ফলে গোটা কক্ষে নেমে আসে এক অখন্ড নীরবতা।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে মাওলানা শরীফ বললেন, বন্ধু! আমি আবারো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনিই আমাকে দাড়ির উসিরায় এ মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমার জীবনকে ধংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এ মেয়েকে বিবাহ

www.smfoundationbd.com

করলে কিছুতেই আমি দাম্পত্য জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারতাম না। এই একমাত্র দাড়িকে কেন্দ্র করেই আমি তার ধার্মিকতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি।

চাল সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য যেমন সবগুলো চাল টিপতে হয় না, একটি টিপলেই চলে, ঠিক তেমনি শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান দাড়িকে কেন্দ্র করেই আমি মেয়েটির দ্বীনদারীর পূর্ণ পরিচয় লাভ করেছি।

রায়হান! তুমি ভাল করে শুনে রাখ। তোমার নিজের জীবনেও কথাগুলো কাজে লাগবে। কারণ তোমাকেও তো এ বছর না হয় আগামী ১/২ বছরের মধ্যে বিবাহ করতে হবে।

দাড়ি ইসলামের একটি শিআর বা নিদর্শন। কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে দাড়ি রাখাকে সুন্নত বলে মনে করে। অথচ তা মোটেও ঠিক নয়। দাড়ি রাখার নির্দেশ সম্বলিত প্রচুর হাদীস থাকার কারণে সমস্ত ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, যাদের দাড়ি লম্বা হয়, তাদের জন্য সকল দিক দিয়ে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। ছেঁটে কেটে এক মুষ্টির কম করা বা এক মুষ্টির বেশী না হতেই কাট ছাট করা বা একেবারে মুন্ডিয়ে ফেলা হারাম, কবীরা গুনাহ ও ফাসেকী কাজ। এ ধরণের ব্যক্তির জন্য ইমামতি করাও জায়েজ নয়। এরূপ ব্যক্তি ইমামতী করলে এবং তার পিছনে নামায পড়লে মাকরুহে তাহরীমি হবে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি কখনো এক মুষ্টির কম করতেন না। কোন সময় ছাটতে হলে, এক মুষ্টির বেশীটা ছেটে ফেলতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দাড়ি বাড়তে দাও এবং মোচ খাট কর।

এ পর্যন্ত বলে মাওলানা একটু জিরিয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন-

এবার তুমিই বল, দাড়ি রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হওয়া সত্ত্বেও যে মেয়ের নিকট দাড়ি কেবল অপছন্দই নয় অসহ্যও বটে সে মেয়ে কি করে প্রকৃত দ্বীনদার হতে পারে?

www.smfoundationbd.com

দাড়িকে তো সে সুন্নতও মনে করতে পারে। যেমন অনেকেই মনে করে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রেও কি সে দোষী? কথার মাঝখান দিয়ে রায়হান বলল।

ঃ হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও দোষী। কারণ প্রকৃত মুমিন হতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করতে হবে। আর তাকে মহব্বত করার অর্থই হলো তার সুন্নতকে মহব্বত করা এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

যদি তার ধারণায় দাড়ি রাখা সুন্নতও হয় তথাপি প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য তো দাড়িকে পছন্দ করা, যারা রাখে তাদেরকে মনে প্রাণে ভালবাসা উচিত ছিল। কিন্তু কই, দাড়িকে তো সে বরদাশতই করতে পারে না। তাহলে এবার তুমিই বল, তার দ্বীরদারীটা কোন পর্যায়ের।

ঃ তাহলে তুই কি করতে চাস? এমন সুন্দরী মেয়েটিকে তুই বিয়ে করবি না?

ঃ সুন্দরী কেন, সে যদি সাক্ষাত হুরও হতো তবু তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, স্ত্রী দ্বীনদার না হলে শুধু সৌন্দর্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া যায় না। জীবনে প্রকৃত শান্তি লাভ হয় না। বরং এরূপ সৌন্দর্য স্বামীর জন্য আরও কাল হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধু! বিয়ে মানুষ বারবার করে না। ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েয থাকলেও আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্ন কারণে একটির বেশী সাধারণত বিয়ে করে না। সুতরাং মেয়ে গরীব হোক, এত রূপ সৌন্দর্য তার না থাকুক, কিন্তু দ্বীনদারী অবশ্যই থাকতে হবে। এরূপ মেয়ে নিয়েই আমি স্বপ্নের সংসার গড়ে তুলতে চাই।

অতঃপর রায়হান বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দিয়ে মাওলানাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। এবং এ মেয়েটিকেই বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করল। কিন্তু এতে কোন ফল না হওয়ায় তারা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা দিল।

পথিমধ্যে দুই বন্ধু বাসে চড়ল। তাদের সীট দুটো পাশাপাশি। কেউ কোন কথা বলছে না। একসময় রায়হানই কথা বলে উঠল। বলল সে-

www.smfoundationbd.com

ঃ মাওলানা! কাজটি কি তুমি ভাল করেছ?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই ভাল করেছি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছি। রূপ সৌন্দর্যের ফাঁদে পড়ে আমি ধোকা খাইনি। এজন্য খোদার শুকরিয়া।

শরীফা মাওলানার পাশেই বসা ছিল। এত সুন্দর একটি মেয়েকে ভাবী বানাতে না পেরে তার মনে কোন আনন্দ ছিল না। বশ্য ভাইয়ার কথা-বার্তা শুনে দাড়ির গুরুত্ব তার কচি মনে ভাল করেই গেঁথে বসেছে।

দুই বন্ধু কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার রায়হান কথা শুরু করল। সে বলল, বন্ধু! দাড়ি সম্পর্কে তুমি আরও কিছু বল। আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। দাড়ি না রাখলে কি কি ক্ষতি হয় তা যদি তোমার জানা থাকে তাহলে তাও বলতে পার।

মাওলানা সাহেব বললেন, তুমি ভাল কথাই স্মরণ করে দিয়েছ। দাড়ি না রাখার ক্ষতিগুলো কি তা যখন তুমি শুনতে চেয়েছ, তাহলে শুন-

শরীফার ঘুম ঘুম ভাব এসে গিয়েছিল। ভাইয়ার কথা শুনে সে একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল। মনোযোগ দিল কথার দিকে। মাওলানা বললেন,

দাড়ি না রাখলে মানুষ দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফতোয়ার বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করে এ পর্যন্ত আমি ১৮টি ক্ষতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছি। তা এই যে-

১। দাড়ি না রাখলে শিআরে ইসলাম তথা মুসলমানদের জাতীয় নিদর্শন তরক করা হয় এবং এতে ফাসিক সাব্যস্ত হতে হয়।

২। অন্য গোনাহ একবার করলে একবার লিখা হয়। কিন্তু দাড়ি না রাখলে ২৪ ঘন্টাই দাড়ি না রাখার গুনাহ লিখা হতে থাকে।

৩। দাড়ি কাটলে ছাটলে বা মুন্ডন করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আঘাত দেয়া হয়। দাড়ি কাটার জন্য মুখে ব্লেড বা ক্ষুর লাগানোর অর্থই হল তার অন্তরকে ধারালা অস্ত্র দিয়ে দিখন্ডিত করা। উল্লেখ্য যে, উম্মতের সকল আমলের সহিত এ আমলও প্রতি সপ্তাহে দুদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হয়।

www.smfoundationbd.com

৪। দাড়ি কর্তন দ্বারা খোদায়ী সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করা হয় । যা পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোচ, বগলের নীচের পশম ইত্যাদি কর্তন করা খোদায়ী সৃষ্টিকে বিকৃত করা নয়। কেননা এগুলো কর্তন করা মানুষের স্বভাবজাত কাজ।

৫। দাড়ি না রাখলে পুরুষের চেহারা মেয়েদের চেহারার সাথে মিলে যায়। অথচ হাদীস শরীফে নর-নারী উভয়কে একে অপরের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে উহাকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬। দাড়ি ঈমান ও ইসলামের আলামত বা চিহ্ন। আর আলামতকে যদি বিলুপ্ত করা হয়, তখন সে ব্যক্তি মুমিন না কাফির তা অনেক সময় স্থির করা সম্ভব হয় না।

৭। দাড়ি না রাখলে বা ছোট করে রাখলে তার ইমামতির যোগ্যতা থাকে না।

৮। দাড়ি না রাখলে দৃষ্টি শক্তি কমে যায়। বর্তমানে এ কথা সকল অভিজ্ঞ ডাক্তারগণই স্বীকার করে থাকেন।

৯। দাড়ি না রাখলে তার পৌরষ সৌন্দর্য্যের বিকৃতি ঘটে। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পারস্য বাদশাহের পক্ষ থেকে দাড়ি মুন্ডানো দুজন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত হল, তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমাদের চেহারাকে এমন বিশ্রী বানাতে কে বলেছে? এর দ্বারা বুঝা গেল, পুরুষদের সৌন্দর্য দাড়ি রাখার মধ্যে। কাট-ছাট কিংবা মুন্ডানোর মধ্যে নয়। কারণ পুরুষজাত তো সিংহের ন্যায়। আর সিংহের সৌন্দয তো দাড়ির মধ্যেই। এজন্য বহু বিধর্মীরা পর্যন্ত দাড়ি কাটে না।

১০। দাড়ি বিহীন লোক রাস্তাঘাটে মারা গেলে, তার গোসল, কাফন ও জানাযা নিয়ে মুসীবতে পড়তে হয়। কেননা তখন তাকে দাফন করা হবে না শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে তা নির্ণয় করার জন্য কাপড় খুলে দেখা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

১১। দাড়ি না রাখলে সেভের জন্য অর্থের যেমন অপচয় হয় তেমনি জীবনের মহামূল্যবান সময়ও নষ্ট হয়।

www.smfoundationbd.com

১২। দাড়ি না রাখলে তার শরাফত ও বুযুর্গী নষ্ট হয়ে যায় এবং তার চেহারা থেকে নূর চলে যায়। এরুপ ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে কখনোই আল্লাহর ওলীর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

১৩। দাড়ি না রাখলে সে মুসলমানদের সম্মান ও সালাম পাওয়ার যোগ্য থাকে না। কেননা সে মুসলমান না খৃষ্টান, হিন্দু না ইহুদী তা তো সবসময় নির্ণয় করাই সম্ভব হয় না।

১৪। দাড়ি রাখলে যেমন অনেক গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব হয় তেমনি দাড়ি না রাখলে নানাবিধ অপকর্ম ও গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাও মুশকিল হয়ে যায়। দাড়িবিহীন লোক অতি সহজেই যে কোন গোনাহের আসরে প্রবেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে দাড়িওয়ালা ব্যক্তি স্বাভাবিক লজ্জার কারণেই সহজে কোন গোনাহের আসরে শরীক হতে পারে না। সে মনে করে, এত বড় দাড়ি নিয়ে কিভাবে এ গোনাহের কর্মে অংশ নেই।

১৫। দাড়ি মুন্ডালে অতি সত্তর তা পেকে সাদা হয়ে যেতে পারে। তখন দাড়ি রাখতে চেষ্টা করলেও শরমে রাখতে পারে না।

১৬। দাড়ি না রেখে বারবার সেভ করার ফলে মুখের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। এতে দাড়ি বিহীন লোক অতি দ্রুত মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মসৃণতা থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭। দাড়ি বিহীন লোক প্রকৃত রুচি সম্পন্না স্ত্রীর নিকট প্রচন্ড বিরক্তি ও অস্বস্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

১৮। উপরন্ত দাড়ি না রেখে হাশরের ময়দানে শাফায়াত লাভ কিংবা হাউজে কাউসারের পানি পানের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত বলে দাবী করাও মুশকিল হয়ে যাবে। খোদা না করুন, সেদিন হয়ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ উম্মত থেকে গোস্বাভরে চেহারাও ফিরিয়ে নিতে পারেন। কারণ তার চেহারার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারায় কোন মিল নেই।

মাওলানা শরীফ দাড়ির ক্ষতিকর দিকগুলো এক এক করে বিস্তারিত বর্ণনা করার পর রায়হান বলল, বন্ধু! আমাকে ক্ষমা করে দিস্। আসলে দাড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে আমার এতটা জানা ছিল না। তাই তোকে আমি

www.smfoundationbd.com

বারবার পীড়াপীড়ি করেছি। তুই সত্যি কথাই বলেছিস যে, যে মেয়ে দাড়ি পছন্দ করে না বা দাড়ি যুক্ত ছেলেকে নিজের স্বামীরূপে বরণ করে নিতে অনীহা প্রকাশ করে তাকে কিছুতেই বিবাহ করা চলে না। আমি আজই এ বিয়ে হবে না বলে মেয়ের অভিভাবকদের জানিয়ে দিব।

এমন সময় গাড়ি গন্তব্যে চলে আসায় তারা সকলেই নেমে পড়লো। রায়হান সালাম মোসাফাহা শেষে বাড়ী চলে গেলে মাওলানা শরীফ ছোট্ট বোন শরীফাকে নিয়ে বাড়ীতে চলে এলো।

কিছুদিন পর রেশমার অন্যত্র বিবাহ হল। রেশমা নিজেই ছেলে পছন্দ করেছে। আলট্রা মর্ডান ছেলে। প্রতিদিন দাড়ি সেভ করে। এতে রেশমা খুবই খুশী।

রায়হান প্রথমে রেশমার বিয়ের খবর জানতে পারে। একথা সে বন্ধু শরীফকেও জানায়। অতঃপর একদিন তারা খবর নিয়ে জানতে পারল যে, তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। রেশমা স্বামীর কথা মতো চলতে একেবারেই নারাজ। সে মনমতো চলতে চায়। স্বামীর কোন কথাই তার কানে ঢোকে না। স্বামীর খেদমত করা তো দূরের কথা তাকে একগ্লাস পানি এনে দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে। স্বামী যে একজন শ্রদ্ধার পাত্র, একথা কোন দিন তার কল্পনায়ও আসেনি। উপরন্ত স্বামীকে এটা ওটা কিনে দেয়ার জন্য প্রতিদিন ফরমায়েশ দেয়। না দিলে মুখ ভার করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে। বাসার যাবতীয় কাজ কর্ম চাকর-বাকর দ্বারা করালেও যদি কখনো রেশমাকে বলে, রেশমা! ক্ষিধে পেয়েছে। ভাত দাও। সে তৎক্ষনাৎ মুখের উপর বলে দেয়, ক্ষিধে পেলে যার যার খানা সে নিজেই নিয়ে খেয়ে নিতে পারে। স্বামী বেচারা বাধ্য হয়ে তখন নিজের খাবার নিজেই গ্রহণ করে। তখন সে মনে মনে ভাবে, এরই নাম কি দাম্পত্য জীবনের সুখ? স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসার নমুনা কি এই? এসব ঘটনা জানতে পেরে রায়হানের আজ ভাল করেই বুঝে এসেছে যে, রেশমাকে বিয়ে না করে মাওলানা শরীফ অনেক বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। নইলে তার জীবন ও আজ দুর্বিসহ হয়ে উঠতো। পারিবারিক জীবন হয়ে উঠতো একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড। রেশমার মতো একটি দীনহীন মেয়ের খপ্পর থেকে বাঁচতে পারা মূলতঃ মাওলানা শরীফের দাড়ি রাখারই নগদ পুরস্কার।

www.smfoundationbd.com

কারণ দাড়িকে কেন্দ্র করেই সে তাকে বিবাহ করেনি। না হয়, আলোচনা যদ্দুর গিয়ে গড়িয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতো না।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে দাড়ি রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

(সূত্র ঃ আলোচ্য লেখাটি লেখকের নিজ কানে শুনা একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

মৌলভী ছেলে অপছন্দ!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পূর্বোক্ত ঘটনার ন্যায় আরেকটি ঘটনা বেশ কয়েক বছর পূর্বে একটি মাসিক পত্রিকায় দেখেছিলাম। ঘটনাটি আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সীমাহীন প্রভাবিত হয়েছিলাম আমি। একটি ধ্রুব সত্য কথা প্রমাণিত হয়েছিল এ ঘটনার মধ্য দিয়ে। এবার এ ঘটনাটিই আপনাদের উদ্দেশ্যে নিজের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিলাম। এ থেকে হয়ত আপনারাও শিক্ষানীয় কিছু খুঁজে পাবেন। উপরন্ত এ সত্য ঘটনা পাঠ করে কারো কারো ভুল ধারণারও অবসান ঘটতে পারে।

দুই বান্ধবী। পাশাপাশি হাঁটছে। গতি একেবারেই মন্থর। বাসায় আজ তেমন জরুরী কাজ নেই তাদের। ধীরে ধীরে চলার মূল কারণ হয়ত এ হবে।

তারা একটি নামকরা কলেজের বি, এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে গোটা কলেজেই সুনাম রয়েছে তাদের। পর পর দুটি ক্লাসের অধ্যাপক উপস্থিত না থাকায় অন্য দিনের তুলনায় বেশ আগেই বাসায় ফিরছিল তারা।

গোটা রাস্তায় বিচিত্র আলোচনা চলছে। তাদের আলোচনা থেকে কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না আজ। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে একেবারে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত। যখন যা মনে আসছে তাই আলোচনায় স্থান পাচ্ছে।

দুজনের মধ্যে একজন বোরকা পরিহিতা। সম্পূর্ণ মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকা। তার দৈহিক সৌন্দর্যের কিছুই বাইরে থেকে দেখার কোন উপায় নেই। কিন্তু অপর বান্ধবীর গায়ে বোরকা নেই। বোরকাকে সে পছন্দও করে না। সে মনে করে, এগুলো একটি সেকেলে রেওয়াজ। বর্তমান এই প্রগতির যুগে এসব চলবে না।

বোরকা পড়া মেয়েটির নাম শাহিনা আক্তার। একটি সভ্য, ভদ্র ও ধার্মিক মেয়ে হিসেবে এলাকায় তার বেশ পরিচিতি রয়েছে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য সর্বদাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, পিতা-মাতার খেদমত, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি ছোটবড় কোন আমলই বাদ দেয় না সে। শুধু তাই নয়, বালেগা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামায স্বেচ্ছায় কাযা করেছে বলেও তার মনে পড়ে না।

শাহিনার বান্ধবীর নাম নিশাত। পূর্ণনাম খাইরুন্নাহার নিশাত। তবে সকলেই তাকে নিশি বলেই ডাকে। সে একটি আধুনিকা মেয়ে। পর্দা করে চলাফেরা করার প্রয়োজনীয়তা কোনদিনই সে অনুভব করেনি। অবশ্য এজন্য সে-ই একমাত্র দায়ী নয়। কারণ তার পরিবারের কোন মহিলাই পর্দা করে না। পিতা-মাতা, দাদা-দাদী কিংবা বাসার অন্য কেউ পর্দা করার জন্য কোন দিন তাকে বলেওনি। সুতরাং পর্দা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সে বুঝবে কি করে? অবশ্য বান্ধবী শাহিনা কয়েকদিন তাকে পর্দা সম্পর্কে বুঝালেও সে তাতে আমল দেয়নি।

নিশাতই এখন কথা বলছিল। কথা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে হঠাৎ সে বলে উঠলো, মৌলভী ছেলেদের আমি একদম পছন্দ করি না। তার কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ।

ঃ কেন? শাহিনা বলল।

ঃ তারা খুব কঠোর মনোভাবের হয়।

ঃ কিভাবে তুই তাদের মনের খবর পেলি?

ঃ ওমা! এতো সুর্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল কথা। একথা জানার জন্য ঘটা করে অনুষ্ঠান করতে হবে নাকি?

www.smfoundationbd.com

ঃ কই, আমি তো কোনদিন শুনিনি যে, হুজুর-মাওলানারা কঠোর স্বভাবের মানুষ।

ঃ তুই জানবি কি করে! তুই তো সর্বদা কালো কাপড় দিয়ে সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখিস। কলেজ আর বাসা, এ দুই ছাড়া তোর কি দুনিয়ার কোন খবর আছে?

ঃ কেন থাকবে না? আমাকে তুই এতটাই বোকা ভাবলি?

ঃ না, মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এতবড় একটা কথা তোর অজানা থাকে কি করে?

ঃ আচ্ছা বাবা, মনে কর এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না কিংবা জানার সুযোগ হয়নি আমার। এখন খুলে বল মাওলানারা কেন, কিভাবে কঠোর মনের অধিকারী।

ঃ এভাবে সুন্দর করে আগে বললেই পারতি।

ঃ হ্যাঁ, এখন বললাম। দেরী না করে তাড়াতাড়ি আপন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দে। নইলে.....।

এতটুকু বলতেই তারা নিশাতদের বাসায় চলে এল। শাহীনা বলল, আমি আজ বিকালের জন্য অপেক্ষা করব না। এক্ষুনিই গোছল ও খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে আসব।

ঃ তাহলে এখন আমার ব্যাখ্যা শুনবি না?

ঃ অবশ্যই। বাসা থেকে দ্রুত ফিরে এসে শুনব।

ঃ না, তা হবে না।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে আবার কি? আমাদের বাসায় আজ গোছল করবি, খাবি। তবেই কেবল আমার ব্যাখ্যা শুনতে পারবি।

ঃ আমার যেতে দেরী হলে আব্বা আম্মা চিন্তা করবেন না?

ঃ কেন চিন্তা করবেন? তুই একটি মানুষ। প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে তোর। সুতরাং যে কোন কারণে তোর বাসায় ফিরতে দেরীও হতে পারে? এতে টেনশনের কি

www.smfoundationbd.com

আছে? তুই কি একেবারে ছোট্ট খুকি নাকি যে হারিয়ে যাবি?

ঃ হ্যাঁ, মানুষ হিসেবে স্বাধীনতা আমার আছে। কিন্তু তাই বলে একটি যুবতী মেয়েকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে ছেড়ে দিয়ে দুশ্চিন্তাহীনভাবে আমার পিতা-মাতা বসে থাকতে পারেন না।

ঃ আমার পিতা-মাতা তো আমার জন্য এত চিন্তা করেন না। যখন যেখানে মনে চায় চলে যাই। আবার ঘুরে ফিরে চলে আসি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে এতো আমার প্রাপ্য অধিকার।

ঃ ঠিক আছে বোন, তোর সাথে আমি কথায় পারব না। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, অধিকার আদায় করতে গিয়ে আবার যেন বিপদে জড়িয়ে না পড়।

শাহীনা একটু থামল। তারপর বলল, আচ্ছা, সে কথা এখন থাক। এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এবার কালক্ষেপণ না করে তোর মনের কথাটি বলার জন্য তৈরী নে। আমি ফোন করে আব্বুকে আমার দেরীতে আসার সংবাদটা দিয়ে আসি।

খানিক বাদ শাহিনা ফোন করে ফিরে এল। গোছল ও খাওয়া-দাওয়া শেষে নিশাত বক্তব্য শুরু করল। সে বলল.....

মৌলভীরা কঠোর মনের মানুষ এজন্য যে, বিয়ের পর তাদের স্ত্রীদের আনন্দ মাটি হয়ে যায়। কেননা শত বললেও তারা স্ত্রীদেরকে সিনেমা, মার্কেটে কিংবা বেড়াতে নিয়ে যায় না। তারা সামাজিকতা বলতে কিছুই বুঝে না। শুধু তাই নয়, হাজার অনুরোধের পরেও তারা, ঘরে একটি টিভি কিনে আনে না। অথচ চিত্তবিনোদন, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জন ও দেশ-বিদেশের খবরা-খবর জানার জন্য বর্তমান জমানায় টিভি কত প্রয়োজন! যারা এ সহজ কথাগুলো বুঝে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না এমন অসামাজিক হুজুর-মাওলানাদের মানুষ বিয়ে করে নাকি?

নিশাত তার কথাগুলো একশ্বাসে বলে শেষ করল। মনের কথাগুলো খুলে বলতে পেরে সে যেন অনেকটা স্বস্তিবোধ করল। তার কথা শেষ হয়ে গেলেও শাহিনা সাথে সাথে কথা বলল না।

শাহিনা মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিল। কিছুক্ষণ পর একটি দীর্ঘ

www.smfoundationbd.com

নিঃশ্বাস ফেলে বলল-

নিশাত! আমি জানি তুই একটি আধুনিকা মেয়ে। জীবনে তোর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাই বলে ধর্ম ও ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তুই যে এতটা অজ্ঞ তা আমার আগে জানা ছিল না। তুই হুজুর মাওলানাদের পছন্দ না করার ব্যাপারে যে দলীল পেশ করেছিস তা একেবারেই অযৌক্তিক, উদ্ভট এমনকি হাস্যকরও বটে। তুই বলেছিস, হুজুররা স্ত্রীদের নিয়ে সিনেমায় যায় না, টিভি কিনে দেয় না ইত্যাদি। অথচ সিনেমা ও টিভিতে চিত্তবিনোদনের জন্য কি দেখায়, কি শুনায় তা তুই ভাল করেই জানিস। শরীয়ত বিবর্জিত অনেক কর্মকান্ডই এতে থাকে, যা দেখার ফলে অনবরত পাপ লিখা হয়। সুতরাং এবার তুই বল, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার পরও এতবড় গোনাহের কাজে কি করে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারে? নিশাত তুই কি আখেরাত বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়ার ভোগ বিলাসের কথা চিন্তা করছিস? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী।

ঃ আরে রাখ তোর আখেরাত। আখেরাতের কথা চিন্তা করার জন্য সময় অনেক আছে। এই যৌবন বয়সে জীবনটাকে উপভোগ করতে না পারলে পরে তো আর পারা যাবে না।

শাহিনা তাকে আরও কয়েকটি কথা বলে বুঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখল, নিশাত সকল ক্ষেত্রেই একঘেয়েমী করছে এবং তার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলোর অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করছে তখন সে কথা না বাড়িয়ে সেদিনের মত বিদায় নিল।

শাহীনা ও নিশাতদের বাড়ী খুব বেশী একটা দুরে নয়। যাওয়ার পথে নিশাতের কথাগুলো বারবার তার মনে পড়ল। সে তাকে বুঝাতে পারেনি বিধায় ব্যথিত হৃদয় নিয়েই বাসায় ফিরল।

কিছুদিন পর একটি বি, এ পাশ মর্ডান ছেলের সাথে নিশাতের বিয়ে হয়। ছেলেটির নাম পাভেল। সে কোন কাজ কর্ম করে না। পিতার অঢেল সম্পত্তি থাকায় কিছু করার প্রয়োজনও হয় না। এর কিছুদিন পর একজন হাফেজ ছেলের সাথে শাহিনারও শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

আজ অনেক বছর হল দুজনের সাক্ষাত হয় না। একজন বাড়ীতে এলে

www.smfoundationbd.com

অন্যজন স্বামীর বাড়ী থাকে। একদিন হঠাৎ তাদের সাক্ষাত হয়ে যায়। দুজনেই তখন বাপের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। শাহীনা নিশাতকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি। কেমন যেন হয়ে গেছে সে। স্বাস্থ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। চোখগুলো গর্তের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আগের আনন্দ উচ্ছাস আর নেই।

নিশাতের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শাহিনা আশ্চর্য হয়ে বলল-

ঃ কিরে। এমন ধনীর সুদর্শন ছেলের সাথে তোর বিয়ে হল, তারপরও তোর চেহারার অবস্থা এমন কেন?

ঃ শুধু টাকা-পয়সা আর সুদর্শন ছেলে হলেই কি সুখী হওয়া যায়? মনের সুখ হচ্ছে বড় সুখ কাঁদো কাঁদো স্বরে নিশাত কথাগুলো বলল।

ঃ তাহলে তোর অশান্তিটা কি? একটু খুলে বল।

ঃ সে অনেক কথা। এসব কথা মুখে আনতেও আমার ঘৃণা লাগে। তবুও মনের দুঃখটা হালকা করার জন্য তোর নিকট আজ সবই বলব।

ঃ ঠিক আছে বল।

নিশাত একটি দীর্ঘ নিঃশাস ছেড়ে সংক্ষেপে তার দুঃখের কাহিনী বান্ধবী শাহীনাকে শোনাল। সে বলল-

ঃ আমার স্বামী বিয়ের আগে একটি মেয়েকে ভালবাসত। কিন্তু তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করে। এখন ঐ মেয়ের স্বামী মারা গেছে। ফলে সুযোগ পেয়ে সে প্রায়ই ঐ মেয়ের বাড়ীতে আসা যাওয়া করে। অনেক রাতে বাড়ী ফিরে। আমি কিছু বললে আমাকে বাবার বাড়ীতে চলে যেতে বলে। শুধু আমার প্রতিই নয়, আমার সন্তানগুলির প্রতিও সে কোন খেয়াল দেয় না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে। আমাকে সে এখন দুচোখে দেখতে পারে না। এ সম্পর্কে কোন কথা বললেই সে চটে যায়। এমনকি আমাকে মারধর পর্যন্ত করে। আমার সুখ শান্তির ব্যাপারে সে মোটেও কোন চিন্তা করে না। আমি কি খেলাম, কি পরলাম এসব কিছু কোন দিন জিজ্ঞাসাও করে না। এমনকি হাসিমুখে একটি ডাকও দেয় না। অবস্থাটা এমন যে, আমি যেন তার উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বিরাট বাধা। আমাকে কোন রকম সরাতে পারলেই যেন

সে বাচে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে সীমাহীন তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দাম্পত্য জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির কালো অমানিশা। এ অশান্তির আগুনে আমি জ্বলে পুরে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। স্বাভাবিক ও সুখী জীবন যেন আমার জন্য স্বপ্নের হরিণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে-কর্মে, খাওয়ায়-পড়ায় কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছিনা। সব সময় চিন্তা-পেরেশানীতে অস্থির থাকি আমি। বোন! এবার তুই বল এত অশান্তি আর যন্ত্রণার মাঝে কি কারো স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে?

শাহীনা নিশাতের কথাগুলো একমনে শুনে যাচ্ছিল। বান্ধবীর দুঃখের কথা শুনে তার হৃদয়টা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পটলচেরা আঁখি যুগলে নামল মেঘলা শ্রাবণের বর্ষা। সাথে সাথে একথা ভেবে মনে মনে সে খুশিও হল বহু চেষ্টা করেও যে কথাটি নিশাতকে বুঝাতে পারিনি তা আজ তার জীবনেই বাস্তব হয়ে দেখা দিল। শাহীনা বলল-

ঃ বোন! তোর এ অবস্থার জন্য সত্যিই দুঃখ লাগছে। তবে আমার মনে হয়, এজন্য তুই ই দায়ী। তুই মৌলভী ছেলেকে পছন্দ করতি না। তাদের নাম নিলেই তুই নাক সিটকাতি। তুই যেমন ছেলে চাইতি তেমন ছেলেই তো পেয়েছিস। কিন্তু কই, শান্তি তো পেলি না। তোর স্বামী নামায পড়ে না। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভয় নেই। অথচ আমার স্বামীর কথা চিন্তা কর। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়েন। নিয়মিত কুরআনেপাক তিলাওয়াত করেন। প্রতিদিন আমাকে তিন পারা তিলাওয়াত করে শোনান। তার সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত সত্যিই আমাকে বিমোহিত করে। তিনি কখনোই আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন না। প্রতিদিন ইশরাক, আউয়াবিন ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন। সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করেন। আমাকে না দেখলে তার একদম ভাল লাগে না। আমিই যেন তার জীবনের সবকিছু। আমি জানতাম, হুজুররা স্ত্রীদেরকে সর্বাধিক ভালবাসেন। মহব্বত করেন। কিন্তু তাদের ভালবাসা ও মহব্বতের মাত্রা যে এত বেশী, এত সুন্দর, এ বৈচিত্রময় তা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তার ভদ্র ও নম্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত খুশি। আমরা উভয়ে এক প্লেটে খানা খাই। তিনি আমাকে এবং আমি তাকে খাইয়ে দেই। আমাদের পারিবারিক যাবতীয় কাজকর্ম এক আনন্দঘন

www.smfoundationbd.com

পরিবেশের মধ্যে শেষ হয়। মোটকথা, তার ব্যবহার, চলাফেরা, আচার-আচরণ সবকিছু আমার কল্পনাকেও হার মানিয়েছে।

নিশাত বান্ধবীর কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনে। ভাবে, হায়! সে কোথায় আর আমি কোথায়? তার দাম্পত্য জীবন কত সুখের, কত আনন্দের! তার পারিবারিক জীবন কত মধুময়!! দুনিয়ার সকল সুখ বুঝি তাদের ভাগ্যেই আছে। আমি মৌলভী-মাওলানাদের ঘৃনা করতাম। অবজ্ঞা করতাম। আর আধুনিক শিক্ষিত স্মার্ট ছেলেদের পছন্দ করতাম। আমার বিয়ে পছন্দসই ছেলের সাথেই হল। কিন্তু শান্তি তো পেলাম না। টাকা-পয়সা, বাড়ী-গাড়ী সবই তো আমার আছে । কিন্তু সুখের মুখ তো দেখতে পারলাম না। অশান্তির অনল তো সব সময় আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। তবে তো দেখছি, বিয়ের পূর্বে শাহিনা আমাকে যে কথাগুলো বলেছিল তাই ঠিক। ধন দৌলত আর বিত্ত বৈভব মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। শান্তির জন্য প্রয়োজন অন্যকিছু।

বেশ কিছুক্ষণ যাবত শাহীনা নিশাতকে চুপ থাকতে দেখে বলল-

ঃ কি রে নিশাত! কিছু বলবি না। কি চিন্তা করছিস?

ঃ কি আর চিন্তা করব। ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত তোর কথাই ঠিক হল। তুই মৌলভী স্বামী নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছিস। তোর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে আরও কত সুন্দর হয়েছে। আর আমি সুন্দর সুদর্শন শিক্ষিত স্মার্ট স্বামী নিয়ে দোজখের আগুনে বসবাস করছি। সত্যিই শাহিনা জীবনে আমি বিরাট ভুল করেছি। জানি না এ ভুলের মাশুল আমাকে আর কতদিন দিতে হবে। হায় আফসোস! আমার স্বামী যদি তোর স্বামীর মতো মৌলভী হতো।

ঃ এখন আফসোস করে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। তবে আমার কথা মতো চললে হয়ত এখনও তুই শান্তির মুখ দেখতে পারবি।

ঃ বল্ বোন বল্। কিভাবে আমি এই মহা অশান্তি থেকে নিস্কৃতি পেতে পারি।

ঃ হ্যাঁ বলব। অবশ্যই বলব। শুধু বান্ধবী হিসেবে নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তোকে একথাগুলো বলা আমার জন্য জরুরী। তবে এর

www.smfoundationbd.com

আগে আরও দুটি বিষয়ে দু একটা কথা বলতে চাই।

ঃ বল্। আমি আজ সারাদিন তোর কথা শুনব।

ঃ একটি কথা হলো, হুজুর-মাওলানাদের সামাজিকতা নিয়ে। তুই আমাকে বিয়ের পূর্বে বলেছিলে তারা নাকি একদম অসামাজিক। সামাজিকতা বলতে তারা কিছুই বুঝে না।

ঃ হ্যাঁ, বলেছিলাম। এখন তুই কি বলতে চাস?

ঃ আমি তোর এ কথার জবাব দিতে চাই।

ঃ আমার এ ভুল তো আগেই ভেঙ্গেছে। এজন্য আমি মনে মনে তওবাও করেছি। তারপরে তুই কি বলতে চাস বল।

ঃ না তাহলে আর বলার দরকার নেই।

ঃ না, বল। হয়ত তোর বক্তব্য থেকে আমি নতুন কিছু শিখতে পারব। এবং এ ব্যাপারে অন্যকে কিছু বলাও আমার জন্য সহজ হবে।

ঃ এ ব্যাপারে অনেক কথাই বলার আছে। তবে সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে-

হুজুর-মাওলানারা হয়ত এ অর্থে অসামাজিক যে, তারা শরীয়ত ও মানবতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নারী পুরুষের একান্তে নির্জনে মেলা-মেশা করা, পার্টি, ক্লাব, যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমায় অবাধে যোগদান করে আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠা, যৌন নোংরামী, নষ্টামী, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতাকে তারা সহ্য করে না। সত্যই এরূপ অভিশপ্ত কুলষিত সমাজের ব্যাপারে তারা অবশ্যই অসামাজিক। কিন্তু প্রকৃত রুচিসম্পন্ন ও মার্জিত দ্বীন সমাজের তারা কেবল সদস্যই নয়, বিনির্মাণকারীও বটে।

ঃ হ্যাঁ তোর সাথে আমিও একমত। তবে দুঃখ আমার এখানেই যে, এ কথাগুলো আগে কেন বুঝলাম না। যদি বুঝতাম তাহলে আমাকে আজ এমন দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হত না।

ঃ যাক! এই সত্য কথাটি তোর দেরীতে হলেও বুঝে আসায় আমি সীমাহীন আনন্দ বোধ করছি।

ঃ ঠিক আছে। এবার তোর দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা শুরু কর।

www.smfoundationbd.com

ঃ দ্বিতীয় কথা, টেলিভিশন ও সিনেমা সম্পর্কে। তুই অনুমতি দিলে এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

ঃ শুধু অনুমতি কেন নির্দেশও দিলাম।

ঃ বিয়ের পূর্বে একদিন তুই হুজুর-মাওলানাদের অসামাজিক বলার পাশাপাশি টিভি ও সিনেমার ব্যাপক সাফাই গেয়েছিলে। তাই না?

ঃ হ্যাঁ, গেয়েছিলাম। এখনো গাই।

ঃ কেন?

ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে, এগুলোর ব্যাপারে তোর ধারণা আগের মতোই রয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, তাই। তুই চেষ্টা করে দেখ বদলাতে পারস কি না। যদি পারস তাহলে তোর জন্য একটি পুরস্কার আছে।

ঃ পুরস্কার দিতে হবে না। আমার পুরস্কার আমি মহান আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করব।

ঃ তাহলে দেরী না করে শুরু কর।

ঃ সিনেমা-টেলিভিশন মূলত একই জিনিষ। অর্থাৎ যে সকল কারণে টেলিভিশন দেখা নিষেধ ও অবৈধ ঠিক একই কারণে সিনেমা, ভিসিআর ইত্যাদি দেখাও নিষেধ ও শরীয়ত বহির্ভূত কাজ।

ঃ কারণগুলো কি কি?

ঃ কারণ তো অনেক আছে তবে সংক্ষেপে তোর নিকট কয়েকটি উল্লেখ করছি।

ঃ তাড়াতাড়ি বল। এখন কেন জানি আমার এগুলো শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। মনে হয় তুই আমাকে যাদু করেছিস।

ঃ না বোন! যাদু করিনি। তবে এটা খুবই ভাল লক্ষণ যে, তুই এখন দ্বীনের কথা শুনতে আগ্রহ দেখাচ্ছিস। আগে তো এমন ছিলি না। যাক, সে কথা। এবার টিভি, ভিসিআর সিনেমা ইত্যাদির ক্ষতিকর দিক এবং এগুলো দেখা না জায়েয হওয়ার কারণগুলো বলছি।

www.smfoundationbd.com

১। প্রাণীর ছবি ঃ মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর ছবি (শরয়ী প্রয়োজন ব্যাতীত) অংকন করা, টাঙ্গিয়ে রাখা, ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা বা দেখানো সবই হারাম। চাই ধর্মীয় কোন পবিত্র দৃশ্যই হোক না কেন। যেহেতু টেলিভিশনে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ছবি আসে সেহেতু এটা রাখা ও দেখা হারাম। প্রকাশ থাকে যে, স্থির চলমান উভয় প্রকার ছবির একই হুকুম। (ইমদাদুল ফাতওয়া, তাসবীরকে শরঈ আহকাম)

২। গান-বাদ্য ঃ ইসলামী শরীয়তে গান-বাদ্য শুনা নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, পানি যেমন মাটি হতে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন করে ঠিক তেমনি গান মানুষের অন্তরে মুনাফিকির চারা উৎপাদন করে। যেহেতু টেলিভিশনে গান-বাদ্য নৃত্য ইত্যাদি শুধু শুনানো ও দেখানোই নয়, শেখা ও শেখানোর স্বতন্ত্র প্রোগ্রামই হয়ে থাকে এবং এতে সম্প্রচারিত সংবাদ, বিজ্ঞাপন, নাটক ইত্যাদি সবকিছুই বাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ সেহেতু টেলিভিশন রাখা, দেখা ও এর প্রোগ্রাম শুনা সম্পূর্ণ রূপে হারাম। (বেহেশতী জেওর, আলাতে জাদীদাহ)

৩। বেগানা নারী-পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত ঃ যে সব নারী-পুরুষ পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই তাদেরকে একে অপরের গাইরে মাহরাম বলে। গাইরে মাহরাম বা বেগানা নারী পুরুষের প্রতি শরঈ অনুমতি ব্যাতীত ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নেই। এমনকি বিনা প্রয়োজনে তাদের আওয়াজ শুনাও জায়েজ নেই। যেহেতু টেলিভিশনের সমস্ত প্রোগ্রামেই বেগানা নারী পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় এবং গাইরে মাহরাম মেয়েদের আওয়াজ শুনা যায়, সেহেতু টিভি রাখা, দেখা ও এর প্রোগাম শুনা না জায়েয।

৪। খেলাধুলায় অর্ধউলঙ্গ নারী-পুরুষ দর্শন ঃ টিভিতে ফুটবল, কুস্তি, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস ইত্যাদি খেলা দেখানো হয়। এসব খেলায় খেলোয়ারদের সতর ঢাকা থাকে না। এমনকি বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে মেয়েদেরও বেসতর অবস্থায় আটশাট পোশাক পরে খেলতে দেখা যায়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে একে অপরের সতর দেখা হারাম।

আর ক্রিকেট খেলায় যদিও সাধারণতঃ সতর ঢাকা থাকে তথাপি তা অন্যান্য কারণে যেমন, নামায কাযা করে দেয়া, সময়ের অপচয় করা,

www.smfoundationbd.com

রমজানের পবিত্রতা নষ্ট করা প্রভৃতি কারণে তা দেখা জায়েয নেই। সুতরাং এসব কারণে টিভি দেখা নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ঃ যাদের ঘরে টিভি থাকে তাদের ঘর থেকে কখনো কখনো এমন আওয়াজ আসতে থাকে যার ফলে আশে পাশের লোকেরা নির্বিঘ্নে কাজকর্ম করতে পারে না। আরামে নিদ্রা যেতে পারে না। একনিষ্ঠভাবে নামায, জিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতে লিপ্ত হতে পারে না। এতে তাদের সীমাহীন কষ্ট হয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়। (বুখারী) অন্য হাদীসে রাসূল বলেছেন, হযরত জীবরাইল (আ.) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে ক্রমাগত এতবেশী তাকীদ করতে থাকেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধারনা হতে লাগল, অচিরেই বুঝি তাদেরকে আমার উত্তরাধিকারীও সাব্যস্ত করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

৬। লজ্জা ও আত্ম-সম্ভ্রমবোধ বিদায় নেয় ঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। হাদীস শরীফে আছে, যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। তাছাড়া লজ্জাশীলতা একটি মানবীয় সদগুণও বটে। বেহায়া হলে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। টিভি, ভিসিআর ও সিনেমার আধিক্য গোটা বিশ্বকে নির্লজ্জের ঘাটিতে পরিণত করছে। দিকে দিকে চলছে বেপর্দা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ভয়াবহ উম্মাদনা। টিভি আবিস্কারের পূর্বে অশ্লীলতা ও নিলর্জ্জতা চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ এর মারাত্মক প্রভাবে যিনা ব্যভিচার, সমকামিতা ও জন্তুকামিতাসহ হাজার হাজার অপরাধী সৃষ্টি হয়েছে এ হতভাগ্য সমাজে। যারা প্রথম প্রথম টিভির জঘন্য ও অশ্লীল দৃশ্য দেখে চটে যেতেন, রাগ করতেন লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলতেন বারবার এসব দৃশ্য দেখার ফলে তাদের লজ্জা একেবারেই চলে গেছে। আত্ম-মর্যাদাবোধ বিদায় নিয়েছে। ফলে এখন তারা অবলীলাক্রমে পিতা-পুত্র ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের সকলকে নিয়ে এসব অশ্লীল ও অনাকাংখিত ছবি ঘন্টার পর ঘন্টা দেখে যাচ্ছে। এতে কেউ কিছু মনে করছে না।

www.smfoundationbd.com

৭। **অমূল্য সময় নষ্ট ঃ** সময় অত্যন্ত মুল্যবান বস্তু। সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপর জীবনের সাফল্য ও স্বার্থকতা নির্ভর করে। সময়ের সদ্ব্যবহার না করে সময়ের অপচয় করলে ভবিষ্যত জীবনের আনন্দময় সোনালী স্বপ্ন মরুভূমির বালূকার মত ধুসর আর হাহাকারময় হয়ে যায়। এর যে কি মূল্য পরবর্তী জীবনে হারে হারে টের পাওয়া যায়। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রত্যেকেরই সময়ের সঠিক ব্যবহার করা উচিত।

এখন প্রশ্ন হল, টেলিভিশন, ভিসিআর, সিনেমা ইত্যাদি দেখার ফলে যে সময় ব্যয় হয় তাতে কি সময়ের সঠিক ব্যবহার হল? নাকি সময়ের অপচয় হল? নিশাত তুই এর জবাব দে।

নিশাত বলল-

ঃ আমি তো আগে শয়তানের ধোকায় পড়ে টিভি সিনেমা ইত্যাদির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকাকে সময়ের সদ্ব্যবহারই মনে করতাম। সামান্য ক্ষতি যা আমার চোখে ধরা পরেছে তা নিয়ে কখনই আমি চিন্তা-ফিকির করতাম না। কিন্তু তোর বক্তব্য শ্রবণ করে তো আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। আমি যেন এক নতুন জীবন লাভ করেছি। নুতন করে ভাবতে শিখেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে, টিভি, ভিসিআর সিনেমা দেখার অর্থ শুধু জীবনের অমূল্য সময় বিনষ্টই নয় নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক অধঃপতনের জন্যও এসব যন্ত্র ও এর পরিচালকরা সর্বোতোভাবে দায়ী।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহপাকের হাজারো শোকর যে, তিনি তোকে দেরীতে হলেও বাস্তব সত্যটি উপলব্দি করার তৌফিক দিয়েছেন।

ঃ আমিও এজন্য আল্লাহর প্রতি শতকোটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি তোর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। কেননা তোর উসিলায়ই আমি সঠিক কথাটি বুঝতে পেরেছি।

শাহিনা সত্য কথা বলতে কি, রেডিও পরিবেশিত নানা যৌন আবেদনমুলক গান আর প্রেম সংলাপ আমাদের তারুণ্যের খুনকে উত্তপ্ত করতে পারলেও ঘর ছাড়া করে বাইরে নাচাতে পারেনি। কিন্তু টিভি, ভিসিআর সিনেমা তা পেরেছে।

টেলিভিশন হচ্ছে কিন্ডার গার্টেন সিস্টেমের একটি স্কুলের মত। সে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে গোটা বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত। বয়সের কোন বালাই নেই, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এর ছাত্র। যারা রোজ রোজ টেলিভিশন দেখেন তারা নিয়মিত ছাত্র। আর অনিয়মিত যারা দেখেন তারা অনিয়মিত ছাত্র। টেলিভিশনের শিক্ষার এত ভয়ংকর প্রভাব যে, তিন বছরের শিশু থেকে তিরাশি বছরের বুড়া বুড়ি পর্যন্ত এতে মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত হন। এর শিক্ষা কারিকুলাম অদ্ভুত রকমের বৈচিত্রপূর্ণ। কেননা এতে একদিকে নৈতিক অবক্ষয় রোধের আহবান জানানো হচ্ছে, আবার অন্যদিকে ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি সকলের নৈতিক অবক্ষয়ের যাবতীয় প্রোগ্রাম প্রতিদিন আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

এতটুকু বলে নিশাত একটু থামল। এই ফাঁকে শাহীনা নিশাতকে প্রশ্ন করল আচ্ছা, তুই তো দেখছি এ ব্যাপারে আমার থেকে আর ভাল জানিস। এক্ষেত্রে কেউ ডক্টরেট উপাধি পেলে সর্বপ্রথম তুইই এই উপাধিটা পেয়ে যেতি।

ঃ ঠাট্টা করিস না বোন। সত্য কথাই বলছি।

ঃ তা তো অবশ্যই। আমি বলতে চাচ্ছিলাম। তোর এ অনুভূতিটুকু আগে কোথায় ছিল? এখনো তো তোর স্বামীর বাসায় বোধ হয় টিভি আছে।

ঃ আছে। একটি নয় কয়েকটিই আছে। তবে মনে রাখিস আল্লাহর উপর ভরসা করে বলছি এবার যাওয়ার পর যে কোন উপায়ে আমার ঘর থেকে টিভি বের করবই।

ঃ আল্লাহ তোর সহায় হোন। এবার এ সম্পর্কে আরও কিছু বল। কারণ তুই তো এর ভুক্তভুগি। তোর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে আরও কিছু শুনা।

ঃ কি আর বলব বোন। ঠিক আছে তুই যখন বলতে বলছিস তাই বলছি।

ঃ বল।

ঃ এই তো সেদিন আমাদের পাশের বাসার এক যুবতী মেয়ে তার

www.smfoundationbd.com

জীবন কাহিনী আমাকে শুনিয়ে গেল। টেলিভিশন কিভাবে তার ও তার একমাত্র ভাইয়ের জীবনকে ধ্বংস করল সে কথাই সে আমার নিকট সবিস্তার উল্লেখ করল।

ঃ কি সেই কাহিনী?

ঃ বলছি। মেয়েটি বলল-

আমাদের বাসায় টিভি ছিল না। আমরা ভাই-বোন দুজন ছিলাম। সুযোগ পেলেই টিভি দেখার জন্য পাশের বাসায় চলে যেতাম। মা-বাবা নিষেধ করতেন না বটে, কিন্তু এভাবে অন্যের বাসায় যাই, তাও তারা পছন্দ করতেন না। এমনকি ঐ বাসার লোকজনও এতে বিরক্তবোধ করত। কিন্তু বারবার দেখতে দেখতে আমরা এতটাই টিভিভক্ত হয়ে গেলাম যে, কোন কিছুই আমাদেরকে টিভি দেখা থেকে বিরত রাখতে পারত না। এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল আমাদের যৌবন বয়স।

ভাইজান আমার দুই বছরের বড় ছিল। তিনি আমাকে খুব আদর স্নেহ করতেন। আমিই ছিলাম তার খেলার একমাত্র সাথী। কিন্তু আজ তার সবকিছু আমার হৃদয়ে স্মৃতি হিসেবেই রয়ে গেল।

ঃ কেন? সে কি বেঁচে নেই?

ঃ আছে কি না তাও জানি না। আজ দুবছর যাবত তার কোন খোঁজ নেই।

ঃ তাহলে কিভাবে এমন হল?

ঃ সে কথাই বলছি।

ঃ বল।

ঃ একদিন আমরা আব্বা আম্মাকে বললাম, প্রতিবেশীর বাড়ীতে টিভি দেখতে গেলে তারা বিরক্ত বোধ করে। সুতরাং আমাদেরকে একটি টিভি কিনে দিন। যাতে অন্যের বাসায় যেতে না হয়। বাবা-মা তাতে রাজী হয়ে ঐদিনই ছাব্বিশ ইঞ্চি রঙ্গিন টিভি কিনে এনে ড্রয়িং রুমে বসালেন।

আমরা ভাই-বোন মহা খুশি। তখন সে দিনটাকে জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ঐ দিনটিই ছিল জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন। কারণ ঐ দিনেই আমাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল।

www.smfoundationbd.com

যা হোক, নিজেদের বাসায় টিভি থাকায় আমরা এখন স্বাধীন। আব্বা-আম্মা আমাদের আবদার রক্ষার্থে টিভি কিনে দিলেও তারা কখনই টিভি দেখতেন না। আর দেখতেন না বলেই এরা এর ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল ছিলেন না।

বাস্, এখন আর চিন্তা কিসের। প্রত্যহ ভাই-বোন ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখি। আনন্দ উপভোগ করি। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর অবস্থা এমন হল যে, বাবা-মা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আমরা বিদেশী বিভিন্ন চ্যানেল অন করে দিয়ে নানা ধরণের অশ্লীল ছবি দেখতে থাকি। এতে প্রথম প্রথম আমার খুবই লজ্জা লাগত। কিন্তু কয়েকদিন পর সমস্ত লজ্জা চলে গেল। এখন এর চেয়ে মারাত্মক অর্ধউলঙ্গ, অশ্লীল ছবি ভাই-বোন একত্রে বসে দেখতেও কোন অসুবিধা হয় না।

প্রেম কি জিনিষ আমরা বুঝতাম না। টিভির বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকেই আমরা হাতে কলমে এর ছবক গ্রহণ করেছি। একদিন দেখা গেল, শুধু আমার ভাই নয় আমিও অন্য এক ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। সে প্রায়ই অতি সংগোপনে রাত অধিক হলে আমাদের বাসায় টিভি দেখতে আসতো। এতে ভাই কিছুই বলত না। বলবে কি করে, তিনিও তো একই কেসের আসামী।

একদিন কোন এক জরুরী কাজে ভাইজান অনেক দূরে চলে গেলে ছেলেটি আমাদের বাসায় এল। ভাইজান যে বাসায় নেই একথা সেও জানত। তাই সে আমাকে নিয়ে দেখার জন্য একটি ব্লু ফিল্ম নিয়ে এল। ব্লু ফিল্ম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। অবশেষে দুজনে মিলে দীর্ঘক্ষণ ব্লু ফিল্ম দেখলাম। ফলে পরিণতি যা হওয়ার তাই হল। হায়া-শরম, চরিত্র-সম্ভম সবই সেদিন থেকে বিসর্জন দেয়া শিখলাম। ব্লু ফিল্মের দৃশ্যগুলো এতই জঘন্য ছিল যে, একজন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ এমন দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবে না।

এখন আমি চার মাসের অন্তঃস্বত্তা। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতেও পারছি না। সে কেবল আমাকে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এর জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে সে একটি প্রতারক। সে কোন দিনই আমাকে বিয়ে করবে না। সে আমাকে স্ত্রীর

www.smfoundationbd.com

মর্যাদা না দিয়েই আজীবন কেবল ভোগ করে যেতে চায়। সুতরাং আমি এখন কি করব বুঝতে পারছি না।

এদিকে আমার ভাই টেলিভিশন, সিনেমা ও ভিসিআরে বিভিন্ন মার দাঙ্গা ছবি দেখতে দেখতে অন্য রকম হয়ে গেলেন। খবর নিয়ে জানলাম তিনি এলাকার মাস্তানদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। তাদের সাথে জোট বেধে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হতেও তিনি দ্বিধাবোধ করছেন না। প্রায় দিনই রাতে বাসায় থাকতেন না। মাঝে মধ্যে অনেক রাতে বাসায় ফিরতেন। একদিন তার হাতে একটি মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র দেখে আমি সীমাহীন ভয় পেয়েছিলাম। আজ ১ মাস যাবত তার কোন খোঁজ খবর নেই। জানি না মাস্তানদের পাল্লায় পড়ে তার জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য স্তব্দ হয়ে গেল কি-না।

এ পর্যন্ত বলে মেয়েটির কন্ঠ ভারী হয়ে এল। দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোটা তপ্ত অশ্রু। অতঃপর সেদিন তাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বাসায় পাঠিয়েছিলাম।

শাহীনা! মেয়েটির এ মর্মান্তিক কাহিনী শুনার পর থেকেই এসব আধুনিক যন্ত্রের প্রতি আমার কিছুটা ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের চাপে সেটুকু অবশিষ্ট ছিল না। আজকে তোর সাথে আলোচনার পর সেই ঘৃণাবোধ যেন আরও শতগুণে বৃদ্ধি পেল। আমি খোদার কসম করে বলছি, যে টেলিভিশনের কারণে মেয়েটির সতিত্ব নষ্ট হয়েছে, যার কারণে তার ভাই দুরন্ত মাস্তানে পরিণত হয়েছে, যে টেলিভিশন ভিসিআর সমাজে যৌনতার বিষ ছড়ায়, যার কারণে গোটা জাতির সম্ভ্রমের পর্দা ছিন্ন হয়, যার কারণে যুব সমাজ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে, যার কারণে গোটা পৃথিবীতে নেমে এসেছে ক্রম অবনতি, সেই টেলিভিশনকে আমি যে কোন মূল্যে ঘর থেকে বের করবই।

নিশাত কথাগুলো বলতে বলতে ক্ষোভে দুঃখে অনেকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। শাহীনা তাকে শান্ত করার জন্য বলল-

ঃ ঠিক আছে বোন। তবে হেকমত ও কৌশলের সাথে কাজ করতে হবে।

ঃ এক্ষেত্রে কি কৌশল অবলম্বন করা যায়? তুই বলে দে।

www.smfoundationbd.com

ঃ এক্ষেত্রে কৌশল এই হতে পারে যে, তুই প্রথমে তোর স্বামীকে টেলিভিশনের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝানোর চেষ্টা করবি। তার সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করবি। খেদমত করবি। এভাবে আস্তে আস্তে যখন তোর সাথে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে তখন তাকে ধর্মীয় বই পুস্তক পড়ার জন্য অনুরোধ করবি। আরও কিছুদিন যাওয়ার পর তাকে বুঝিয়ে তাবলীগ জামাতে পাঠানোর চেষ্টা করবি। সেখানে গেলে দেখবি তোর স্বামীর আখলাক-চরিত্র একদম পাল্টে গেছে। ধীরে ধীরে আল্লাহর ভয় তার অন্তরে গেঁথে বসবে। আর একথা ধ্রুব সত্য যে, কারও অন্তরে সত্যিকার খোদার ভয় প্রবেশ করলে সে ইচ্ছা করে কখনোই পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। তখন তোকে আর বুঝাতে হবে না। তিনি নিজেই ঘর থেকে টিভি বের করে ফেলবেন। সিনেমা, ভিসিআর ইত্যাদি দেখা বন্ধ করবেন। এখন যে কথাগুলো বললাম, সেভাবে আমল করলে তোদের দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় অশান্তি দূর হয়ে সেখানে আরাম-আনন্দ ও শান্তি ফল্গুধারা প্রবাহিত হবেই ইনশা আল্লাহ।

ঃ বোন! দোয়া করিস আল্লাহ যেন আমাকে তোর কথামত চলার তৌফিক দেন।

ঃ আমিন।

অতঃপর শাহীনা নিজেদের বাসায় চলে গেল।

(সুত্র ঃ এ ঘটনাটি পাবনা জেলার বাঘাইল এলাকার একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

অঙ্গীকার পালনের বিরল দৃষ্টান্ত

প্রসিদ্ধ বাগদাদ নগরী। অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত এই বাগদাদ নগরীর এক কালের খলীফা ছিলেন বাদশাহ হারুন অর রশীদ। ঐশর্য্য, বৈভব, প্রাচুর্য, সৌন্দর্য্য এবং সুষমামন্ডিত বাগদাদ নগরী তারই আমলে একটি স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ছিলেন তারই ঔরসজাত সন্তান।

যিনি পরবর্তীতে মামুনুর রশীদ নামে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাদশাহ হারুন অর রশীদের পরেই যিনি আমীরুল মুমিনীনের আসন অলংকৃত করেছিলেন।

মামুনুর রশীদ ছিলেন খলীফা হারুন অর রশীদের যোগ্য উত্তরসূরী। ন্যায়নিষ্ঠা, মহানুভবতা ও উদারতার জন্য তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রতি রমজান মাসে পবিত্র কুরআন শরীফ ৩৩ বার খতম করতেন। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। ঐতিহাসিকগণ তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (Golden Age of Islamic civilization) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন খলীফা মামুনুর রশীদ শাসনভার গ্রহণ করলেন। তখন তারই চাচা ইব্রাহীম ইবনে মাহদী তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বাগদাদে বিদ্রোহ শুরু করেন। তার বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভীক চরিত্রের অধিকারী খলীফা মামুনুর রশীদ কালবিলম্ব না করে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করেন। এবং সমগ্র ইরাকে ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি আমার চাচা ইব্রাহীম ইবনে মাহদীকে গ্রেফতার করে দিতে পারবে তাকে একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার দেয়া হবে।

এ সংবাদ শ্রবনে ইব্রাহীম ইবনে মাহদী অত্যন্ত ভয় পেলেন এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আত্মগোপন করে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বাঁচতে পারলেন না। বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর এক সময় তিনি সিপাহীদের হাতে বন্দী হয়ে খলীফার দরবারে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হলেন।

আত্মগোপনের সে দিনগুলো ইব্রাহীম ইবনে মাহদীর কিভাবে কাটলো, কিভাবে তিনি বন্দী হলেন, কিরূপ আচরণ করা হলো তার সাথে এবং এর পরবর্তী ঘটনাই বা কি ছিল এ নিয়েই এবারের চমকপ্রদ কাহিনী। চলুন, শিক্ষামূলক ও মর্মস্পর্শী সে কাহিনীটি তার নিজের মুখ থেকেই শুনি।

তিনি বলেন, যখন খলীফা মামুনুর রশীদ আমাকে বন্দী করার জন্য লক্ষ দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করলেন তখন আমি ভাবলাম, এ পরিস্থিতিতে বাগদাদে অবস্থান করা আমার জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।

www.smfoundationbd.com

তাই আমি নিরুপায় হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তখন ছিল গরমের মৌসুম। দুপুরের খৈফোটা প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে আমি উদ্ ভ্রান্তের মত হেঁটে চলছিলাম। বিরামহীন এই চলার কোন গন্তব্য আমার ছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবেই আমি একদিকে হাঁটছিলাম। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমি একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

গলির সরু পথ ধরে কিছুক্ষণ চললাম। হঠাৎ দেখি পথটি সামনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। সামনে এগুবার কোন রাস্তা নেই। পিছনে ফিরে যাওয়াও ভাল মনে করলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবনার সমুদ্রে হারিয়ে গেলাম আমি। মৃত্যুভয় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল আমাকে। মনে হল, এই বুঝি আমি ধরা পড়ে গেলাম।

আমি চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ এক কৃষ্ণকায় যুবকের মায়াময় চেহারা আমার চিন্তায় ছেদ ফেললো। সে তার ঘরের দরজায় দাড়িয়ে। তাকে দেখে কেন যেন হৃদয়ে এক আশার সঞ্চার হল। আমি ধীর পদে যুবকের নিকট এগিয়ে গেলাম। বললাম, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে-

ভাই! কিছু সময়ের জন্য আমাকে তোমার ঘরে আশ্রয় দিবে?

যুবক বললো, অবশ্যই দিব। আসুন, ভিতরে আসুন। একথা বলে সে আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তার ঘরে নিয়ে গেলো এবং আমাকে একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি কক্ষে বসাল।

আমাকে বসতে দিয়ে সে বলল, জনাব! আপনি একটু বসুন। আমি আসছি। বেশী দেরী হবে না ইনশাআল্লাহ। এ বলে সে চলে গেল।

যুবক চলে যাওয়ার পর আমার মনে সন্দেহ জাগলো। ভাবলাম, যুবক আবার আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশে খবর দিতে গেল না তো? একবার সিদ্ধান্ত নিলাম পালিয়ে যাব। কিন্তু তা আর হল না। ইতিমধ্যেই যুবক বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল,

মুহতারাম! আমি একজন নাপিত। আমার ঘরের সাধারণ খাবার আপনাকে খাওয়ানো উচিত মনে করিনি। তাই আপনার জন্য বাজার থেকে সাধ্যমত ভাল খাবার নিয়ে এসেছি। অনুগ্রহ পূর্বক আমার মেহমানদারী কবুল করুন।

যুবকের ভদ্রতা ও উদারতা দেখে আমি সীমাহীন বিস্মিত হলাম। আমার

www.smfoundationbd.com

প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধও আমাকে যারপর নাই আশ্চর্যান্বিত করল। শেষ পর্যন্ত তার উপস্থিত করা খাবার থেকে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলাম।

খানা শেষ করার পরও অস্থিরতা ও পেরেশানীর ছাপ আমার চোখে-মুখে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই অস্থির ভাব যুবকের সুতীক্ষ্ণ নজরকেও এড়াতে পারল না। আমার অস্থিরতায় যেন সেও অস্থির হয়ে উঠল। এ সময় কিছুক্ষণ চিন্তা করে হঠাৎ সে বলে উঠল, হুজুর! বেয়াদবী মাফ করবেন। আপনার সুললিত কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি শুনতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

যুবকের কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, বাবা! আমি কবিতা জানি একথা কে তোমাকে বলল? কিভাবে তুমি একথা জানতে পারলে?

যুবক বলল, হযরত! আপনাকে চিনে না এমন দুর্ভাগা কে আছে? জীবনের একটি দীর্ঘ সময়তো আপনার স্নেহের ছায়াতেই কাটিয়েছি। আপনার ইব্রাহীম নামটি বাগদাদে কোন অপরিচিত নাম নয়। খলীফা মামুনুর রশীদ তো আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যই এক লক্ষ দিরহামের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

যুবকের কথায় আমি আবারও বিস্মিত হলাম। অবশেষে জীবনের এই কঠিন মুহূর্তেও তার মন রক্ষার্থে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনালাম। সেও খুব আবেগ ও উচ্ছাসের সঙ্গে আমার কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ করল। অতঃপর আমি বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিলাম এবং তাকে কিছু উপহার দিতে চাইলাম। কিন্তু যুবক যথেষ্ট বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং এ সংকটময় মুহূর্তে বাইরে না বেরিয়ে তার ঘরে আরো কিছুদিন থাকার অনুরোধ করল। আমিও তার কথা যুক্তিসংগত ভেবে আরও কয়েকদিন সেখানেই অবস্থান করলাম। যতদিন আমি তার ওখানে থাকলাম, ততদিন সে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই আমার মেহমানদারী ও আদর যত্ন করল। যতবারই আমি চলে যাওয়ার কথা বললাম ততবারই সে আমাকে একথা বলে যেতে বারণ করল যে, বাইরের পরিবেশ আপনার জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। সুতরাং আপনি এখানেই অবস্থান করুন।

বারবার একই কথা বলে যুবক তার উদারতা ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করলেও একজন গরীব ছেলে আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করবে

www.smfoundationbd.com

তা আমার বরদাশত হচ্ছিল না। তাই একদিন তাকে কিছু না বলেই গোপনে সেখান থেকে অন্যত্র রওয়ানা হয়ে গেলাম।

নিজকে আড়াল করার জন্য এ সময় আমি মহিলাদের পোষাক পরে নিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তায় বের হয়ে দেখলাম, একজন ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে এবং সে তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে বারবার আমাকেই পর্যবেক্ষণ করছে। এক সময় সে যখন নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারল যে, আমিই ইব্রাহীম ইবনে মাহদী তখন সে হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে এসে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল, ইব্রাহীম ইবনে মাহদী! ইব্রাহীম ইবনে মাহদী!! খলীফা যাকে গ্রেফতার করার জন্য লক্ষ দেরহাম পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তোমরা কে কোথায় আছ জলদী এসো।

আমি দেখলাম অবস্থা বেগতিক। অত্যন্ত শোচনীয়। তার কাছ থেকে ছুটতে না পারলে জীবন বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। তাই দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তাকে এত জোরে একটি ধাক্কা লাগালাম যে, তা সামলাতে না পেরে সে ছিটকে গিয়ে একটি গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গেল।

ঘোড়সওয়ার ছিল খলীফা মামুনুর রশীদের একজন শক্তিশালী সৈনিক। আমি তার সাথে এরূপ আচরণ করব এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে সক্ষম হব এমনটি হয়তো সে ভাবতেও পারেনি। খাদে পড়ে গিয়ে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। সেখানে পতিত হওয়ার পর সে আমাকে পাল্টা আক্রমণ করবে তো দূরের কথা, নিজেকে সেখান থেকে সাথে সাথে তুলে আনাও তার পক্ষে সম্ভব হল না। এ সুযোগে কালক্ষেপণ না করে আমি যে দিকে পারলাম উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলাম এবং দ্রুত একটি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম।

গলিপথ দিয়ে বেশকিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দেখলাম, একজন মহিলা তার ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। আমি খুব বিনয়ের সাথে তাকে অনুরোধ করে বললাম, বোন! আমার জীবন হুমকীর সম্মুখীন। দুশমনরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দয়া করে আমাকে একটু আশ্রয় দিন।

সৎ স্বভাবের সে মহিলা আমার কথা শুনে সাথে সাথে আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করার আহবান জানাল এবং আমার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে পর্দার আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ করে বলল, জনাব! আসুন! ভিতরে

www.smfoundationbd.com

আসুন!! আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

ঘরে বেশ কয়েকটি কক্ষ ছিল। মহিলার আহবানে আমি একটি কক্ষে প্রবেশ করার পর আমাকে সেখানে বিশ্রাম করার কথা বলে সে বাইরে দিয়ে কক্ষটি তালাবদ্ধ করে দিল। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, এতে কোন লোক আছে। আমি মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং একথা ভেবে স্বস্তি অনুভব করলাম যে, আর যাই হোক, খলীফা মামুনের সিপাহীর হাত থেকে তো বাঁচা গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই আমি যা শুনলাম ও দেখলাম, তাতে বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও দপ করে নিভে গেল। কেননা কিছুক্ষণ পূর্বে যে সিপাহীকে খাদে ফেলে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিলাম সে-ই এখন আমার দরজার সামনে উপস্থিত। খাদে পড়ে গিয়ে সে মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। যে মহিলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার সাথে সে কথা বলছে। তার কাঁধে হাত দিয়েই সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করছে। তাদের কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ দেখে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, উক্ত মহিলা সিপাহীর স্ত্রী।

পায়ে আঘাত পাওয়ার কারণে সিপাহী খুঁড়ে খুঁড়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে চলছিল। মাথা ও দেহের বেশ কয়েকটি স্থান থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গেল। মাঝে মধ্যে সে ব্যথায় ককিয়ে উঠছিল। ব্যাপারটা এখন এই দাঁড়াল যে, সিপাহীকে মারাত্মকভাবে আহত করে আমি তারই বাড়ীতে তারই প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এ বিস্ময়কর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমি হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারছিলাম না। এ সময় মনের ধুক ধুকানী আরও বেড়ে গেল। চারিদিক থেকে হীম-শীতল মৃত্যু আতংক আমাকে ঘিরে ধরল। এক সময় নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে বললাম, ইব্রাহীম! এবার তোমার বাঁচার আর কোন পথ নেই। তোমার মউতই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছে।

আমার রুমের একটু দূরে বসে সিপাহী তার স্ত্রীর নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে শুনাল। আমার আকার আকৃতিও তার সামনে উপস্থাপন করল। আমার বয়স আনুমানিক কত হবে তাও সে বলতে ভুল করল না।

www.smfoundationbd.com

ফলে প্রিয়তম স্বামীর গোটা দেহকে রক্তাক্তকারী অপরাধী যে আমিই, একথা বুঝতে মহিলার মোটেও অসুবিধা হল না। এমতাবস্থায় মহিলা কি কঠিন সিদ্ধান্ত নিবেন তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল সম্পূর্ণ উল্টো। পবিত্র মনের সে মহিলা শান্ত ভাবেই সবকিছু শুনে গেল। কিন্তু আমার কথা ঘুণাক্ষরেও সে স্বামীর সাথে উচ্চারণ করল না। এমন কোন আচরণও সে করল না যদ্বারা স্বামী বুঝতে পারে যে, আমি তারই ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় বিশ্রাম করছি। আমি এখন তারই হাতের মুঠোয়।

মহিলাটি একদিকে স্বামীর বর্ণিত কাহিনী মনযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছে আর অন্যদিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে আন্তরিকভাবে স্বামীর আহত স্থানগুলো পরিস্কার করে তাতে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কথা-বার্তা বলে স্বামীকে সান্তনা দিচ্ছে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ যাবত আন্তরিক সেবা-যত্ন, ভালবাসা, মহব্বত ও ভক্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনায় স্বামীর শরীরে একটু আরামবোধ হলো এবং এক সময় সে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল।

এরপর যা ঘটলো তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। যা প্রত্যক্ষ করে আমি কেবল খুশিই হইনি রীতিমত বিস্মিতও হয়েছি। একজন মহিলা আপন কলিজার টুকরো স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেও কেবলই অঙ্গীকার পালনের জন্য অপরাধীকে এভাবে ক্ষমা করে দিতে পারে, তার সাথে এমন সৌজন্যমূলক ভদ্র ব্যবহার করতে পারে, উপরন্ত একলক্ষ দিরহামের পুরস্কারকে কোরবানী দিতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। বিষয়টি আমার নিকট কেবল অসম্ভব নয় অবাস্তবও মনে হয়েছিল। কিন্তু মহিয়সী এ নারীর বেলায় তাই ঘটল। সে মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল মুসলমান ওয়াদা খেলাফ করতে পারে না। অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যে কোন ধরণের কোরবানী দিতে সে প্রস্তুত থাকবে। নিজের সহায়-সম্পত্তি আর প্রিয়তম স্বামী কেন, প্রয়োজনে স্বীয় জীবনকে বিপদের সম্মুখীন করে হলেও সে তার ওয়াদা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। কেননা ওয়াদা পালন তো ঈমানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা খেলাফ সম্পর্কে কত কঠিন কথাই না উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঐ

www.smfoundationbd.com

ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ নয়, যার ওয়াদা ঠিক নেই। তাই পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে অবশ্যই ওয়াদা পালনের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

যাহোক, স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে এ বিদূষী মহিলা হালকা পায়ে আমার দরজায় এসে দাঁড়ালো। তাকে আসতে দেখে আমি ভেবেছিলাম, এবার আর আমার রক্ষা নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম ভিন্ন কিছু। সে আমার কাছে এসে অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় অনুচ্চ স্বরে বলল, ভাই! এই সিপাহী যাকে আপনি মারাত্মভাবে জখম করেছেন তিনি আমার স্বামী। আর একজন দ্বীনদার স্ত্রী তার স্বামীকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে, কি পরিমাণ মহব্বত করে তা হয়ত আপনার অজানা নয়। একে তো আপনি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে চরম অপরাধী আবার আমার কলিজার টুকরা স্বামীকে আহত করে সে অপরাধের মাত্রাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছেন। উপরন্ত আপনাকে এখন বন্দী করে খলীফার হাতে তুলে দিলে আমরা একলক্ষ দিরহাম পুরস্কার পেতে পারি এবং সেখানে আপনাকে অপমানিত হতে দেখে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাও চরিতার্থ করতে পারি। কিন্তু .....।

এতটুকু বলার পর তার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। মুখ থেকে কোন কথা সরে না। ছলছলিয়ে উঠে আখিযুগল। প্রিয়জনের এ কাহিনীর প্রতিক্রিয়ায় বড় দুফোটা তপ্ত অশ্রু মুক্তধারার ন্যায় নীচে গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর রক্তাক্ত দেহের দিকে একবার তাকিয়ে সে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেঁকে মাটিতে বসে পড়ে। ছোট্ট শিশুটির মতো মুখ গুজে কিছুক্ষণ কাঁদে। আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে সে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে সে আবার বলতে থাকে-

কিন্তু ভাইজান! আমি একজন মুসলিম নারী। আপনাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। নিরাপত্তা দেয়ার অঙ্গীকার করেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে আশ্বস্ত হয়েই আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং কিছুতেই আমি আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমি আমার অঙ্গীকার পালনের জন্য যে কোন ধরণের কোরবানী দিতে প্রস্তুত আছি। আমার মানবতা ও ভদ্রতা কখনো এমনটি মেনে নিবে না যে, আমার আশ্রয়ে থাকাকালীন আপনার কোন কষ্ট হোক।

www.smfoundationbd.com

মহিলার কথা শুনে আমি লজ্জায় ও ভয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলাম। আমার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোল না। মনে মনে বললাম, আল্লাহ! একি কোন মহিলা না ফিরিশতা? এমন অনুপম চরিত্র ও সুন্দর আদর্শের নারীও কি তাহলে পৃথিবীতে আছে? যারা কেবলই ওয়াদা রক্ষার খাতিরে এতবড় উদারতার পরিচয় দিতে পারে? লক্ষ্য দিরহামের মায়াকে অবলীলায় ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারে? পারে আদরের স্বামীর প্রাণঘাতী শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে এরূপ সৌজন্যমূলক কথা-বার্তা বলতে?

আমি কথাবার্তা না বলে, হতভম্বের মতো বসে রইলাম। মহিলার বলে যাওয়া কথাগুলো চিন্তা করতে লাগলাম। এভাবে চিন্তার অথৈ সাগরে হারিয়ে গেলাম। হঠাৎ মহিলাটি আবার কথা শুরু করলে আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে তার কথার দিকে মনোনিবেশ করলাম।

সে বলল, ভাই! আমার স্বামী এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু পরেই হয়তো ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। তাই দেরী না করে আপনি এখনই এখান থেকে অন্যত্র সরে যান। আমার স্বামী যদি জেগে উঠেন, তবে তা আপনার ও আমার উভয়ের জন্যই বিপদের কারণ হবে। সুতরাং আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে আপনি চুপচাপ বেরিয়ে পড়ুন।

মহিলার কথা শেষ হওয়ার পর তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কম্পমান পদে ধীরে ধীরে সেখান থেকে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আবারও বেরিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে বের হওয়ার পর গোটা দুনিয়া আমার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এল। মৃত্যু ভয়ে আমার আপাদমস্তক কাঁপতে শুরু করল। এ সংকটময় মুহূর্তেও আমি মহিলার মহানুভবতা ও তার অঙ্গীকার পালনের অনুপম দৃষ্টান্তের কথা বারবার স্মরণ করে সামনে অগ্রসর হতে থাকলাম।

এভাবে কিছুদুর চলার পর হঠাৎ আমার এক প্রিয় বাদীর কথা মনে পড়ল। মনে মনে বললাম, আরে! এ বিপদ মুহূর্তে তো আমি তার কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারি। এ কথা চিন্তা করে সাথে সাথে তার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম। যখন আমি তার ঘরের দরজায় পৌছলাম তখন আমাকে দেখতে পেয়ে সে সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং খুব ব্যাকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু তার এ কান্না যে মায়াকান্না ছিল, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল এবং আমার

www.smfoundationbd.com

সাথে শান্তনামূলক অনেক কথাই বলল। আমার এ বিপদের কথা আলোচনা করে বার বার সে আঁচলে চোখ মুছল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলাম। ভাবলাম, জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে কয়েকটা দিন হলেও তার নিকট নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।

এরপরের ঘটনা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। একজন বাদী আপন মুনীবের সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সে আমাকে ঘরে বসিয়ে কিছু সময়ের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই সে আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে গেছে। এ সময় আমার পেটেও ছিল প্রচন্ড ক্ষুধা। তাই এ কথা ভেবে খুশি হলাম যে, এখন কিছু খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ আরাম করা যাবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার আশায় বালি পড়ল। আমি বাস্তবে যা দেখলাম, তা আমার কল্পনাকেও হার মানাল।

বাদী এবার ফিরে এল। তবে একা নয়, কয়েকজন নওজোয়ান সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে। তার চোখে-মুখে প্রাণোচ্ছলতার ছাপ। সে এক গাল দুষ্টমীভরা হাসি দিয়ে বলল, এ দৃশ্য দেখে আপনি হয়তো আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। কিন্তু তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। যদি আপনার মত শিকার ধরে দিতে পেরে লক্ষ দেরহাম পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহলে একেই আমি জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে করব। সুতরাং বন্দী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

বাদীর কথা শুনে ও এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে আমি সীমাহীন আশ্চর্য হলাম। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বাদীকে লক্ষ্য করে শুধু এতটুকুই বললাম যে, উপকারীর উপকার বুঝি মানুষ এভাবেই করে। তুমি আমার প্রতি কেবল টাকার লোভে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারবে তা আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

যা হোক এ অবস্থায়ই আমি বন্দী হলাম। সিপাহীরা আমাকে গ্রেফতার করে খলীফা মামুনের দরবারে উপস্থিত করল।

খলীফার দরবারে পৌঁছে আমি রাজকীয় নিয়মানুসারে খলীফাকে সালাম করলাম। খলীফা আমার সালামের জবাব দিলেন বটে, কিন্তু রাগে-গোস্বায় তখন তিনি কটমট করছিলেন। গোটা দরবারে তখন একটা

www.smfoundationbd.com

থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। কেউ কোন কথা বলছে না। রাষ্ট্রদ্রোহী, বিদ্রোহীর শাস্তি কত কঠিন ও নির্মম এবং তার শেষ পরিণতি কি হবে এখানকার সকলেই তা জানে। আর একথা আমারও অজানা ছিল না। বিভীষিকাময় মৃত্যু তখন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আমি জানতাম, ন্যায়-পরায়ন এ খলীফার দরবারে স্বজনপ্রিয়তার কোন স্থান নেই। অপরাধী হিসেবে যে যতটুকু শাস্তির যোগ্য তা তাকে ভোগ করতেই হবে। তথাপি আমি জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে একটু সাহস সঞ্চয় করে বললাম-

আমীরুল মুমেনীন! দয়া করে আমার ব্যাপারে তাড়াগুড়া করবেন না। একথা নিঃসন্দেহে শতভাগ সত্য যে, একজন বিদ্রোহী হিসেবে আমি কঠোর শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আপনার উদারচিত্ত ও দয়াভরা অন্তরের কাছ থেকে ক্ষমা লাভের ব্যাপারেও আমি নিরাশ নই।

আমি জানি আমার অপরাধ অন্য সব অপরাধের চেয়ে বড়। কিন্তু আপনার বেনযীর উদারতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা আমার অপরাধের চাইতেও বিশাল। আজ যদি আপনি আমাকে শাস্তি দিতে চান, তবে অবশ্যই আমি তার উপযুক্ত। আর আপনার সে অভিপ্রায়ে বাধা দানের ক্ষমতাও কারো নাই। কিন্তু আপনি যদি তা না করে আমাকে ক্ষমা করে দেন তবে তা আপনার মহানুভবতারই পরিচায়ক হবে এবং বিশ্বের ইতিহাসে আপনার নাম সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। আমার কার্যাবলী যদিও ভদ্রতা পরিপন্থী ছিল, কিন্তু তাই বলে আমীরুল মুমিনীনের কাজও ভদ্রতা পরিপন্থী হবে এমন কল্পনা করাও আরেকটি অন্যায় বৈ কিছুই নয়।

আমার কথাগুলো খলীফা গোগ্রাসে গিলছিল। মনে হল, প্রতিটি কথাই যেন তার হৃদয়ের গহীন কোণে মৃদু আঘাত করল। আর তারই প্রভাবে তার চেহারার রং পাল্টে গেল। বিরক্তি, বিষন্নতা ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে সে চেহারায় একটি মায়ার স্পষ্ট আবরণ ছেয়ে গেল। দারুন প্রভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি।

এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি উপস্থিত সভাসদদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন,উপস্থিত পরিষদবর্গ! এ আসামীর ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি?

www.smfoundationbd.com

খলীফার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই তারা এক বাক্যে বলে উঠল, নির্মম মৃত্যুদন্ডই এ আসামীর উপযুক্ত শাস্তি। রাষ্ট্রদ্রোহীতার স্বাদ কত তিক্ত, নিষ্ঠুর মৃত্যুই তাকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিবে।

কিন্তু দরবারে উপস্থিত উযীরে আজম আহমদ ইবনে খালেদ শুধু ভিন্ন মতামত পেশ করলেন। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমেনীন! বিদ্রোহী আসামীকে নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে হত্যা করা একটি সচরাচর ব্যাপার। ইতিহাসে এটা কোন দুর্লভ বিষয় নয়। তবে আপনি যদি আপনার প্রশস্ত মন, অপরিসীম উদারতা ও বিশাল মহানুভবতার কথা স্মরণ করে তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে ইতিহাসের সোনালী পাতায় আপনার নাম চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। অনাগত ভবিষ্যতের পরবর্তী প্রজন্ম আপনার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

খলীফা মামুন অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে উযীরে আজমের কথাগুলো শ্রবণ করলেন। তারপর আমার প্রতি একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আজ যদি বিদ্রোহী হওয়ার কারণে আমি আমার চাচার গায়ে তীর চালাই, তবে সেটা কার গায়ে লাগবে? সেটা তো প্রকারান্তরে আমার গায়েই লাগবে।

আমীরুল মুমেনীনের কথা শুনে আমার শুষ্ক ঠোঁটে খেলে গেল এক টুকরো হাসি। খুশিতে ঝলকিত হয়ে উঠল আমার গোটা চেহারা। চোখের কোণে দেখা দিল বাধভাঙ্গা অশ্রু। তবে এ অশ্রু দুঃখের নয় আনন্দের। বেদনার নয়। খুশীর। মনে হল, এটিই যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। সবচেয়ে বড় খুশির দিন। তাই সীমাহীন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম আমি। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বলে খোদার শোকর আদায় করলাম।

এ সময় খলীফা মামুন আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাবনত হলেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা উত্তোলন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, চাচাজান! আপনি কি জানেন আমার সিজদার কারণ কি? আমি বললাম, আমীরুল মুমেনীন! এর কারণ হয়ত এটাই হবে যে, আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে আমীরের বাধ্যগত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

খলীফা বললেন, না চাচাজান, আমি সিজদায়ে শোকর এজন্য আদায়

www.smfoundationbd.com

করলাম যে, আল্লাহ পাক আমার ক্রোধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে আপনার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করার তৌফিক দিয়েছেন। একথা শুনে আমি আবারও খোদার দরবারে কালিমাতুস শুকর আদায় করলাম।

অতঃপর খলীফা মামুনুর রশীদ আসন থেকে নেমে আমার কাছে এসে বললেন, আত্মগোপনের দিনগুলো আপনার কিভাবে কোথায় কেটেছে তার কিছু বিবরণ আমাদেরকে শুনান। আমি সবাইকে পুরা বিবরণ শুনালাম। আমার বক্তব্য সকলেই মনোযোগ সহকারে শুনল এবং যারপর নাই আশ্চর্য হল। সবশেষে আমি বললাম, আজ আমার সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। খলীফার আনুগত্য স্বীকার না করে সত্যিই আমি মহা ভুল করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে সত্যের পথে ফিরে আসার তাওফীক দিয়েছেন। এখন আমি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। দিনের আলো-বাতাস উপভোগ করতে পারছি। এবার রাতের অন্ধকার দূর হয়ে আমার জীবনে এসেছে নব প্রভাত।

আমার কথা শেষ হলে পর খলীফা ঐ যুবককে ডাকলেন, যে শ্রদ্ধাভরে সযত্নে আমার মেহমানদারী করেছিল। তারপর অঙ্গীকার পালনকারী ঐ মহিয়সী মহিলাকেও ডাকলেন যে নিজের অঙ্গীকার রক্ষার খাতিরে প্রেমাস্পদ স্বামীর প্রাণঘাতী শত্রুকেও নিঃসংকোচে ক্ষমা করে দিয়েছিল। অতঃপর ঐ ধোকাবাজ লোভী বাদীকে উপস্থিত করলেন, যে কয়েকটি দিরহামের লোভে আপন মুনীবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যার জন্য খলীফার দরবারে পেশ করেছিল।

যে যুবক আমার মেহমানদারী করেছিল, খলীফা তার জন্য মাসিক একহাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার্য করে দিলেন। আর ঐ নেককার দ্বীনদার মহিয়সী নারীকেও বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

সবশেষে লোভী বাদীকে ডাকলে সে পুরস্কারের আশায় দৌড়ে এল। কিন্তু খলীফা তাকে পুরস্কারের পরিবর্তে মুনীবের সাথে বেঈমানীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন।

আলোচ্য ঘটনায় একদিকে যেমন খলীফা মামুনের মহানুভবতার দিকটি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠল ঠিক তেমনি অন্যদিকে একজন মুসলিম রমনীর ওয়াদা পালনের অভাবনীয় দৃষ্টান্তটিও আমাদের জন্য সবক হয়ে

www.smfoundationbd.com

রইল। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলমানদের চরিত্র তো এমনই হওয়া উচিত। আল্লাহপাক লেখক, পাঠক-পাঠিকা তথা বিশ্বের সকল মুসলমানকে এরূপ চরিত্র মাধুর্য দান করুন। আমীন। (সূত্র ঃ বেহেশতী হুর)

একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

স্বামী। হ্যাঁ, স্বামীই হল একজন মহিলার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বামী যেমনই হোক স্ত্রীর জন্য সে গর্বের ধন, মাথার তাজ, শ্রদ্ধার পাত্র। স্বামী একদিকে যেমন স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু তেমনি অন্যদিকে অভিভাবকও বটে। স্বামীকে নিয়েই স্ত্রীর যত জল্পনা-কল্পনা। তাকে নিয়েই যতসব সুখ স্বপ্ন দেখা। তাইতো স্ত্রী তার স্বামীকে সর্বদাই কাছে পেতে চায়। চায় সংসারের হাজারো ঝামেলার মাঝেও তাকে আগলে রাখতে। তার জন্য বুকের মাঝে লালন করে এক বুক ভালবাসা।

সহজ-সরল ভাষায় মেয়েরা নিজ নিজ স্বামীর কাছে আপন মনের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা নিঃসংকোচে প্রকাশ করে তৃপ্তি অনুভব করে। এটাই হল স্বাভাবিক। যে কোন কারণে যদি এর ব্যতিক্রম ঘটে তবেই যতসব বিপত্তি ঘটে। হৃদয়ের গহীন কোনে স্ত্রী তখন লালন করে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। যা তাকে সর্বদাই মর্মপীড়া দান করে। স্বামীর পরশ লাভের অদম্য আগ্রহ, একটু সংস্পর্শ লাভের দুর্নিবার আকাংখা বাস্তবায়িত করতে না পারলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। কোন কাজে মন বসে না। কিছুতেই ভাল লাগে না। মনের ভিতর এক বিরাট শূণ্যতা অনুভব করে। ফলে উপায়ান্তর না দেখে দিক বিদিক খুঁজে বেড়ায় এর সুষ্ঠু সমাধান।

এবার এধরণেরই একটি মজার শিক্ষণীয় কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেয়ার চেষ্টা করব।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক পর্দানিশীন মহিলা। বয়সে এখনো যুবতী। ক'বছর হলো বিয়ের পীড়িতে বসেছেন। কিন্তু স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত থাকায় পাহাড়সম যন্ত্রণা জমাটবদ্ধ ছিল তার হৃদয় মন্দিরে।

www.smfoundationbd.com

অস্বাভাবিক লাজুক বিধায় মুখ খুলে কারো নিকট আজও তা ব্যক্ত করতে সক্ষম হননি। এক পর্যায়ে তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ঈমান ও চরিত্রের হেফাযতের জন্য তিনি আপন কষ্টের কথা কৌশলে আমীরুল মুমিনীনের নিকট ব্যক্ত করবেন।

তখন ছিল হযরত উমর (রা.) এর শাসনকাল। একদিন উক্ত মহিলা পর্দা রক্ষা করে খলীফার দরবারে এসে হাজির হলেন। তারপর অত্যন্ত আদবের সাথে কিছু বলার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলীফা বললেন, বলুন আপনার কথা।

মহিলা বলতে লাগলেন-

আমীরুল মুমেনীন। আমার স্বামী আমার জন্য এক মহা সম্পদ। গৌরবের ধন। তার মতো নেককার পুরুষ বোধ হয় পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তিনি সারাদিন রোযা রাখেন আর সারা রাত নামাযে লিপ্ত থাকেন। আরো কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না। আকাশসম লজ্জা যেনো চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলো।

মহিলা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বন্ধ করে দেয়ায় হযরত উমর (রা.) মনে করলেন, মহিলার বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। ভাবলেন স্বামীর প্রশংসা করারই তার মূল্য উদ্দেশ্য। তাই তিনি মহিলাকে উৎসাহিত করার জন্য তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন-

আল্লাহ পাক তোমাদের সংসারে সুখ শান্তি ও বরকত দান করুন। তার মাগফিরাত তোমাদের নসীব করুন। নেককার স্ত্রীগণ প্রিয় স্বামীদের প্রশংসা এভাবেই করে থাকেন।

খলীফার বক্তব্য শুনে মহিলা বুঝলেন যে, খলীফা তার আসল উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি। কিছুক্ষণ তিনি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর লজ্জারাঙ্গা মুখে বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

হযরত উমর (রা.) এর দরবারে তখন উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত কাব বিন সাউর (রা.)। তিনি ভদ্র মহিলাকে মন ভার করে চলে যেতে দেখে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে হযরত উমর (রা.) কে লক্ষ্য করে বিনম্র কণ্ঠে বললেন-

www.smfoundationbd.com

ঃ আমীরুল মুমেনীন! মহিলার স্বল্প কথায় আপনি বোধ হয় তার বক্তব্যের আসল মর্ম উদঘাটন করতে পারেননি। আমার তো মনে হয় তিনি প্রশংসার মধ্য দিয়ে স্বামীর ব্যাপারে একটি মৃদু অভিযোগ আপনার নিকট পেশ করতে চেয়েছেন। আমার ধারণা ভুল না হলে তার বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াবে যে-

'ইবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হচ্ছে না। স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে।' এটাই তার বক্তব্যের মূল বিষয়।

কাব (রা.) এর কথা শুনে উমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আমি বিষয়টি নিয়ে এতটা গভীর ভাবে চিন্তা করিনি। এবার তাহলে তোমার বক্তব্যের বাস্তবতা পরীক্ষা হয়ে যাক।

হযরত উমর (রা.) মহিলাকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। সে দরবারে উপস্থিত হলে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুঝা গেল, সত্যিই মহিলাটি তার স্বামীর ব্যাপারে প্রশংসার মধ্য দিয়ে একটি মৃদু অভিযোগ পেশ করেছেন।

মহিলা সম্পর্কে হযরত কাব (রা.) এর ধারণা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় হযরত উমর (রা.) তার প্রতি সীমাহীন সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, কাব! তুমিই বিষয়টির সমাধান করো।

ঃ আমীরুল মুমেনীন! আপনি উপস্থিত থাকতে আমি কিভাবে এর সমাধান দেই? আপনিই এর সমাধান দিলে সুন্দর হবে। হযরত কাব (রা.) এর সবিনয় আরজ।

ঃ হ্যাঁ, তুমি যেহেতু তার অভিযোগটি আগে বুঝতে পেরেছ, সুতরাং তুমিই দিবে এর সামাধান। হযরত উমর (রা.) এর দৃঢ়চিত্ত জবাব।

এদিকে মহিলার চেহারা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো। দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘর্ম নির্গত হলো। তিনি জড়ো সড়ো অবস্থায় চুপচাপ এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্বামীকে বিপদে ফেলার জন্য কিংবা খলীফাকে দিয়ে শাসানোর জন্য মহিলা এখানে আসেননি। একথা কখনো তার অন্তরে জাগ্রতও হয়নি। বরং তিনি এ উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহানের মুরব্বী খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমর (রা.) এর নিকট এসেছেন যাতে তিনি বিষয়টি অনুধাবন করে এর প্রতিকারের জন্য স্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। যাতে এর মাধ্যমে

www.smfoundationbd.com

তাদের সংসার সুখের সংসারে পরিণত হয়। কারণ স্বামী বেঁচে থাকতে একজন যুবতী স্ত্রীর সব চাইতে বড় আকাংখার বিষয় হল, স্বামীর স্নেহের পরশ, একটু আদর-ভালবাসা, একটু হাসি-খুশি। পক্ষান্তরে এ থেকে বঞ্চিত থাকা যে কত কষ্টদায়ক, কত যন্ত্রণাদায়ক তা কেবল ভুক্তভুগী স্ত্রীই বুঝতে পারে।

আলোচ্য সমস্যাটির সমাধান অনেকটা কঠিনই বটে। কেননা এখানে একদিকে আল্লাহর ইবাদত আর অপর দিকে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং ভেবে চিন্তে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শের ভিত্তিতেই এর ফায়সালা করতে হবে।

হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশ পেয়ে হযরত কাব বিন সাউর (রা.) খানিক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন-

আমীরুল মুমেনীন! পবিত্র কুরআনের আলোকেই বিষয়টির সমাধান সহজে দেওয়া যায়। কেননা আল্লাহপাক কুরআন শরীফে বলেছেন- তোমরা তোমাদের পছন্দ মত দুটি, তিনটি বা চারটি বিবাহ কর। সুতরাং কেউ যদি এ নির্দেশ মোতাবেক সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীও গ্রহণ করে, তবুও প্রতি চারদিনে একদিন এক স্ত্রীর পাওনা থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, প্রতি চারদিনে একদিন স্ত্রীর অবশ্য পাওনা। অতএব, আপনি এ বিধানের আলোকে তাকে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিতে পারেন।

হযরত উমর (রা.) হযরত কাব (রা.) এর বিজ্ঞজনোচিত ফায়সালায় দারুনভাবে পুলকিত হলেন। তিনি তার বিচক্ষণতায় অভিভূত হয়ে তার প্রশংসা করলেন।

এরপর তিনি মহিলার স্বামীকে ডেকে এনে তাকে বুঝিয়ে বলে দিলেন যে, তুমি তিনদিন তিন রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকলেও চতুর্থদিন ও সে রাত স্ত্রীর সংস্পর্শে কাটাবে। তাকে সংগ দিবে। তার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে প্রতি চারদিনে অন্ততঃ একদিন তাকে নিয়ে একত্রে থাকবে এবং তার সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করবে।

এ সমাধানে ভদ্র মহিলা অত্যন্ত খুশি হলেন। এরপর থেকে তার স্বামীও খলীফার নির্দেশ মত চলতে লাগলেন। এভাবেই তাদের দাম্পত্য জীবনে বইতে লাগল সুখের বন্যা।

www.smfoundationbd.com

আলোচ্য ঘটনাটি দাম্পত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পথ নির্দেশ করে। যার প্রতি যত্নবান হওয়া প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য ঃ তাছাড়া এ থেকে একথাও বুঝে আসে যে, স্ত্রীদেরকেও তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে লজ্জা করে ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণায় ছটফট করার কোন অর্থ নেই। এ জন্য প্রয়োজনে কোন মুরুব্বীর মাধ্যম গ্রহণ করে হলেও কলহমুক্ত উপায়ে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া কোন অপরাধ নয়। (সূত্র ঃ আল ইস্তিআব)

নযীরবিহীন তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ ভরসা করা, আস্থা রাখা ইত্যাদি। পরিভাষায় যে কোন সমস্যার সমাধান কিংবা প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করাকেই তাওয়াক্কুল বলে।

একজন ঈমানদারের জন্য তাওয়াক্কুল একটি অপরিহার্য গুণ। এগুণ অর্জন ব্যতিত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। উপরন্ত তাওয়াক্কুলের পরিমাণ যার মধ্যে যত বেশী জীবন চলার পথ তার ততবেশী সহজ হবে। ততবেশী পরিমান স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন সে লাভ করবে। কেননা আল্লাহপাক নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যারা (বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়ে) আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (সূরা তালাক ঃ ৩)

এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহর এমন অসংখ্য বান্দা-বান্দীও রয়েছেন যাদের তাকওয়া পরহেজগারী ও তাওয়াক্কুল দেখে রীতিমত হয়রান হতে হয়। আমাদের আকল সেখানে কাজ করে না। মনে হয় এ যেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। অসম্ভব ঘটনা। নিম্নে সেইসব মহামনীষীদেরই কয়েকটি বাস্তব ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি-

এক আল্লাহর অলী। খোদার আশেক। শাহ সুজা কিরামানী (র.) নামে সকল মহলে তার পরিচিতি। খোদাকে পাওয়ার আশায় হযরত ইব্রাহীম

www.smfoundationbd.com

আদহাম (র.) এর ন্যায় তিনিও শাহী তখত পরিত্যাগ করেছিলেন। বাদশাহী জীবন পরিত্যাগ করে দরবেশী জীবন অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য দুনিয়ার বাদশাহী পরিত্যাগ করলেও আলেম-ওলামা ও নেককার লোকদের নিকট তার মর্যাদা ছিল একজন ন্যায়পরায়ন প্রতাপশালী বাদশাহের চাইতেও অনেক বেশী।

হযরত শাহ সুজা কিরমানী (র.) এর ছিল এক দ্বীনদার নেককার সুন্দরী ষোড়শী কন্যা। জ্ঞান-গরিমায় দেখা-শুনায় ও আদব-আখলাকে সে ছিল অতুলনীয়া। সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল ছিল তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত শাহ সুজা কিরমানী (র.) এর ইচ্ছা ছিলো, কোন দ্বীনদার, নেককার ও আল্লাহ ওয়ালা ছেলের হাতে আদরের কন্যাকে তুলে দিবেন। এজন্য আজ বেশ কিছুদিন যাবত তিনি একজন মনের মত ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কোন ছেলে দ্বীনদার কি-না তা পরীক্ষা করার বড় মাধ্যম হলো নামায। দ্বীনদারী পরীক্ষা করার এ নিয়মটির প্রচলন বর্তমান যামানায় খুব ব্যাপক না হলেও সে সময় কিন্তু এভাবেই দ্বীনদারীর পরীক্ষা নেয়া হত। অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি ইহসানের সাথে নামায পড়তে পারতো সে-ই সকলের নিকট দ্বীনদার বলে বিবেচিত হতো। ইহসান বলা হয়, এমন একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা যেন নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ পাককে দেখতে পাচ্ছে কিংবা অন্ততঃ এতটুকু খেয়াল থাকা যে, আল্লাহ পাক তাকে দেখছেন।

দ্বীনদারী পরীক্ষা করার মাধ্যম হিসেবে নামাযকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, যে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযকে সুন্দর ও সুচারুরুপে আদায় করবে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানও সে সুন্দর ও গুরুত্বের সাথে আদায় করবে। আর এ বিষয়টি খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমর (রা.)এর আমল দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত।

হযরত উমর (রা.) যখন কাউকে কোন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাতেন তখন তিনি এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে খেয়াল করতেন যে, সে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও খুশু-খুজুর সাথে ইহসান সহকারে নামায আদায় করে কিনা। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি নামাযকে গুরুত্বের সাথে আদায় করবে সে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম- আহকামও গুরুত্বের সাথে আদায় করবে।

হযরত শাহ সুজা কিরমানী (র.) যখনই কোন যুবককে নামায পড়তে

www.smfoundationbd.com

দেখতেন তখনই দূর থেকে তার নামাযের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একদিন তিনি মসজিদে বসা। দেখলেন, একজন যুবক অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সাথে একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করছেন। তার নামায ছিল ঐ ধরণের নামায যা একজন মানুষ দ্বীনদার হওয়ার জন্য প্রমান হতে পারে।

শাহ সুজা কিরমানী (র.) যুবকের নামায দেখে যার পর নাই খুশি হলেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ যুবক যদি অবিবাহিত হয় আর সে রাজী থাকে, তবে তার সাথেই তিনি আপন কন্যার বিবাহ সম্পাদন করবেন।

যুবক নামায শেষ করলেন। চেহারায় তার স্বর্গীয় দীপ্তি। শাহ সুজা কিরমানী (র.) এগিয়ে গেলেন তার কাছে। সালাম দিলেন মমতার স্বরে। অতঃপর মোসাফাহার পর্ব শেষ করে তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন।

তিনি জানতে চাইলেন আপনার নাম কি? আপনার ঠিকানা কোথায়? আপনার বংশ পরিচয় কি ইত্যাদি। তিনি ঐ যুবককে লক্ষ্য করে আরো বললেন, আপনাকে দেখে তো একজন ভদ্র পরিবারের সন্তান বলেই মনে হচ্ছে। তবে মনে হয় আপনি একজন গরীব দুঃস্থ মানুষ।

যুবক বললেন, আমি একজন ভদ্র ছেলে কি-না জানি না। ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তো আপনারা করবেন। তবে আমার গরীব হওয়ার ব্যাপারে আপনি যে ধারণা করেছেন, দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তা অমূলক নয়।

হযরত শাহ সাহেব তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিবাহিত? নাকি কোথাও বিবাহ-শাদী করে ফেলেছেন?

বিবাহের কথা শুনে যুবকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ওর মুখ থেকে কোন কথা সরে না। ছলছলিয়ে উঠে আঁখি যুগল। চোখের কোনে দেখা দেয় উপচানো অশ্রুধারা। এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন-

হযরত আমি গরীব ও দুঃস্থ হওয়ার যে ধারণা আপনি করেছেন তা একশ ভাগ সত্য। আর আপনিই বলুন একজন সহায় সম্বলহীন দুঃস্থ ছেলের হাতে কেইবা তার আদরের মেয়েকে তুলে দিবে?

যুবকের কথা শুনে শাহ সুজা কিরমানী (র.) এর চোখেও অশ্রু প্লাবন শুরু হলো। সাথে সাথে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে তিনি ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে বললেন, আপনি নিরাশ হচ্ছেন কেন? আপনি কি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন?

www.smfoundationbd.com

ঃ আমি যখন জানি যে, আমার প্রস্তাব কেউ কবুল করবে না, নির্ঘাত তা উপেক্ষিত হবেই, সেক্ষেত্রে অযথা প্রস্তাব পাঠিয়ে নিজেকে অপমাণিত করতে চাইনি। অশ্রু সজল নয়নে বিনীত স্বরে জবাব দিলেন যুবক।

ঃ আচ্ছা আপনি কি শাহ সুজা কিরমানীকে চিনেন? তার আদরের দুলালীর সাথে যদি আপনার বিবাহ হয় তাতে কি আপনার সম্মতি আছে? নিজেকে গোপন রেখে প্রশ্ন করলেন শাহ সুজা কিরমানী (র.)

শাহ সুজা কিরমানী (র.) এর নাম অসংখ্য বার শুনলেও তাকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য যুবকের কোনদিনই হয়নি। এজন্য যুবক শাহ সাহেবকে চিনতেন না। অবশ্য তিনি যে একজন খ্যাতনামা বুযুর্গ তা তার ভাল করেই জানা ছিল।

এবার সামনে উপবিষ্ট লোকটির মুখে শাহ সাহেবের মেয়ের সাথে নিজের বিবাহের কথা শুনে তিনি ভাবলেন, এতো আমার সাথে উপহাস বৈ কিছুই নয়। তার মতো একজন বিখ্যাত আল্লাহর অলীর মেয়ের সাথে আমার বিবাহের কল্পনা করাও তো অন্যায়। তাই খানিকটা হেসেই যুবক উত্তর দিলেন হযরত! আপনি আমার সাথে কেন অযথা উপহাস করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় শাহ সুজা কিরমানী? তার মত মহামনীষীর নাম নিলেও তো শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে আসে।

এবার শাহ সুজা কিরমানী (র.) নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, ভয় পাওয়ার কিছুই নেই বাবা আমিই অধম শাহ সুজা কিরমানী। সম্মতি পেলে আপনার হাতে আমার আদরের কন্যাকে তুলে দিতে আমি মোটেও কুণ্ঠিত হব না। বরং আপনার মত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারলে নিজকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করব।

ভাবী শ্বশুরের মুখে বিবাহের কথা শুনে লজ্জায় রক্তাভ হয়ে যায় যুবকের মুখমন্ডল। আবারও তার দু'গন্ড বেয়ে ঝড়ে পড়ে অশ্রুমালা। তবে সে অশ্রু বেদনার নয়, আনন্দের। প্রিয়তমাকে কাছে পাওয়ার এক বুক স্বপ্নের।

যুবক ভক্তি প্রযুক্ত ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জনাব! আপনার রাযী থাকাই কি যথেষ্ঠ? নাকি মেয়েরও মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে?

শাহ সাহেব বললেন, আমি এ ব্যাপারে মেয়ের মতামত নিয়েছি। তার মতানুসারে আপনার মতো একজন পাত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সে রাজী আছে।

www.smfoundationbd.com

একথা শুনে যুবকের মস্তক শুকরিয়ায় অবনত হয়ে এলো। তিনি বললেন, আমি কি কশ্মিন কালেও আপনার জামাতা হওয়ার যোগ্যতা রাখি? আমার এ সৌভাগ্যের জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার জানা নেই।

যুবকের সম্মতি পাওয়ার পর বেশী দেরী হলো না।

ঐ দিনই বিখ্যাত বুযুর্গ শাহ সুজা কিরমানী (র.) আপন কন্যাকে যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।

বিবাহের পর শাহ সুজা কিরমানী (র.) জামাতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আপনার বাড়ীতে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আমিই আপনার বিবিকে নিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হব। শ্বশুরের নির্দেশে যুবক একাই বাড়ীতে চলে গেলেন।

বাড়ীতে গিয়ে যুবককে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নিজ হাতে ছোট ঘর খানা ঝাড়ু দেয়ার পর পরই তিনি দেখলেন, শাহ সুজা কিরমানী (র.) আদরের মেয়েকে চাদরাবৃত করে ধীর পদে এগিয়ে আসছেন।

যুবক যে ঘরে বাস করত সে ঘরটি ছিল খুবই জীর্ণশীর্ণ। দেখতে অনেকটা ঝুপড়ীর মতো। কোন আসবাবপত্রের নাম গন্ধও সেখানে নেই। এমনকি শোয়ার জন্য কোন খাট কিংবা চৌকির ব্যবস্থাও ছিল না। সহজ-সরল জীবনের এক সুস্পষ্ট ছাপ সেখানে সদা বিরাজমান ছিল।

শাহ সুজা কিরমানী (র.) ঘরের নিকটবর্তী হয়ে মেয়েকে বললেন মা! ঘরে প্রবেশ করো। এটিই তোমার স্বামীর ঘর। এ ঘরেই তুমি আজীবন থাকবে।

মেয়ে ঘরে প্রবেশ করে সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো। অতঃপর পিতাকে সম্বোধন করে বললো আব্বু! একি! আপনি আমাকে কোথায় এনে ডুবালেন?

নববধূর মুখে একথা শুনে যুবকও বাইরে চলে এলেন। বললেন, হযরত! আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে, আমি একজন গরীব মানুষ। সহায় সম্পত্তি বলতে কিছুই আমার নেই। আমার মতো একজন অসহায় দুঃস্থের সাথে আপনার মেয়ে ঘর সংসার করতে পারবে না।

এবার শাহ সুজা কিরমানী (র.) এর দ্বীনদার নেককার ও দুনিয়াত্যাগী মেয়ে স্বামীর দিকে মুখ করে বললো, প্রিয়তম স্বামী আমার! আপনি আমার কথার ভুল অর্থ বুঝেছেন। আর এজন্যেই হয়ত মনে কষ্ট পেয়েছেন। কষ্ট

www.smfoundationbd.com

পেয়ে থাকলে মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। স্বামী আমার! আমি পিতার নিকট আপনার অসহায়ত্বের অভিযোগ করিনি। আপনার এ গরীবি হালত দেখে আমি মোটেও মনক্ষুন্ন হইনি। বরং এজন্য আমি সীমাহীন খুশীই হয়েছি।

আমার কথার অর্থ হলো, আমার আব্বাজান আমাকে বলেছিলেন মা! আমি তোমাকে একজন যাহেদ (বা দুনিয়াত্যাগী) পাত্রের সাথে বিবাহ দিতে চাই। আব্বার কথা শুনে আমি যারপর নাই খুশি হয়েছি এবং তার প্রস্তাবে রাযী হয়ে গেছি। কিন্তু আপনার ঘরে প্রবেশ করার পর দেখতে পেলাম একটি পাত্রে কিছু বাসী রুটি রাখা আছে। আমি একজন যাহেদের স্বভাব পরিপন্থী কাজ বলে মনে করছি। কারণ কোন যাহেদ পরবর্তী ওয়াক্তে খাওয়ার আশায় বাসী রুটি ঘরে জমা করে রাখেন না। আর একারণেই আমি আব্বাজানকে বলেছি আপনি আমায় কোথায় এনে ডুবালেন।

আপনার রুটি সঞ্চয় করে রাখার দ্বারা মনে হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি সামান্য হলেও আপনার আকর্ষণ আছে। আল্লাহর উপর ভরসা কিছুটা হলেও আপনার কম আছে। অথচ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষনমুক্ত, আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল একজন ছেলেকেই আমার স্বামী হিসেবে পাওয়ার আশা করেছিলাম। যাতে বেহেশতী নূরে উদ্ভাসিত হয় আমাদের দাম্পত্য জীবন।

ষোল বছরের একটি মেয়ের মুখে এধরণের কথাবার্তা শুনে যুবক হতভম্ব হয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নব বধুর চাঁদনী মুখের দিকে। ভাবলেন, এতো দেখছি তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এরূপ মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তিনি শতকোটি শুকরিয়া আদায় করলেন।

তারপর স্ত্রীকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বললেন, দেখো, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা সঠিক নয়। আমি আজ রোযা রেখেছি। আল্লাহর উপর আমার নির্ভরতা কম কিংবা পরবর্তী ওয়াক্তে খাওয়ার আশায় আমি রুটি সঞ্চয় করে রাখিনি। বরং রুটি সঞ্চয় করে রাখার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিলো, যাতে সন্ধায় ইফতার করার সময় কোন বাড়তি জামেলা পোহাতে না হয়। তাছাড়া আমি এও চাইনি যে, আমার ঘরে আসার সাথে সাথেই তুমি রুটি তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো।

মেয়েটি পুনরায় বললো, আমার দৃষ্টিতে এও যথাযথ তাওয়াক্কুল

www.smfoundationbd.com

পরিপন্থী কাজ। কারণ যার জন্য আপনি রোযা রাখলেন তার প্রতি আপনার এতটুকু ভরসা নেই যে, তিনি যথা সময়ে আপনার ইফতারীর ব্যবস্থা করে দিবেন?

জবাবে স্বামী বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিক ই বলেছো, তোমার তাওয়াক্কুলের সাথে আমিও হেরে গেলাম। সুবহানাল্লাহ!

মুহতারাম ভাইগণ! আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা আস্থা ও ভরসা কতটা মজবুত হলে একটি ষোল বছরের মেয়ের মুখ থেকে এ ধরণের কথাবার্তা বের হতে পারে! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর আমাদের তাওয়াক্কুলও অনুরুপ হওয়া উচিত। তাহলেই আমাদের জীবনে সুখ আসবে, শান্তি আসবে। না পাওয়ার বেদনা দূরীভূত হবে। সবর ও শোকর করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আল্লাহর মদদ ও সাহায্য পাওয়া যাবে। ছোট বড় যে কোন সমস্যা বা সংকটে পতিত হলেও চেহারার মধ্যে স্বর্গীয় দীপ্তি সমুজ্জল থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওয়াক্কুলের মত মহা সম্পদ নসীব করুন। আমীন। (সূত্র ঃ মাজালিসে হাকীমুল উম্মত)

সদাচরণের ফল

আজ থেকে বেশ ক'বছর আগের কথা। তখন আমি মাদরাসা দারুর রাশাদের ছাত্র। দু'বছর আগে এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে মাদরাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। বিভিন্ন ওয়াজ নসীহতে আলেমদের সুউচ্চ মর্যাদার কথা বারবার শ্রবণ করার ফলেই আমার হৃদয়ে আলেম হওয়ার সুতীব্র বাসনা অংকুরিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা দিয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীস, যাতে তিনি বলেছেন, "আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঐরূপ যেমন আমার মর্যাদা একজন সাধারণ সাহাবীর উপর।"

যা হোক মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর হযরত মুহতামিম সাহেব প্রায়ই আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলতেন। উৎসাহিত করতেন। মাঝে মাঝে বুযুর্গদের জীবনী নিজেই পাঠ করে শুনাতেন। এমন খুব কমই হত যে, দেশ-বিদেশের কোন খ্যাতনামা বুযুর্গ ঢাকায় শুভাগমন করেছেন অথচ আমাদের মাদরাসায় তাশরিফ রাখেননি। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই বুযুর্গদের মূল্যবান কথা শ্রবন করা

www.smfoundationbd.com

আমাদের পক্ষে সম্ভব হত। একদিন তাঁরই উৎসাহ-উদ্দীপনায় আরও কয়েকজন সাথীসহ আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য সন্দ্বীপের পীর হযরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেব (র.) এর নিকট বাইআত হয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতি বছর দারুল উলূম মাদানী নগর মাদরাসায় ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ইছলাহী মজলিশে শরীক হতাম। উক্ত মজলিশে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ শরীক হতেন। গত ২৬ নভেম্বর ০২ ইং তারিখে হযরতের ইন্তিকালের পরও এই ইসলাহী মজলিশের প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।

মজলিশ চলাকালে অন্যান্য সময় ছাড়াও হযরত প্রতিদিন বাদ মাগরিব ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইসলাহী বয়ান রাখতেন। এতে উপস্থিত লোকদের অত্যন্ত উপকার হত। আমি নিজেও হযরতের সেই মূল্যবান বয়ান থেকে সীমাহীন উপকৃত হয়েছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বয়ানের মাঝে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। সেই ঘটনা আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দোয়াও করেছিলাম গোটা জনম যেন এভাবেই চলতে পারি। বরকতের উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করলাম।

আব্দুর রশীদ নামের এক যুবক। বয়স বোধ হয় ২৫ বছরের বেশী হবে না। দু'বছর হল একটি নামকরা মাদরাসা থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করে মাওলানা উপাধি নিয়ে বের হয়েছেন। এখন সবাই তাকে মাওলানা আব্দুর রশীদ নামেই ডাকে। এ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত।

গত এক বছর হল তিনি বিবাহ করেছেন। নিজ বাড়ী শহরে হলেও বিভিন্ন কারণে তাকে নিভৃত এক পল্লী গ্রামেই বিয়ে করতে হল। তাছাড়া গ্রামের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য সততই তাকে আকর্ষণ করত। উপরন্ত তাকদীরের লেখা খন্ডন করার উপায়তো কারোর নেই।

শ্বশুর বাড়ী পল্লী এলাকায় হওয়ার সুবাদে বছরে ৮/১০ বার সেখানে যেতেই হয়। সেখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা ততটা উন্নত না হওয়ায় বেশ কিছু পথ তাকে হেঁটেই পাড়ি দিতে হয়। অবশ্য বর্ষা মৌসুমে এ পথটুকু হাঁটতে হয় না। কারণ তখন এ পথে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে।

আজ কয়েক মাস হল। মাওলানা আব্দুর রশীদ শ্বশুর বাড়ীতে যেতে

www.smfoundationbd.com

পারছেন না। পেশাগত ব্যস্ততাই এর মূল কারণ। একদিন ভাবলেন, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করা, দেখা-সাক্ষাত করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করে চলাও তো ইসলামের বিধান। সুতরাং আগামী সপ্তাহেই তিনি শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন।

নির্ধারিত সময়ে মাওলানা আব্দুর রশীদ শ্বশুরালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। বর্ষার মৌসুম না হওয়ায় নৌকার পথটুকু তাকে হেঁটেই যেতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মাওলানা সাহেব আল্লাহর উপর ভরসা করে শ্বশুরালয়ের উদ্দেশ্যে এক পা দু'পা করে সামনে এগিয়ে চললেন।

মাওলানা আব্দুর রশীদ ছোট বেলা থেকেই রাসূল প্রেমিক ছিলেন। তাই প্রতিটি কাজে-কর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুরসরণ করে চলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করে তিনি যে সুখ-শান্তি ও আরাম অনুভব করেন, দুনিয়ার অন্য কোন মত ও পথে সে শান্তি তিনি পান না। সে আরাম অনুভব করেন না। উপরন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসখানা সর্বদাই তার হৃদয়ে চির জাগ্রত থাকত।

যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মুহব্বত করল সে আমাকে মহব্বত করল। আর যে আমাকে মহব্বত করল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকার কারণে বরাবরের মতো এবারও তিনি পথ চলার নিয়মগুলো মেনে চলছেন। রাস্তার ডান দিকে হাটছেন। এদিক-সেদিক না তাকিয়ে নীচের দিকে চেয়ে হাটছেন। পথে কোন মুসলমানের দেখা হলে তাকে আগে আগে সালাম দিচ্ছেন। কেউ আগে সালাম দিলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে সালামের জবাব দিচ্ছেন। রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক জিনিষ পড়ে থাকলে সম্ভব হলে তা সরিয়ে দিচ্ছেন বা পিছনের ভাইকে বলে দিচ্ছেন। আর মুখে জিকির এবং দিলে দিলে সমস্ত উম্মতের হিদায়েতের ফিকির তো আছেই।

যা হোক এবার মূল কথায় ফিরে আসি। মাওলানা আব্দুর রশীদ আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাতের আশায় এক বুক স্বপ্ন নিয়ে

www.smfoundationbd.com

সম্মুখ পানে এগিয়ে চলছেন। দীর্ঘক্ষণ চলার পর সামনে একটি ফসলের মাঠ পড়ল। সমস্ত মাঠ জুড়ে গম চাষ করা হয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট কোন রাস্তা না থাকায় ক্ষেতের সরু আইল ধরেই হাঁটা-চলা করতে হয়। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা সেখানে নেই। অবশ্য গ্রামের লোকজন পথ সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন জমির মাঝখান দিয়ে রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে তারা জমিনের আইল ধরে ঘুরে না গিয়ে ঐ কৃত্রিম রাস্তা ধরেই চলাচল করে। সেখানকার সাধারণ নিয়ম এমন হওয়ায় ক্ষেতের মালিকগণও এতে তেমন কিছু মনে করেন না। তাই অনেক সময় লোকজন মালিকের উপস্থিতিতেই ফসলী জমির মাঝখান দিয়ে যাতায়াত করে।

মাওলানা আব্দুর রশীদ শহরের লোক হওয়ায় গ্রামের কিছু কিছু নিয়ম কানুন সম্পর্কে ততটা ওয়াকিফহাল ছিলেন না। অবশ্য একজন শিক্ষিত লোক হিসেবে তিনি এতটুকু অবশ্যই জানতেন যে, ফসলী জমির মাঝখান দিয়ে চলাচল করা অন্যায়। অনুরূপভাবে ফসলের উপর দিয়ে এরূপ কৃত্রিম রাস্তা তৈরী করাও অপরাধ। কেননা এতে ফসলের চারা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক শস্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু সময়ের স্বল্পতাহেতু তিনি এতটা ভাবার অবকাশ পাননি। তাই এক সময় তিনি তাড়াহুড়া করে অন্যদের দেখাদেখি একটি ফসলী জমিনের মাঝখান দিয়েই পথ চলতে শুরু করলেন।

এ সময় জমিনের মালিক জমিনে কাজ করছিলেন। তার নাম আকরাম খাঁ। শত শত বিঘা জমিনের মালিক হওয়ায় লোকজন তাকে জমিদার আকরাম খাঁ বলেই ডাকত। ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হলেও সেই যৌবন বয়স থেকেই তিনি ছিলেন আলেম বিদ্বেষী। হুজুরদের তিনি মোটেও দেখতে পারতেন না। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিমাণ তার এতটাই প্রবল ছিল যে, হুজুর-মাওলানাদেরকে কখনো তিনি সালামও দিতেন না। অবশ্য এ অপ্রত্যাশিত মনোভাবের জন্য তাকে ততটা দোষীও বলা যায় না। কারণ কয়েকজন ভন্ড মৌলভীর খপ্পরে পড়েই তিনি এমনটি হয়েছেন। তারা তার সাথে কয়েকটি বিষয়ে মারাত্মক পর্যায়ের প্রতারণা করেছেন। ধোকা দিয়েছেন। আর এ থেকেই ধীরে ধীরে হুজুর-মাওলানাদের প্রতি তার ঘৃণার মনোভাব দানা বাধতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এসে তা চরম আকার ধারণ করে। তবে তার একথা খুব ভাল করেই বুঝা উচিত ছিল যে, মাথায় পাগড়ী, গায়ে

www.smfoundationbd.com

আলখেল্লা আর কাঁধে রুমাল ঝুলালেই মাওলানা হওয়া যায় না। বরং খাটি মাওলানা হতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমান পড়াশুনা করতে হয়। নির্দিষ্ট কতকগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। এমনকি যারা এলেম শিখে তদানুযায়ী আমল করে না তাদেরকে আমাদের সমাজে আলেম বা মাওলানা বলে আখ্যায়িত করলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সে আলেম বা মাওলানা নয়। বরং এরা হচ্ছে নামধারী আলেম। এদের দ্বারা লোকদের উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশী। এদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের এতবেশী ক্ষতি হয়, যা কল্পনা করতে গেলেও গা শিউরে উঠে। এ সমস্ত বদদ্বীন বেআমল ও নামধারী ভন্ড আলেমদের জন্যই আকরাম খাঁর মত হাজারো লোক আলেমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে। তাদেরকে সালাম দিতেও তারা কুন্ঠিত হয়। দেখলেই ক্ষোভে-ঘৃণায় গা রি রি করে।

মোট কথা, এখানে জমিদার আকরাম খাঁ যে ভুলটি করেছেন এবং যে ভুলের জন্য তিনি অপরাধী, তা হল তিনি ভন্ড আলেমদের ফাঁদে পড়ে ঢালাওভাবে সকল আলেমদের প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে চলেছেন। তিনি ভন্ড আলেম ও হক্কানী আলেমদের মাঝে পার্থক্য করেননি। এমনকি পার্থক্য করার চেষ্টাও করেননি। তার বুঝা উচিত ছিল, যে আলেমদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের উত্তরাধিকারী বলেছেন, তারা কখনো প্রতারণা করতে পারেন না। ধোকা দিতে পারেন না। যারা ধোকা দেয়, প্রতারণা করে, অন্যদেরকে যা বলে তা নিজেও আমল করে না, নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করে অথচ সুন্নতের নাম গন্ধও তাদের মাঝে পাওয়া যায় না তারা আর যাই হোক; তারা যে প্রকৃত আলেম নয়, খাঁটি মাওলানা নয় একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

জমিদার আকরাম খাঁ যখন দেখলেন, একজন মাওলানা সাহেব ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে হেটে যাচ্ছেন, তখন এটাকে তিনি মনের ঝাল মিটানোর মোক্ষম সুযোগ মনে করলেন। তিনি কাজ বন্ধ করে চিৎকার করে বলে উঠলেন,

ঃ মাওলানা সাহেব! কোথায় যাচ্ছেন?

ঃ জ্বী! আমি কিশোরপুর যাব। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই মাওলানা জবাব দিলেন।

www.smfoundationbd.com

ঃ কিশোরপুর কার বাড়ীতে যাবেন?

ঃ মাওলানা সিরাজুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে।

ঃ তিনি সম্পর্কে আপনার কি হন?

ঃ শ্বশুর।

শ্বশুরের নামের সাথে মাওলানা শব্দটি যুক্ত করে বলায় জমিদার আকরাম খাঁর রাগের মাত্রা শতগুণে বেড়ে গেল। কারণ মাওলানা শব্দটি তার নিকট একেবারেই অসহ্য। এ শব্দটিকে তিনি মোটেও বরদাশত করতে পারেন না। অবশ্য নাম না জানার কারণে আব্দুর রশীদ সাহেবকে অপারগ হয়েই তিনি মাওলানা বলে সম্বোধন করেছেন। (আল্লাহ মাফ করুন) তার ধারণায় সকল মাওলানারাই ভন্ড ও প্রতারক। তাই তাদের সাথে এত বিদ্বেষ।

কিছুক্ষণ পর লোকটি ঠাট্টা করে ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলল,

ঃ আপনি কি চোখে কম দেখেন? কম দেখলে তো চিকিৎসা করে ডাক্তার দেখিয়ে আগেই চশমা নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

ঃ না কই। আমি চোখে কম দেখি না তো! আমি তো সবই ভালভাবে দেখছি।

ঃ চোখে কম না দেখলে ফসলের জমির উপর দিয়ে হাটছেন কেন?

ঃ মাগরিবের জামাত ধরার জন্য আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। তাই ঘুরে না গিয়ে সোজা পথেই চলছি। তাছাড়া এ পথে অন্যেরাও চলছে। তাদেরকে তো আপনি কিছুই বলছেন না।

ঃ অন্যেরা যাক। তাতে আপনার কি? আপনি একজন মাওলানা মানুষ। আপনি এ অন্যায় করবেন কেন?

ঃ ভাই! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কখনোই আর এরূপ করব না। জমিনের উপর দিয়ে যেতে আমার বিবেকে বাধা দিলেও অন্যদের দেখাদেখি এ পথেই আমি চলে এসেছি। তারপরেও এ কাজটি আমার ঠিক হয়নি।

মাওলানা সাহেব যতই নম্রভাবে কথা বলছিলেন, জমিদারের ক্রোধের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা সাহেবকে আপনি শব্দের পরিবর্তে তুমি বলে সম্বোধন করতে লাগল। সাথে সাথে এমন

www.smfoundationbd.com

বকাবকি ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল, যা মুখে উচ্চারণ করতেও বিবেকে বাধে।

মাওলানা সাহেব অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সেখানে ঠাই দাঁড়িয়ে। তার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বের হচ্ছে না। জমিদারের কথার কোন প্রতিবাদও তিনি করছেন না। জমিদার মাওলানার চৌদ্দ গোষ্ঠী তুলে গালিগালাজ করে চলছেন। রাগে গোস্বায় ফেটে পড়ার উপক্রম। ভাবখানা এমন, যেন সুযোগ পেলে মাওলানা সাহেবকে চিবিয়ে খাবে। সামান্য কারণে জমিদারের অবস্থা এতটাই শোচনীয় আকার ধারণ করেছে যে, প্রয়োজনে তিনি মাওলানার গায়ে হাত উঠাতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আচ্ছামত মনের ঝাল মিটাতে পেরে জমিদার কিছুটা শান্ত হলেন। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাওলানা সাহেব একটি টু শব্দও করলেন না। বরং আবারও তিনি ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

জমিদার আকরাম খাঁর উচ্চবাচ্যে কয়েকজন পথিক সেখানে জড়ো হয়েছিল। একজন আলেমের সাথে এরূপ অশুভ আচরণে তারা ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। কারো কারো আঁখিযুগলে নামল মেঘলা শ্রাবণের বর্ষা। কিন্তু জমিদারের মুখের উপর কথা বলার কোন সাহস তাদের ছিল না। ফলে হৃদয়ের গহীন কোণে জমিদারের উপর ক্ষোভ আর ঘৃনাই পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। তারা মনে মনে ভাবলেন, যে আলেমগণ এত কষ্ট স্বীকার করে এলমে দ্বীন শিখেছেন এবং তা আমাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করছেন, একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার! এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ!! আলেমদের চৌদ্দ গোষ্ঠী তুলে এমন অশালীন, অভদ্র ও কুরুচিপূর্ণ গালিগালাজ!!! হায়! এমন দৃশ্য যেন জীবনেও না দেখি।

মাওলানা আব্দুর রশীদের পিছনে পিছনে তারা হাটছিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা মাওলানাকে সম্বোধন করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললো-

www.smfoundationbd.com

ঃ হুজুর! কিছু মনে না করলে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

ঃ মনে করার কি আছে। যা খুশি নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ঃ জিজ্ঞেস করার তেমন কিছুই নেই। আমাদের মনে কেবল একটিই কৌতুহল যে, আলেম বিদ্বেষী জমিদার আকরাম খাঁ আপনাকে এত কিছু বলল, অথচ এর জবাবে আপনি কিছুই বললেন না। পাল্টা উত্তর দিলেন না। প্রতিবাদের স্বরে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। এ বিষয়টি আমাদেরকে সীমাহীন আশ্চার্যান্বিত করেছে। তাই এ ব্যাপারে আমরা আপনার নিকট কিছু শুনতে চাই।

মাওলানা সাহেব বললেন, দেখুন তিনি আমার পিতার বয়সী মানুষ। তার সাথে তর্ক করাটাও অন্যায়। তিনি যতক্ষণ স্বাভাবিক ছিলেন ততক্ষণ তো আমি তার সাথে কথা বলেছি। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কিন্তু তিনি যখন আমার সাথে অসদাচরণ শুরু করেছেন, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছেন, তখন পবিত্র কুরআনের একখানা আয়াত আমার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠেছে-

খারাপকে উত্তমের দ্বারা দূরিভূত কর। (অর্থাৎ কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তুমিও তার সাথে খারাপ ব্যবহার করিও না। বরং উল্টো তার সাথে ভাল ব্যবহার কর।) তাহলে এক সময় তোমার প্রাণঘাতি শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে। (পরস্পরের মাঝে তৈরী হবে এক মধুময় সম্পর্ক।) (সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ৩৪)

এই আয়াতখানা আমাকে শুধু চুপ থাকতেই বাধ্য করেনি বরং সুযোগ পেলে সদাচরণের মাধ্যমে এর বদলা দিতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যদি মৃত্যুর পূর্বে কোনদিন জমিদার সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাত হয় তাহলে তার সাথে আমি এমন উত্তম ব্যবহার করবো যদ্বারা একদিকে আলেমদের প্রতি তার সুধারণা সৃষ্টি হবে এবং অন্যদিকে আয়াতের উপরও আমার আমল হয়ে যাবে। একথা শুনে তারা বলল, যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ করে থাকেন তাহলে আপনি সঠিক কাজটিই করেছেন। আমরা চাই আপনার উসিলায় জমিদার আকরাম খাঁর আলেমবিদ্বেষী মনোভাব দুরীভূত হউক। তিনি বুঝতে শিখুক "প্রকৃত আলেমগণ কখনোই জেনে-শুনে অন্যকে ধোকা দেয় না, প্রতারণা করে

www.smfoundationbd.com

না। জুলুম অত্যাচারের ধারে কাছেও তারা যায় না।" একথা বলে তারা যার যার পথে চলে গেল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। মাওলানা আব্দুর রশীদ তাদের নিজস্ব কাপড়ের দোকানে বসা। এমন সময় বাইরে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে লোকজন দৌঁড়ে এসে দোকানে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে জমিদার আকরাম খাঁও ছিল। আকরাম খাঁ মাওলানা সাহেবকে চিনতে না পারলেও মাওলানা কিন্তু তাকে ঠিকই চিনে ফেলেছেন। জমিদারকে দেখে মাওলানা আঃ রশীদ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এটাকে তিনি আয়াতের উপর আমল করার একটি উত্তম সুযোগ মনে করলেন।

প্রথমেই তিনি লোকদের ভীড় ঠেলে জমিদার সাহেবের নিকট পৌঁছলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হাত ধরে তাকে নিজের কাছে এনে বসালেন। তারপর কুশল বিনিময়ের পর্ব শেষ করে উভয়েই বিভিন্ন প্রকার আলাপ চারিতায় মগ্ন হলেন। এতগুলো মানুষ থেকে জমিদার সাহেবকে স্বসম্মানে নিজের কাছে নিয়ে বসানো এবং সুমধুর হৃদ্যতাপূর্ণ কথা-বার্তায় উপস্থিত সকলেই বুঝল যে, উভয়ের মাঝে বহু পূর্ব থেকে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই একে অপরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, মহব্বত করে।

এদিকে জমিদার আকরাম খাঁ বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, কেন তার সাথে এমন সম্মানজনক ব্যবহার করা হচ্ছে? কেন তার সাথে এই সৌহাদ্যপূর্ণ মধুর ব্যবহার? কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এ কথাটি বারবার চিন্তা করছিলেন।

কিছুক্ষণ পর ঝড়-বৃষ্টি থামলে মাওলানা সাহেব মিষ্টি, দধি, আপেল, কলা ও চা-বিস্কুট দিয়ে খুব উত্তমরূপে জমিদার সাহেবকে আপ্যায়ন করলেন। তারপর বাসায় এ বলে খবর পাঠালেন যে, আজ দুপুরে আমাদের বাসায় একজন সম্মানিত মেহমান খানা খাবেন। সুতরাং তার আগমন উপলক্ষে সুন্দর করে সবকিছু যেন ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা হয়। খাবারের যত উত্তম আইটেম আছে সবই যেন সম্মানিত মেহমানের জন্য রান্না করা হয়।

জমিদার সাহেব নাস্তা শেষে বিদায় নিতে চাইলে মাওলানা বললেন, অসম্ভব! এ কিছুতেই হতে পারে না।

www.smfoundationbd.com

আজকে আমাদের বাড়ীতে বেড়াবেন। বেশী প্রয়োজন হলে আগামীকাল না হয় বাড়ী যাবেন।

জমিদার সাহেব বললেন, এ কি বলছেন মাওলানা সাহেব! ক্ষনিকের পরিচয়ে আপনি আমার সাথে যে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এতেই আমি সীমাহীন খুশি হয়েছি। বাড়ীতে যাওয়ার কি প্রয়োজন। সত্যি কথা বলতে কি মাওলানারা যে এত উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয় তা আগে আমার জানা ছিল না। আমি এতদিন ভুলের মধ্যে ছিলাম। আপনার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। মাওলানা বললেন, অনুগ্রহ করে আমার মেহমানদারী কবুল করুন। আপনাদের মত মহান ব্যক্তিদের পদধুলি আমাদের গরীবালয়ে পড়লে নিজেকে ধন্য মনে করব।

জমিদার আকরাম খাঁ মাওলানা সাহেবের বাসায় যেতে বারবার অস্বীকৃতি জানালেও শেষ পর্যন্ত মাওলানার আন্তরিক আবদার প্রত্যাখান করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর মাওলানাদের বাসায় গিয়ে দেখেন সে এক এলাহী কান্ড। পোলাও-কোর্মা, মুরগীর রুষ্ট, খাশির গোশত, মিষ্টি দধি ও বিভিন্ন ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত আয়োজন দেখে জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের বাড়ীতে আজকে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান আছে কি?

ঃ না, বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নেই। মাওলানা নীচু স্বরে জবাব দিলেন।

ঃ তাহলে এত আয়োজন কেন?

ঃ এত আয়োজন কোথায়? সামান্য যা কিছু দেখছেন, এ আপনার জন্যই। আপনাদের মত বড় লোকদের জন্য তো আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর জমিদার সাহেবকে একটি সুসজ্জিত রুমে নিয়ে যাওয়া হল। রুমে প্রবেশের পর এসি অন করে দিয়ে মাওলানা আব্দুর রশীদ জমিদারকে বললেন, জনাব! আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। আমি একটু বাইরে থেকে আসি।

জমিদার বললেন, বাইরে বিশেষ কোন কাজ না থাকলে চলুন আরও কিছু আলাপ-আলোচনা করি। আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

www.smfoundationbd.com

মাওলানা বললেন, ঠিক আছে তাই হোক। অতঃপর উভয়ের মধ্যে আবারও অন্তরঙ্গ আলোচনা শুরু হল। দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর এক সময় মাওলানা সাহেব লক্ষ্য করলেন, জমিদার আকরাম খাঁ তার দিকে গভীর মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ যাবত দৃষ্টি ফিরাচ্ছেন না। এভাবে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর এক সময় জমিদার সাহেব বললেন, মাওলানা সাহেব! আমার তো মনে হয় কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি। আমার অনুমান মিথ্যে না হলে আমি জোর দিয়েই বলব যে, সত্যিই পূর্বে কোনদিন আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে দেখেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই।

মাওলানা সাহেব বললেন, হয়তো হতেও পারে। চলার পথে কত অপরিচিত মানুষের সাথেই তো আমাদের দেখা হয়। এর মধ্যে কয়জনের কথাই বা আমাদের মনে থাকে।

জমিদার এবার চক্ষু বন্ধ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে কখন আপনাকে দেখেছি। আমার প্রবল ধারণা যে, আপনি হলেন সেই মাওলানা যাকে আমি সামান্য কারণে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করেছিলাম। দুঃখ-কষ্ট দিয়ে অন্তর ব্যথিত করে তুলেছিলাম। আমার এ অসৌজন্যমুলক আচরণের বদলা কি আপনি এত সুন্দর ও উত্তম রূপে দিতে পারলেন?

মাওলানা আব্দুর রশীদ জবাবে কেবল এতটুকুই বললেন হ্যাঁ, ইসলামতো আমাদের এরূপ করতেই নির্দেশ দেয়।

জমিদার বললেন, আপনার এ মধুর ব্যবহার সত্যিই আমাকে বিমোহিত করেছে। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন আলেম উলামাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করব না। আপনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত হক্কানী আলেমদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে আমার হৃদয়ের গভীরে স্থান দিলাম। আলেমদেরকে এখন মহব্বত করব। তাদের সাথেই উঠা-বসা চলাফেরা করব।

এর কিছুক্ষণ পর আছরের নামায আদায় করে জমিদার সাহেব বিদায় নিলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি মাওলানাকে বললেন, আপনি অবশ্যই পরিবার-পরিজনসহ আমাদের বাড়ীতে যাবেন। আমি যেভাবেই হোক আমাদের বাড়ীতে আপনাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যাব।

www.smfoundationbd.com

পরবর্তীতে একদিন দেখা গেল সত্যিই জমিদার সাহেব মাওলানাকে তার পরিবারসহ তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনদিন পর্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করলেন। তারপর মাওলানা সাহেব এরকম জোর করেই সেখান থেকে সকলকে নিয়ে বাসায় চলে এলেন। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই দুই পরিবারের মধ্যে আত্মার এ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন উপলক্ষে একে অপরের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন। কখনো বা রাত্রিও যাপন করতেন। এভাবেই সদাচারণের ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও দুটি পরিবারের মাঝে আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সম্মানিত পাঠক! আমরাও কি পারি না এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অধমের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে? খারাপের সাথে ভাল ব্যবহার করতে? তাহলেই তো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের মনুষত্ব পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে। মনে রাখবেন, উত্তম ব্যবহারকারীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা অনেক সহজ এবং এটা কোন উত্তম চরিত্রের পরিচায়কও নয়। বরং খারাপ আচরণকারীর সাথে ভাল ব্যবহার করা যেমন কঠিন তেমনি তা উত্তম চরিত্রের পরিচায়কও বটে।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনার নযীর রয়েছে। কাফেররা তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে। চলার পথে কাটা পুঁতে রেখেছে, হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, যাদুকররাও পাগল বলে বিদ্রুপ করেছে, পাথর মেরে সমস্ত দেহ রক্তাক্ত করেছে, খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দয়ার সাগর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় এর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেননি। বরং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। এই ছিল রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন

(সূত্র ঃ মুসলেহে উম্মত হযরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেব (র.) এর বয়ান)

www.smfoundationbd.com

খোদায়ী নুসরত

তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন। (সুরা মুহাম্মদ ঃ৭)

উপরোক্ত ঘোষণা কোন মানুষের নয়। কোন ফিরিশতারও নয়। কোন প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধান মন্ত্রীরও নয়। বরং এ ঘোষণা এসেছে সমস্ত শক্তির আধার, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ ঘোষণা এসেছে রাজাধিরাজ মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যিনি ভুমন্ডল নভোমন্ডল, চন্দ্র-সুর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা যা বলেন তা করেন। তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি এখলাছের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-ফিকির করে তাহলে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে সাহায্য করবেনই। মদদ তারা পাবেই। এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারাই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে দুনিয়াতে বিজয়ী করার জন্য জান-মালের কোরবানী দিয়েছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, চিন্তা-ফিকির করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার নুসরত করেছেন। সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এ ধরণের হাজারো ঘটনা অতীতেও ঘটেছে বর্তমানেও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে ইনশাআল্লাহ। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া সে ধরণেরই একটি ঘটনা সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

১৩ সেপ্টেম্বর। ২০০৩ সাল। রাত তখন ২টা বেজে ১০ মিনিট। একটি দ্রুতগামী চেয়ারকোচ ঢাকা অভিমুখে তীরবেগে ছুটে চলছে। দিনাজপুর শহর থেকেই তার যাত্রা শুরু। বাসে সর্বমোট ৫৫ জন যাত্রী। তম্মধ্যে বেশীর ভাগই তাবলীগ জামাতের লোক। বাসের মালিক জনাব আলহাজ্ব আব্দুল খালেকও জামাতের সাথীদের একজন ছিলেন।

www.smfoundationbd.com

বাসে মোট দুটি জামাত ছিল। উভয়টিই চিল্লার জামাত। এক জামাতের আমীর ছিলেন আলহাজ্ব আব্দুর রহীম সাহেব। বয়স ৫৮ বৎসর। দেখতে ততটা ফর্সা না হলেও একটি উজ্জল নূরের আভা সর্বদাই তার চেহারায় ঢেউ খেলতো। স্বল্প সময়ের পরিচয়ে তিনি আমার সাথে যে উত্তম আখলাকের নমুনা পেশ করেছিলেন তা কখনোই ভোলার মত নয়। এ ঘটনাটি তার কাছ থেকেই আমি নিজ কানে শ্রবন করেছি।

তিনি বলেন, বাসে উঠে আমরা জিকির-আযকারে মশগুল হলাম। রাত অধিক হওয়ায় এক সময় সকলের চোখেই তন্দ্রাভাব এসে গিয়েছিল। কেউ কেউ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জামাতের সাথী ছাড়া অন্য যে ক'জন বাহিরের যাত্রী ছিল, তারাও খানিক বাদে নিদ্রাপুরীতে চলে গেছে। মোট কথা- প্রায় সবাই তখন ঘুমের ঘোরে অচেতন ছিল।

রাতের বেলায় রাস্তা খালি থাকায় ড্রাইভার ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঠ, বন পেরিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে চলছে গাড়ী। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, নিরব নিস্তব্দ রাতের নিকষ আধারে একটি অগ্নি গোলক যেন তীরবেগে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললো গাড়ী। আমি ড্রাইভারের নিকটবর্তী একটি সীটে বসা ছিলাম। ড্রাইভারের বেপরোয়া গাড়ী চালনায় বারবার আমার মনে এক্সিডেন্টের তীব্র আশংকা দানা বেধে উঠছিল। উপরন্তু ড্রাইভারের চোখে তখন কিছুটা তন্দ্রাভাবও আমি লক্ষ্য করি। তাই কয়েকবার আমি তাকে অনুরোধ করে বলি, ভাই আরেকটু আস্তে গাড়ী চালান। এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি? কিন্তু ড্রাইভার আমার কথায় কান দিল না। সে আরো দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাতে লাগলো। অবস্থা দৃষ্টে মনে হল, সে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আমি আবারো তাকে সাবধান করি। কিন্তু এবারও সে আমার কথা শুনল না। এরই মাঝে গাড়িখানা দুইবার দুর্ঘটনার শিকার হতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহর অসীম কুদরতে আমরা রক্ষা পাই। বেঁচে যাই মারাত্মক দুর্ঘটনার কবল থেকে।

কিন্তু এবার? এবার আর বাঁচা সম্ভব হলো না। হঠাৎ গাড়ীটি আমাদের নীচের খাদে চলে গেল। রাস্তা থেকে আনুমানিক ২০ ফুট নীচে। খাদটি পানিতে পূর্ণ থাকায় গাড়ীর সামান্য অংশ ছাড়া সবটুকুই পানির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। কেবল পিছনের চাকা দুটো পানির উপরে ছিল।

www.smfoundationbd.com

গাড়ী দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সময় সকলেই আমরা জাগ্রত হয়ে গিয়েছিলাম। সকলের মুখ থেকেই একত্রে উচ্চারিত হয়েছিল, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোয়ালিমিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

ঘটনাটি ঘটেছিল টাঙ্গাইল শহর থেকে ৭ মাইল পূর্বে বাইখোলা নামক স্থানে। রাস্তায় বিদ্যুত না থাকায় রাতের আধারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পানির নীচে তলিয়ে গিয়ে আমরা সকলেই ভেবেছিলাম, এই বুঝি আমাদের জীবন শেষ। এখনই জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। আমরা চলে যাব এমন এক জগতে যেখান থেকে আর কোন দিন ফিরতে পারবো না।

কিন্তু কি আশ্চর্য! খোদার কি অপূর্ব খেলা!! সামনের কাঁচটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি সেখান দিয়ে দ্রুত বের হয়ে সাতরিয়ে উপরে উঠে আসি। দেখি, আমার আরও কয়েকজন সাথী সেখানে দন্ডায়মান। কয়েকজন সাথী পানিতে সাতরাচ্ছে। আমরা তাদেরকে সাহায্য করলাম। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল উভয় জামাতের সকল সাথী চলে এসেছে। কেউ মারাত্মক কোন আঘাত পায়নি। কেবল দুজন সাথী জানালার কাঁচ ভেঙ্গে আসার সময় হাতের সামান্য অংশ কেটে গেছে। অবশ্য জামাতের সাথী ছাড়া অন্যান্য যাত্রীদের বেশ কজন মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে তাদেরকে হাসপাতালে নিতে হয়।

শহর নিকটবর্তী হওয়ায় অল্প সময় পরেই পুলিশের গাড়ী এসে গেল। তারা আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে দুর্ঘটনার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাইলো। যখন তারা শুনলো জামাতের কেহই মারাত্মক আহত হয়নি তখন তারা খুবই আশ্চর্যবোধ করলো। বললো, এটা কি করে সম্ভব। এটাতো খোদায়ী নুসরত ও সাহায্য ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরণের এক্সিডেন্টে তো সকলেই নিহত হওয়ার কথা। অথচ কেহই নিহত হয়নি। এমনকি জামাতের কেহই গুরুতরভাবে জখমও হয়নি। সত্যিই আল্লাহর কাজ যারা করে তিনিই তাদেরকে হিফাজত করেন।

জামাতের যে দু'সাথীর হাত কেটে গিয়েছিল তাদেরকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর আমরা নিকটবর্তী একটি মসজিদে আশ্রয় নিলাম। এলাকার লোকজন আমাদের কাপড় দিলে আমরা সেগুলো পরিধান করে ফজরের নামায আদায় করলাম।

www.smfoundationbd.com

ফজরের পর চতুর্দিক থেকে লোকজন আসতে লাগলো। ঘটনার বর্ণনা শুনে তারাও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। নাস্তার সময় হলে এলাকার এক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদেরকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে উত্তমরূপে নাস্তা করালেন। নাস্তা শেষে বাস থেকে বেডিংগুলো উদ্দার করে এগুলো রোদে শুকাতে দিলাম। সম্পূর্ণরূপে বেডিং শুকাতে দুদিন লেগে গেল। এর মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও সরকারী লোকজন আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। দূর দুরান্তের অসংখ্য লোকজনও আমাদের সাথে সাক্ষাত করলো। ঐ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাবলীগ জামাতের প্রতি তাদের আস্থা বৃদ্ধি পেল এবং অনেকেই ৩ চিল্লা, ১চিল্লা ও ১০ দিনের জন্য নাম লিখালো। উপরন্ত সেখানে আগমনকারী সকলের নিকটই একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাবলীগ একটি হক কাজ । যারা এ কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ পাক পদে পদে সাহায্য ও নুসরত করবেন। সর্বোপরি এ কাজ উম্মতে মোহাম্মদীর পবিত্র দায়িত্বও বটে।

যে দুদিন আমরা সেখানে ছিলাম তার প্রতি ওয়াক্তেই আমাদের জন উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। মনে হল গোটা জীবনের সমস্ত সুখ সম্মান যেন ঐ দুদিনেই আমরা ভোগ করে নিলাম। দুদিন পর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরেকটি বাসে করে আমরা কাকরাইল চলে এলাম।

(সুত্র ঃ এই ঘটনাটি আমি দিনাজপুরের একটি তাবলীগ জামাতের আমীর আলহাজ্ব আবদুর রহীম সাহেবের মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণ করেছি।)

সমাপ্ত

হৃদয় গলে সিরিজের পরবর্তী বই

যে গল্প হৃদয় কাড়ে

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

❑ যে গল্পে হৃদয় গলের তিনটি খন্ডই আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। বইগুলো পাঠ করার সময় একদিকে যেমন আমার চক্ষুগুলো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি বইটির সুন্দর নাম, হৃদয়কাড়া প্রচ্ছদ, প্রতিটি গল্পের নামের সাথে বিষয়বস্তুর অপূর্ব মিল প্রভৃতি দিক চিন্তা করে আমি সীমাহীন আনন্দিত ও খুশি হয়েছি। এ খুশির মাত্রা যে কত বেশী ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য এই বইখানা পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ফুটন্ত গোলাপ যেমন মনমুগ্ধকর সুঘ্রানে ভরপুর থাকে অনুরুপভাবে এ বইখানার প্রতিটি অক্ষর যেন হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ..... দোয়া করি মহান আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থের উসিলায় পথ হারা উম্মতকে পথের দিশা দেন, তার মারেফাত হাসেল করার রাস্তা খুলেন এবং লেখককে এ ধরণের আরও গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন।

-মাওলানা শামসুল ইসলাম ভাইস প্রিন্সপাল, দারুল উলুম দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।

❑ ..... আমি একজন গরীব মানুষ। মাদরাসায় পড়াশুনা করি। আমার জীবনের চেয়ে বড় নেশা হল বই কেনা, বই পড়া। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও জীবনে অসংখ্য বই কিনেছি। কিন্তু আপনার বইখানার মত এমন সুন্দর সাজানো গোছানো বই আমার হাতে আর পড়েনি। এজন্য সত্যিই আপনি অসংখ্য মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। .....আমি ছাত্র হলেও বিভিন্ন জায়গায় আমাকে বয়ান রাখতে হয়। এমন মজলিশ হয়ত খুবই কমই আছে যেখানে আপনার বই থেকে দু একটি ঘটনা লোকদের বয়ান করে শুনাই না। আপনার বইখানা পাঠ করে একদিকে যেমন আমি নিজে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি ঠিক তেমনি এর দ্বারা অনেক পথভ্রষ্ট মানুষকেও সুপথে আনার সুযোগ হয়েছে। আপনার ১ম ২য় ও ৩য় খন্ডের প্রতিটিই ঘটনাই আমি এবং আমার শ্রোতাদের অন্তরে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। ..... পরিশেষে আপনার নিকট দু খানা আবেদন রেখে শেষ করছি। (১) আপনি বই খানার আরও কয়েকটি খন্ড বের করুন। (২) গল্পগুলো কোন কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছেন তার উদ্ধৃতি দিলে খুব ভাল হয়।

মোঃ সাইফুল ইসলাম, দঃ ইয়াকুব পুর, দাগনভূঞা, ফেনী।

❑ আমি একজন ছাত্রী। ক্লাসের পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ যেমন পাইনা তেমনি এগুলো পড়ার মত ধৈর্যও আমার ছিল না। একদিন আপনার বইখানা হাতে পেয়ে ধৈর্য না থাকা সত্ত্বেও কেন যেন পড়তে শুরু করি। একটু পড়ে রেখে দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা আর হলো না। হৃদয়ের এক

www.smfoundationbd.com

প্রবল আকর্ষন আমাকে একটির পর আরেকটি গল্প পড়তে বাধ্য করে। এক পর্যায়ে বইটি শেষ হওয়ার পর বাকী খন্ডগুলোও সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। তারপর নিজের পাহাড়সম ধৈর্যের কথা চিন্তা করে নিজেই বিস্মিত হই। ভাবি, কে আমাকে এত বড় ধৈর্যশীলা বানাল? কিসের টানে আমি একশত বার পৃষ্ঠার তিনখানা বই অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করলাম? শেষ পর্যন্ত সমস্ত কৃতিত্বের হকদার আপনাকেই বানাতে হল। হৃদয় নিংড়ানো আন্তরিক মোবারকবাদ আপনাকেই দিতে হল। .... আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আপনার দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করে শেষ করলাম।

-আফরোজা বিনতে গিয়াস উদ্দীন, গাবতলী, নরসিংদী।

❑ আমি একজন গৃহিনী। বই পড়ার অদম্য আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল। হাতের কাছে কোন বই আছে আর আমি তা পড়িনি এমনটি বোধ হয় জীবনে খুব কমই হয়েছে। তবে সব বই পড়ে সমানভাবে আনন্দিত কিংবা উপকৃত হইনি- একথা যেমন সত্য, ঠিক অনুরূপভাবে আপনার যে গল্পে হৃদয় গলে আমার পঠিত সকল বইয়ের শীর্ষে স্থান পাওয়ার যোগ্য একথাও তার চেয়ে শতগুণে বেশী সত্য। কারণ এ বই খানা পাঠ করে আমি এতবেশী উপকৃত হয়েছি এবং আমার হৃদয় এত বেশী হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে যা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। এ বইয়ের প্রতিটি লাইন আমি তন্ময় হয়ে পড়েছি। এখনও পড়ি। বারবার পড়ি। বাসায় মেহমান আসলে তাদেরকে পড়ে শুনাই। অনেক সময় মনে সাধ জাগে, বাংলা ভাষাভাষি সকল মানুষকে বলি, তোমরা সিনেমা, টিভি ইত্যাদির সামনে বসে বসে সময় নষ্ট না করে এ বইটি পড়। মনোযোগ সহকারে পড়। দেখবে, তোমাদের জীবনে পরিবর্তন আসবেই। সত্য-সুন্দর ও হেদায়েতের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবেই। আল্লাহ পাক সবাইকে তৌফিক দিন এবং লেখককে এর উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

-মোসাম্মত জাহানারা বেগম, কালাইশ্রী পাড়া, বি,বাড়ীয়া।

❑ ..... আমার এক চাচাত বোন মহিলা মাদরাসায় পড়ে। আমি কখনও মাদরাসা পছন্দ করতাম না। একদিন সে যে গল্পে হৃদয় গলে বইখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেল। বইটির নাম ও প্রচ্ছদ দেখে পড়তে খুব ইচ্ছে হল। ঐ দিনই সময় করে মনোযোগ সহকারে বইটি পড়ে শেষ করলাম। পড়ার সময় আমার হৃদয়ে ঝড় উঠেছিল। মনের অজান্তেই গড়িয়ে পড়েছিল ফোটা ফোটা অশ্রু মালা। সাথে সাথে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।..... আজ আমি মাদরাসার ছাত্রী। আমার জীবনের গতিধারা অনেকটাই বদলে গেছে। একজন মুসলিম মেয়ে হিসেবে আমার কি করণীয়, কি বর্জনীয় তা এখন শিখতে পারছি। সত্য ও সুন্দরের সন্ধান পেয়ে আমি যেন এক নব জীবন লাভ করেছি। আমার জীবনের এ পরিবর্তনের জন্য আমি আপনার নিকট চির ঋণী হয়ে থাকলাম।

www.smfoundationbd.com

আমার বিশ্বাস, এ বইখানা পড়ে আমার মত হাজারো মেয়ের জীবন সুন্দর হবে। সত্যের পথে চলতে উৎসাহিত হবে। লেখকের নিকট আমার অনুরোধ, পাঠকদের একঘেয়েমি ভাব দূর করার জন্য এ বইয়ের বাকী অংশগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে প্রকাশ করুন। -খাদীজা আখতার, সাটির পাড়া, নরসিংদী।

❑ ... বর্তমান সমাজের অধিকাংশ লোক বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল বই পুস্তক পাঠ করে তাদের জীবন-যৌবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। চরিত্রহীনতার বাধ ভাঙ্গা জোয়ার সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছে। এমতাবস্থায় তারা যেন জীবন যৌবনকে রক্ষা করে আদর্শ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম করতে পারে এজন্য চরিত্রগঠনমূলক আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য বই রচনা করার খুব প্রয়োজন ছিল। আমার বিশ্বাস, যে গল্পে হৃদয় গলে রচনা করে আপনি সে প্রয়োজনটুকুই পুরা করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহপাক আপনার পরিশ্রমকে কবুল করুন এবং এ বইটিকে সকল শ্রেনীর মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন এই কামনা করি।

-মাওলানা ইমদাদুল হক, কাচারী বাজার, কোতুয়ালী, ময়মনসিংহ।

❑ আমি কওমী মাদরাসার হেদায়াতুন্নাহ জামাতের ছাত্র। দরসের কিতাব ব্যাতীত অন্য আউট বই পড়ার তেমন আগ্রহ আমার ছিল না। একদিন এক সহপাঠির নিকট জানতে পারলাম, যে গল্পে হৃদয় গলে নামক একখানা ভাল বই বের হয়েছে। বইটির সুন্দর নাম আমাকে দারুনভাবে আকর্ষণ করে। ভাবলাম, বইটি আমি পড়ব। হয়ত হৃদয় গলতেও পারে। অবশেষে বইখানা পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং মনে মনে আফসোস করে বললাম, যদি এমন বই আরও পেতাম তবে কতই না ভাল হত। কিছুদিন পর শুনতে পেলাম এর ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে উহা সংগ্রহ করে পড়তে না পড়তেই ৩য় খন্ড বের হওয়ার সংবাদ পেলাম। আমি কালবিলম্ব না করে উহাও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সংগ্রহ করে পড়ে শেষ করলাম। পর পর তিনটি খন্ড পাঠ করে লেখকের প্রতি আমার এত বেশী শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হল, যা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। বইগুলো পড়ে আমি সীমাহীন উপকৃত হয়েছি। প্রত্যেকটি ঘটনাই আমার মনের মাঝে গভীর রেখাপাত করেছে। লেখকের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, তিনি যেন এর আরও কয়েকটি খন্ড ভিন্ন নাম দিয়ে সিরিজ আকারে বের করেন। এবং পাঠক সমাজকে আরও বেশী পরিমাণে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেন।

-মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, চৌঘরিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।

❑ ..... আমি যে গল্পে হৃদয় গলে'র ভূমিকা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, বইয়ের প্রতিটি গল্পই আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। বর্তমান কালে এ ধরণের বইয়ের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

www.smfoundationbd.com

প্রতিটি গল্পের শুরু কিংবা শেষে সন্নিবেশিত উপদেশগুলো খুবই চমৎকার হয়েছে। এর ফলে গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে পাঠকের হৃদয়ে বসে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ..... আপনি এ বইয়ের খন্ড সংখ্যা দশ পর্যন্ত পৌঁছানোর এরাদা করেছেন। আমি আপনার এ ইচ্ছা ও আকাংখাকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে সাথে আপনার নিকট অনুরোধ করছি বাকী খন্ড গুলো অতি তাড়াতাড়ি পাঠকের হাতে তুলে দিন। দু খন্ডের মাঝে সর্বোচ্চ তিনমাসের অধিক যেন ব্যবধান না হয়। অন্যথায় আমাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাবে। আমরা পরবর্তী খন্ডগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় তীর্থের কাকের মতো বসে রইলাম। ..... আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমীন।

-মোঃ ওয়াহীদুজ্জামান, রায়পুরা, নরসিংদী।

❑ আমি আপনার সবগুলো খন্ড পড়েছি। প্রতিটি খন্ডই আমার নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছে। বইগুলো পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি আমি। আমি সর্বস্থরের পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ করে বলছি, তারা যেন এ বইগুলো সংগ্রহ করে পাঠ করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে সবাই আমার মত উপকৃত হবেন। আল্লাহপাক সবাইকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

-মোঃ আমিনুল ইসলাম মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

❑ আমি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট হাজারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এজন্য যে, আপনার মত একজন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন মনের লেখককে আমাদেরই শহরে বসবাস করার তাওফীক দিয়েছেন। আপনাকে আমি কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব সে ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ আপনার বইখানা পড়ে আমার মেয়ে মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেলে আমি তাকে মহিলা মাদরাসায় ভর্তি করে দেই। বর্তমানে তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখে আমি আপনার উপর কত যে খুশি হয়েছি তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দোয়া করি আপনার বইখানা পড়ে আমার মেয়ের মত আরও হাজারো মেয়ে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়ে সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হউক এবং এ বইখানাকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমীন।

-মোসাম্মত রুকাইয়া বেগম, ভাগদী, নরসিংদী।

একটি ঘোষণা

আগামী বইগুলোতেও **পাঠকের মতামত** বিভাগ চালু থাকবে। "হৃদয় গলে" সিরিজ পড়ে আপনার কেমন লাগলো, তা জানিয়ে নাম, ঠিকানা, পদবী ইত্যাদি সহ আজই লেখক বরাবর চিঠি লিখার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সিরিজগুলোতে কিছু কিছু করে ছাপা হবে, ইনশাআল্লাহ।

www.smfoundationbd.com

যেভাবে বইটি সাজানো

তাদের জন্য এই আয়োজন

- যারা চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালোবাসে।
- যারা বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।
- যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোন আপনজনকে নেককার, আল্লাহভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোনো ভালো বই খোঁজ করছেন।
- যারা প্রিয়জনকে এমন কোনো অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না , হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।
- যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তেজ হয়ে পড়া জেহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।
- যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
- যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
- যারা নিজেদের ভাষণ বক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদ্দীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

বইটি নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন। ভালো লাগলে অপরকে পড়তে এবং সংগ্রহে রাখতে উৎসাহিত করুন।

www.smfoundationbd.com